বীমা একাডেমি বার্তা

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর-২০২১

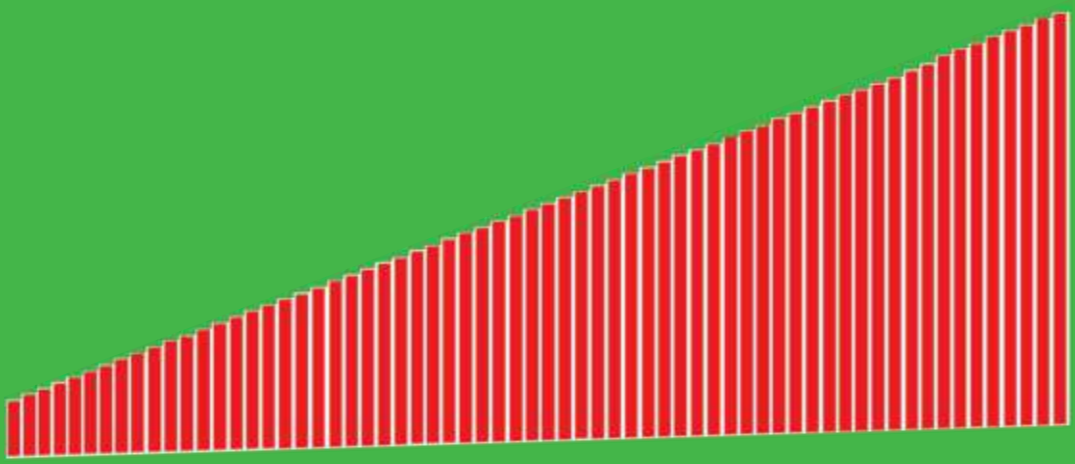

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

www.bia.gov.bd

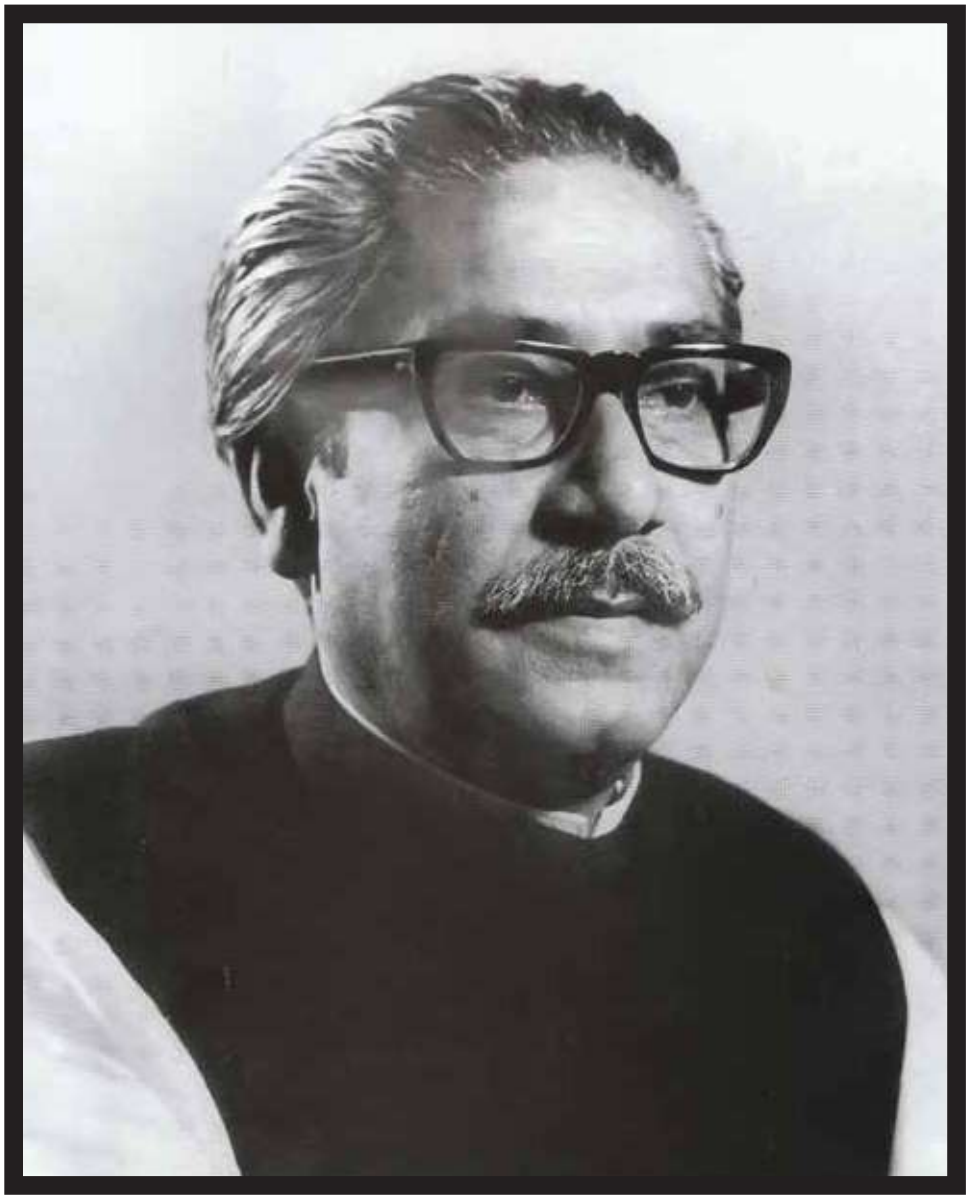

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বীমায় বঙ্গবন্ধু

আলফা ইন্স্যুরেন্স অফিস, ১৪ জিন্নাহ এ্যাভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ) : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও আলফা ইন্সুরেন্সের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

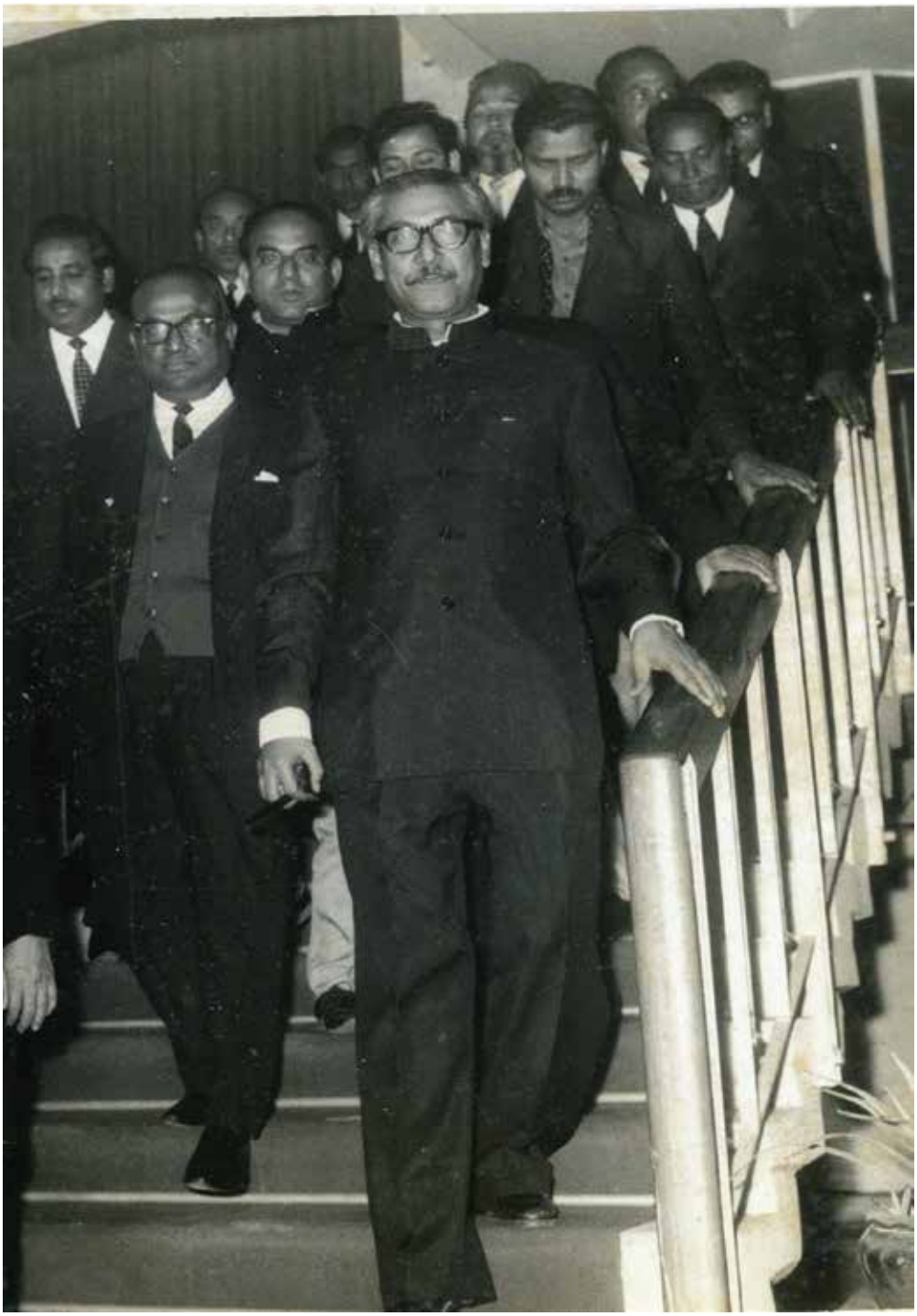

Mr. Golam Mowla, Managing Director, Great Eastern Insurance Co. Ltd. gave a dinner in honour of the delegates attending the R.C.D. Re-insurance meetings. In the picture from left are Dr. A. R. Sahib (Iran), H.E. Dr. Farhang Mehr, leader of the Iranian delegation, Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Faruk Seven, leader of the Turkish delegation, Mr. Omer Yalaizogis, (Turkey) and the host.

Jamal Sk. Mujibur Rahaman
Central Jail.

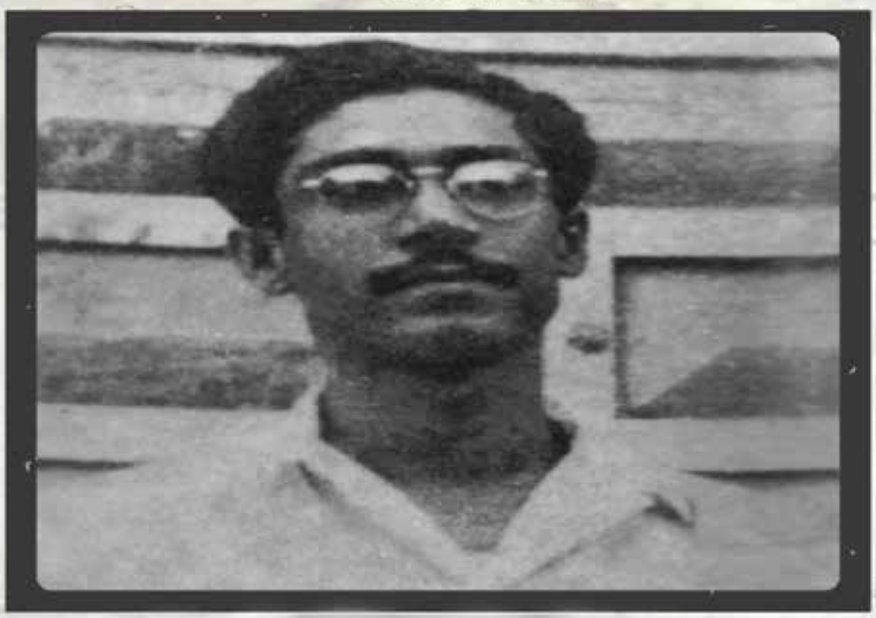

৩০৫৩ দিন

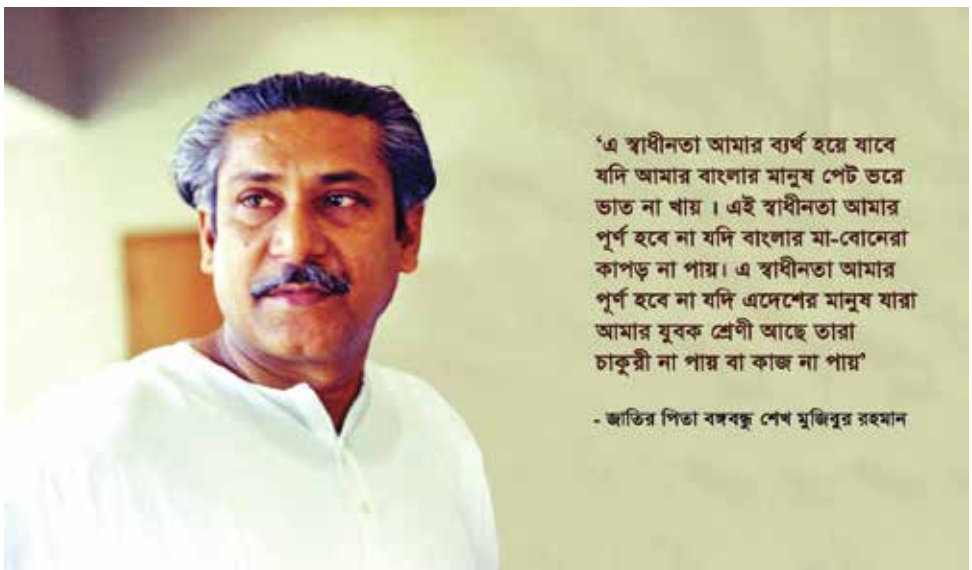
‘এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে
যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে
ভাত না খায় । এই স্বাধীনতা আমার
পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা
কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার
পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা
আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা
চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়’
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তান ইন্স্যুরেন্স সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব গোলাম মাওলা দুর্গতদের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের হাতে একটি চেক প্রদান করছেন

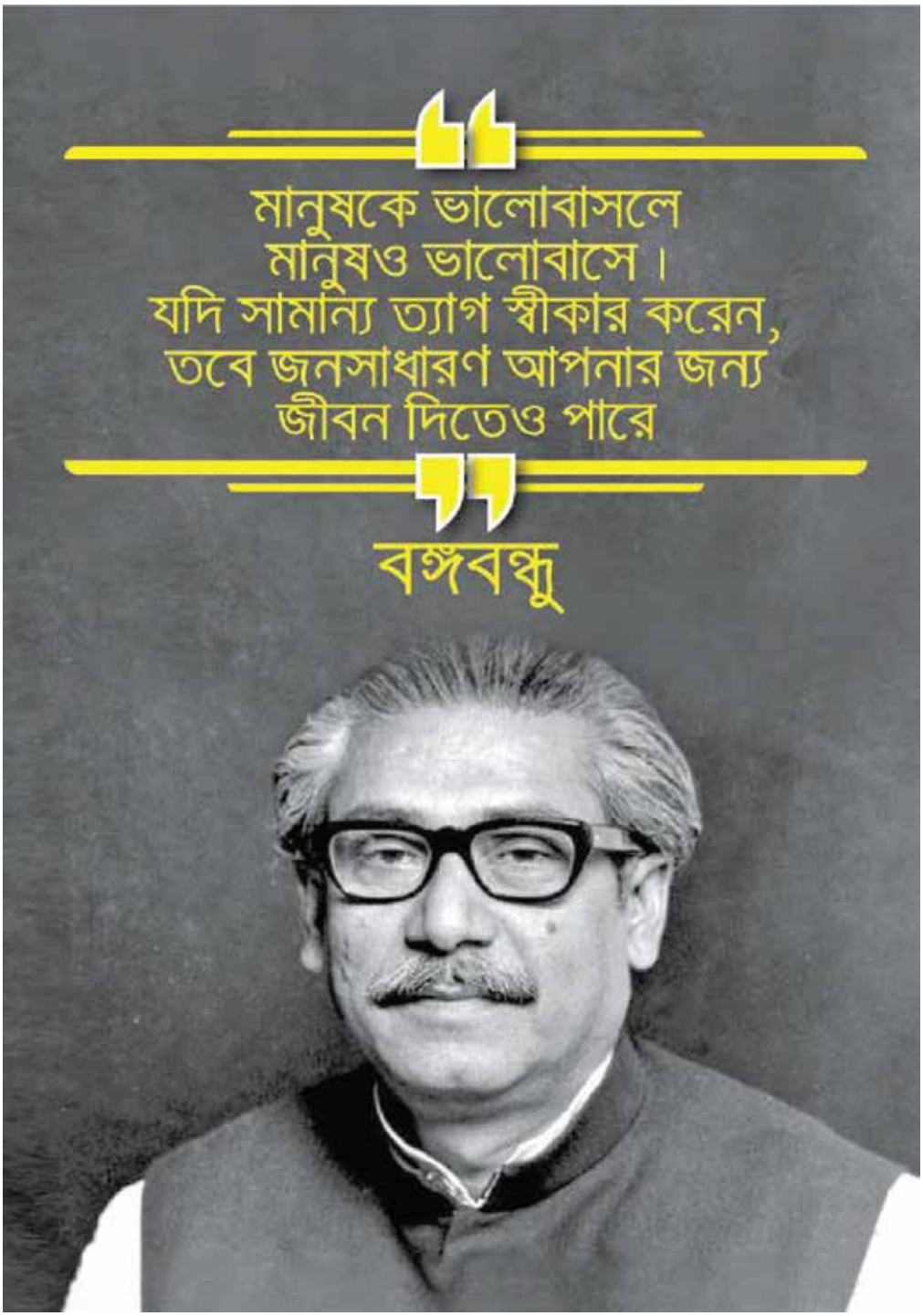

মানুষকে ভালোবাসলে
মানুষও ভালোবাসে।
যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন,
তবে জনসাধারণ আপনার জন্য
জীবন দিতেও পারে
বঙ্গবন্ধু

মুজিব কর্নার, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

Alpha INSURANCE COMPANY LTD.

(INCORPORATED IN PAKISTAN)

GRAMS: HINSUR KARACHI TELEPHONE 30830
DACCA TELEPHONE 4338

HEAD OFFICE: WRITERS CHAMBERS DUNOLLY ROAD, P. O. BOX NO 4339 KARACHI-2
DACCA OFFICE: M. A. HASAN BUILDING 12, JINNAH AVENUE, POST BOX NO. 186 DACCA-2

3185

11th May,1962.

The D.I.G. of Police,
I.B.,Lalbagh,
Dacca.

Dear Sir,

As I urgently require to meet with Mr.Sheikh Mujibur Rahman, a Secutity prisoner., Dacca Central Jail, to discuss some very important official matters, so I request you kindly to grant me a special interview at an earliest date.

Thanking you,

Yours faithfully,

ARahman

(Syed Anisur Rahman)

INTELLIGENCE BRANCH
13613
12 MAY 1962
E. Pakistan, Dacca

7.35 Hrs

606-48 B

3771

The D. I. G.,
I. B.,
Govt. of East Pakistan,
Lalbagh, DACCA.

February 24, 1962.

INTELLIGENCE
24 FEB 1962
East Pakistan, DACCA

Sir,

Re: Special interview with Security Prisoner Mr. Sk. Mujibur Rahman in Dacca Central Jail.

606/48 PF

I, the wife of the above Security Prisoner would earnestly request your goodself as to be kind enough to accord your permission for a special interview with my husband on Monday the 26th February 1962 on the following points:-

1. To see my husband along with my children and his brother Mr. Mominul Haque

2. To obtain an authorise letter in my favour from my husband to draw his salary from The Alpha Insurance Co., Ltd., Dacca.

3. To take back the warm cloths of my husband.

Thanking you,

Yours faithfully,

F. Nessa

(Fazilatun Nesa.)
Wife of Sk. Mujibur Rahman.

Plot No.677, Road No.32,
Dhanmandi Residential Area,
D A C C A.

Sir,

Alpha INSURANCE COMPANY LTD.

(INCORPORATED IN PAKISTAN)

TELEGRAMS: ALPHINSUR DACCA
TELEPHONE 4331

HEAD OFFICE: WRITERS CHAMBERS, DUNOLLY ROAD, P. O. BOX NO. 4359, KARACHI-2

DACCA OFFICE: M. A. HASAN BUILDING, 12, JINNAH AVENUE, POST BOX NO. 194, DACCA-2

3851

INTELLIGENCE ... 1459 25 APR 962

Dacca, April 24, 1962.

The D.I.G.,
I. B.,
Lalbagh,
DACCA.

Dear Sir,

We shall be highly obliged if you kindly accord your permission for a special interview to our Agency Manager, Mr. S.A.M. Hashmi of our Head Office, Karachi who is now in Dacca on official tour of East Pakistan, with Mr. Sk. Mujibur Rahman, Security Prisioner of Dacca Central Jail, any day before 30th April 1962 to enable him to discuss some important and urgent official matter.

Thanking you,

Yours faithfully,

Superintendent.

ms/ra*

606-48 PF

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিব বর্ষ' পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি 'বীমা একাডেমি বার্তা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বীমা শিল্পে কর্মরত পেশাজীবীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ২৯ শে নভেম্বর সরকার একটি স্বায়ত্তশাসিত বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। এটি জাতির পিতার হাতে গড়া দেশের একমাত্র বীমা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ।

এদেশের মানুষকে বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে একটি স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। জাতির পিতা ১ মার্চ ১৯৬০ সালে তৎকালীন আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসাবে যোগদান করেছিলেন। সরকার ইতোমধ্যে জাতির পিতার বীমা শিল্পে যোগদানের দিন ১ মার্চকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর এ দিনকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের এ উদ্যোগ বীমা শিল্পের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হিরন্ময়ী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্যতম রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শুধু তাই নয় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ আজ অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই বর্তমান সরকার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শক্তিশালী ও উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। বীমা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (ইওঝউচ) হাতে নিয়েছে। আশা করা যায়, এতে গোটা বীমা খাতে আধুনিকায়ন সম্ভব হবে। পাশাপাশি একাডেমিটি একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বীমা শিল্পের উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বীমা খাতকে অনন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। উন্নত দেশের ন্যায় যেন জিডিপিতে বীমার অবদান বাড়ে সে জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এই হোক আমাদের অঙ্গিকার। একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার **সম্ভব সবরকম** সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। আশা করি একাডেমি বীমা শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ যুগোপযোগী বীমা বিষয়ক কোর্স কারিকুলাম তৈরি করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। আমি একাডেমির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

২৬ আগস্ট, ২০২১

আ হ ম মুস্তফা কামাল, (এফসিএ, এমপি)

সিনিয়র সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এদেশের মানুষকে সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিয়ে একটি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। গত শতকের ষাটের দশকে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী আওয়ামী লীগের রাজনীতি বন্ধ করে দিলে স্বাধিকার আন্দোলন নির্বিঘ্নে চালিয়ে নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১মার্চ ১৯৬০ সালে তৎকালীন আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। জাতির পিতার বীমা শিল্পে যোগদানের দিন ১ মার্চকে স্বরণীয় করে রাখার জন্য সরকার প্রতি বছর এ দিনকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। জাতির পিতা বীমা শিল্পে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এটি বীমা শিল্পের জন্য গর্বের ও গৌরবের বিষয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতির গৌরবের আধার। এ দেশের সব গৌরবময় ও সম্মানজনক অর্জনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

'জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪' প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার বীমা খাতের বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে টহরভরবফ গবংংধমরহম চষধঃভড়ৎস (টগচ) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য 'প্রবাসী বীমা', হাওর এলাকার মানুষের বন্যা/ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক 'শস্য বীমা' চালু করা হয়েছে। এছাড়া পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মত বৃহৎ প্রকল্পগুলোর জন্য সরকারি মালিকানাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা সুবিধা প্রদান করছে। শিক্ষার্থীদের পিতা- মাতা/ অভিভাবকের অকাল মৃত্যুতে/ শারীরিক অক্ষমতায় তাদের শিক্ষা জীবন যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১লা মার্চ, ২০২১ এ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতিতে বীমার অবদান বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী ও গবেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ছে। বীমা শিল্পে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অতি সহজে

গ্রাহক বীমা পলিসি গ্রহণ করার পাশাপশি বীমাকারী দ্রুত ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে দাবি নিষ্পত্তি করতে পারবে। আমরা এ শিল্পে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে কাজ করছি। বীমা শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাপকভাবে শিক্ষিত বেকার তরুণদের এজেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এই বীমা শিল্পে। এতে বীমা শিল্পের ও দেশের উন্নয়ন হবে। সঠিক ও যুগোপযোগী নীতি প্রণয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে বীমা শিল্প এগিয়ে যাবে বহুদূর। ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং অন্যান্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সব শ্রেণীর মানুষের মাঝে বীমা সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব। কৃষি ও গবাদি পশু বীমা, কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে তৈরি করতে পারে অপার সম্ভাবনা। বীমা সর্ম্পকে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য একাডেমিকে কাজ করতে হবে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বীমা শিল্পে নিয়োজিত জনবলকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ২৯ শে নভেম্বর সরকার একটি স্বায়ত্তশাসিত বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। এটি জাতির পিতার হাতে গড়া একমাত্র বীমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার গৃহীত ইওঝউ প্রকল্পের আওতায় একাডেমির আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও একাডেমির সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে এটি বীমা শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী বীমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। আমি আশা করি, একাডেমির প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে বীমা শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী বীমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে একাডেমি সক্ষম হবে। বর্তমান সরকারের গৃহীত রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প -২০৪১ বাস্তবায়নের সাথে একাডেমিকে শামিল হতে হবে। আন্তর্জাতিক বিশ্বের বীমা শিল্পের সাথে তাল মিলিয়ে একাডেমির কার্যক্রমকে আরও ঢেলে সাজাতে হবে যাতে এদেশের বীমা শিল্প সমৃদ্ধ হতে পারে।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিব বর্ষ' পালনের অংশ হিসেবে একাডেমি কর্তৃক 'বীমা একাডেমি বার্তা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বীমা শিল্পকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

সভাপতি
একাডেমিক কমিটি
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি। জাতির পিতা নিজে বীমা শিল্পে জড়িত ছিলেন। দুটি বিষয়ই বীমা শিল্পের জন্য গর্বের ও গৌরবের । মানুষের ও দেশের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালবাসা ছিল অসীম। পরবর্তী প্রজন্মকে বীমায় বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততার বিষয়টি জানানোর জন্য বীমা পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আশা করি এটি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

বাংলাদেশ জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে সামাজিক উন্নয়নের যে কোন সূচকের বিচারে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কিন্তু বাংলাদেশের বীমা খাতের আশানুরূপ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বীমা পেনিট্রেশন ও বীমা ডেনসিটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে প্রয়োজন বীমা খাতের ব্যাপক প্রসার যা দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। বীমা খাতে যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল সৃষ্টি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে প্রয়োজন যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সঠিক পরিকল্পনা। আমি আশা করি একাডেমি আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ চালুকরণ ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বীমা খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল সৃষ্টি করতে পারবে।

বাংলাদেশ সরকার বীমা খাতের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করেছে। বীমা খাতের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করেছে।'বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প'। জাতীয় বীমা দিবসের বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণকে বীমা বিষয়ে সচেতন ও বীমা সুবিধা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হবে। বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ মে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিকে আধুনিকী-করণ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় বীমা সম্পর্কিত বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি প্রণর্য়ন, কোস ক্যারিকুর্লাম ও ম্যানুয়াল যুযোপযোগীকরণ, একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

একাডেমি স্বল্প জনবল নিয়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আমি বিশ্বাস করি, উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত ও প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে একাডেমি আইটি, এ্যাকচ্যুয়ারিয়াল, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করে বীমা শিল্পের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে সক্ষম হবে। বীমা একাডেমিতে অনুষদ সদস্য ও অন্যান্য জনবল বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি বৃহৎ বীমা বাজার সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষ পালনের অংশ হিসেবে একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত বীমা একাডেমি বার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

ঝরমহধঃৎব

ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন

পরিচালক (অ:দা:)
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

পরিচালকের কথা

বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ২৯ নভেম্বর বীমা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি জাতির পিতার হাতে গড়ে তোলা একমাত্র জাতীয় বীমা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বীমা শিল্পে দক্ষ ও পেশাদার জনবল তৈরিতে একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙ্গালীর মুক্তির অগ্রনায়ক বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একাডেমি চলতি বছর 'ওহংঁৎধহপব ঔড়ঁৎহধষ্ব এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। তারই ধারাবহিকতায় একাডেমি চলতি বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিব বর্ষ' পালনের অংশ হিসেবে 'বীমা একাডেমি বার্তা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধসহ একাডেমির সার্বিক কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

বীমা জীবন ও সম্পদের আর্থিক নিরাপত্তা দিয়ে মানুষের জীবনকে করে চিন্তামুক্ত ও ছন্দময়। বীমার এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে বীমার প্রতি মানুষের রয়েছে অনাগ্রহ। এই শিল্পের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতার এ পরিস্থিতি দূর করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সরকারসহ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি, বীমা কোম্পানী, বীমাকর্মীসহ সকলকে এক যোগে কাজ করতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে আর্থিক ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে বীমা সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে সাধারণ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। একাডেমি নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করছে যেমন: ইধহপধংঁৎধহপব, ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃব ধমবহঃ, কৃষি বীমা, ক্ষুদ্র বীমা, স্বাস্থ্য বীমা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন, তাকাফুল ইনসিওরেন্স এবং অপঃঁধৎরধষ ঝপরবহপব বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার পরিকল্পনা করেছে।

ঈড়ারফ-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা /প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে সেখানে একাডেমি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং ২০২০ সালে একাডেমি বীমা বিষয়ক ২২টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে, যেখানে ৮০৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছে। একই সাথে একাডেমি বীমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম-সাময়িক বিষয়ের উপর নিয়মিতভাবে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে। এছাড়া বীমা বিষয়ক এসোসিয়েটশীপ অব বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি (ABIA) এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ঈড়ারফ-১৯ পরিস্থিতিতে একাডেমি অন-লাইনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২০ সালে অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন-লাইনে পরিচালিত হয়েছে। ধ২র প্রকল্পের সহায়তায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর স্নাতক ডিগ্রীধারীদের এজেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীতে কাজের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি বীমা শিল্পের বিস্তারে অনন্য-অসাধারণ ভুমিকা রেখেছেন। তাঁর সুযোগ্য কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীমা শিল্পের আধুনিকায়ন বিশেষভাবে আগ্রহী। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের (ইওঝউচ) এর আওতায় একাডেমির আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এগুলো শেষ হলে এবং প্রস্তাবিত অগ্রানোগ্রাম অনুমোদিত হলে একাডেমি বীমা শিল্পের জন্য ঈবহঃৎব ড়ভ বীপবষষবহপব হয়ে উঠতে পারবে। একাডেমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ব্যাপকভাবে অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা, ইওঝউচ আওতায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, উরংঃধহপব খবধৎহরহম খধন আধুনিক ক্লাস রুম এবং ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম ব্যবহার করে উন্নত বিশ্বের রিসোর্স পারসনদের মাধ্যমে সময়োপযোগী বীমা বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স চালু করা। দক্ষ ও পেশাদার মানব সম্পদ তৈরি করার লক্ষে একাডেমি বৃহৎ পরিসরে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'বীমা একাডেমি বার্তা' প্রকাশে মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও বাণী প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একাডেমিক কমিটির সার্বিক নির্দেশনায় এ প্রকাশনা বাস্তবায়নযোগ্য হয়েছে।

আমি এই প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ অবয়বে 'বীমা একাডেমি বার্তা' প্রকাশের প্রত্যাশা করছি।

এস.এম ইব্রাহিম হোসাইন, ACII

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব এস. এম ইব্রাহিম হোসাইন , ACII
সভাপতি
পরিচালক (অঃ দাঃ)

জনাব এ. এইচ. এম নাজমুছ শাহাদাৎ
সদস্য
অনুষদ সদস্য (গ্রেড-১)

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সদস্য
অনুষদ সদস্য (গ্রেড-২)

জনাব মোঃ রায়হানুল আবেদীন
সদস্য
ইন্সট্রাক্টর

জনাব এম. মিরাজ হোসেন
সদস্য-সচিব
পিআরও

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ১৯৭৩ সালের ২৯ শে নভেম্বর বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি যেমন আমাদের জন্যে গৌরবের তেমনি জাতির পিতা বীমা পেশায় সম্পৃক্ত ছিলেন বিধায় এটি গোটা বীমা শিল্পের জন্য গর্বের। একাডেমির প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচীতে বীমায় জাতির পিতার সম্পৃক্ততার বিষয় শীঘ্রই অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বীমা শিল্পে যোগদানের দিন ১ মার্চকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় বীমা দিবস' ঘোষণা করেছে । এর ফলে বীমা শিল্পের প্রসার, উন্নয়ন ও জনসম্পৃক্ততা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে । বর্তমান বিশ্বে বীমা পেশা একটি সম্ভাবনাময় ও সম্মানিত পেশা। এই পেশায় কিভাবে সফল হওয়া যায় তার উপর অনেক মোটিভেশনাল ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। একাডেমি কোভিড-১৯ এর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনলাইনে বীমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো পরিচালনা করছে। একাডেমির প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে পূর্ণাঙ্গভাবে বীমা শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী বীমা শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতায় একাডে-মি পূর্ণ কলেবরে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে 'ঈবহঃৎব ড়ভ বীপবষষবহপব' হিসাবে কাজ করতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।

'বীমা একাডেমি বার্তা'র এ সংখ্যাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা। এ সংখ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে প্রথিতযশা প্রবন্ধকারদের কয়েকটি প্রবন্ধসহ জাতির পিতার চাচাতো ভাই এবং বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য জনাব শেখ কবির সাহেবের 'আমার চোখে বড় দাদা' শীর্ষক লেখা রয়েছে। এই বার্তায় লেখা মুদ্রণের অনুমতি দেয়ায় জাতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধকারদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'বীমা একাডেমি বার্তা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয়কে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একাডেমিক কমিটির সার্বিক নির্দেশনা এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার/ কর্মশালার গৃহীত সুপারিশমালা, একাডেমির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ, টাইজার এওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা এবং যারা একাডেমি থেকে গত দু'এক বছরে এসোসিয়েটশীপ কোর্সে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের নামের তালিকা এই বীমা বার্তায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিব বর্ষ' পালনের অংশ হিসেবে একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'বীমা একাডেমি বার্তা'র বিশেষ সংখ্যায় লেখা দিয়ে যারা সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই একাডেমির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ । প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা বীমা বিষয়ে সচেতনতা এবং এ শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

প্রকাশনাটি সংকলন ও সম্পাদনায় যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাঁদের জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস এর সম্মানিত সদস্য বৃন্দ

চেয়ারম্যান
(পদাধিকার বলে)
মোঃ আসাদুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

সদস্য (পদাধিকার বলে)
ড.এম মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

সদস্য (পদাধিকার বলে)
জনাব শেখ কবির হোসেন
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন

সদস্য (পদাধিকার বলে)
আবদুল্যাহ হারুন পাশা
অতিরিক্ত সচিব
(প্রতিনিধি)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস এর সম্মানিত সদস্য বৃন্দ

সদস্য (পদাধিকার বলে)
মো: জহুরুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জীবন বীমা কর্পোরেশন

সদস্য (পদাধিকার বলে)
সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

সদস্য
জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
কোয়াধ্যক্ষ
হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য
জনাব নাসির এ চৌধুরী
উপদেষ্টা
গ্রীন ডেল্টা ইনসিওরেন্স কো: লি:

সদস্য
প্রফেসর রুবিনা হামিদ
প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন

সদস্য (পদাধিকার বলে)
জনাব এস.এম ইব্রাহিম হোসাইন, ACII
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি
বীমা একাডেমি বার্তা

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	নির্বাচিত প্রবন্ধ (মুজিব বর্ষ উপলক্ষে)	
	ক. আমার চোখে বড়দাদা: শেখ কবির হোসেন	২৯-৩৪
	খ. পঞ্চাশে বাংলাদেশ ।। অবাক করা সাফল্যের নাম: ড. আতিউর রহমান	৩৫-৩৮
	গ. মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	৩৯-৪১
	ঘ. বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার দিনে: আনিসুল হক	৪২-৪৪
	ঙ. বিমা খাতে বঙ্গবন্ধুর অবদান: মাহফুজুর রহমান	৪৫-৪৭
	চ. যেভাবে জিডিপিতে বীমার অবদান বাড়ানো সম্ভব: এস.এম ইব্রাহিম হোসাইন, ACII	৪৮-৫৫
০২	বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীতে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির কার্যক্রম ও ভবিষৎ পরিকল্পনা	৫৬-৬০
০৩	বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা, IDRA, বীমা উন্মচন ও নিয়ন্ত্র	৬১-৬৪
০৪	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনঃ দেশ ও জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার প্রতীক।	৬৫-৭১
০৫	বঙ্গবন্ধুর গড়া জীবন বীমা কর্পোরেশন	৭৩-৮৪
০৬	সেমিনার/কর্মশালা বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদন	
	ক. 'Micro Insurance in Bangladesh: Way Forward' শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন	৮৫-৯০
	খ. 'Empowering Women through Insurance' শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন	৯১-৯৫
	গ. 'Protocol, formalities and Articulation' শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন	৯৬-১০২

আমার চোখে বড়দাদা

শেখ কবির হোসেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অভিভূত। এটি একটি মহৎ উদ্যোগ, এই মহৎ উদ্যোগের জন্য একাডেমির সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরেই এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে, তাই এ সংখ্যাটিতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমার জানা মতে কিছু তথ্য তুলে ধরা অত্যাবশ্যক বলে আমি মনে করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া (বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা) গ্রামের সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সাহারা খাতুন। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তাঁর নাম রাখেন তারই নানা শেখ আব্দুল মজিদ। তবে পরিবারের বড়রা ডাকতেন খোকা বলে। আর ছোট ভাইবোন ও গ্রামবাসীরা ডাকতেন মিয়া ভাই, ভাইজান এবং আমি ডাকতাম বড়দাদা বলে। টুঙ্গিপাড়ার গ্রামীণ পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠতে শুরু করেন। প্রকৃতিকে তিনি খুব ভালবাসতেন। গাছপালা, পশুপাখির প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল সীমাহীন।

ছোটবেলা থেকেই বড়দাদা ছিলেন পরোপকারী। তিনি দরিদ্র ও দূরবর্তী শিক্ষার্থী বন্ধুদের জায়গীরের ব্যবস্থা করে দিতেন। তাদেরকে বই খাতাসহ লেখাপড়ার সামগ্রী, জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। বড়দাদা বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছাত্রদের জন্য ধান, চাল, টাকা সংগ্রহ করতেন। বর্ষার সময় একবার বড়দাদা একটি নতুন ছাতা নিয়ে স্কুলে যান, ফেরার পথে বৃষ্টির সময় একজন সহপাঠীকে ছাতাটি দিয়ে দেন এবং নিজে ভিজতে ভিজতে বাড়ী আসেন। বড়দাদার পরোপকারিতার আরো অনেক উদাহরণ আছে।

তাঁকে গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া (জিটি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। নৌকায় স্কুলে যাওয়ার সময় পানিতে পড়ে গেলে পিতা-মাতার স্নেহের কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে বাড়ীতে লেখা-পড়া শিখতে থাকেন। ৯ বছর বয়সে তিনি গোপালগঞ্জ শহরে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে বাবার সাথে থেকেই তিনি লেখাপড়া করেন। মা বেশীর ভাগ সময় থাকতেন গ্রামের বাড়িতে। ১৯৩৪ সালে বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ২ বছর লেখা পড়া বন্ধ থাকে। তিনি ১৯৩৬ সালে তাঁর পিতার কর্মস্থল মাদারীপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। শৈশবে বড়দাদা ফুটবল, ভলিবল এবং ক্রিকেট ইত্যাদি খেলতেন। স্কুল টিমেও তিনি খেলতেন।

১৯৩৮ সালে একই বংশের নিকটাত্মীয়া পিতৃহীন বেগম ফজিলাতুন্নেসার (যার ডাক নাম রেণু) সাথে বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। আমি বেগম ফজিলাতুন্নেসার অতি স্নেহাস্পদ ছিলাম। আমি তাঁকে বুজি

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এ্যসোসিয়েশন, চেয়ারম্যান, এ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অব বাংলাদেশ।

বলে ডাকতাম। ছোট বেলায় আমার মা মারা যাওয়ার পর বুজি আমাকে মাতৃ স্নেহ দিয়ে লালন পালন করেছেন। বুজি অভিভাবক হিসেবে নিজের তত্ত্বাবধানে আমার বিয়ের শুভ কাজ সম্পন করেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের অভিভাবক। তিনি বড়দাদার সুযোগ্যা সহধর্মিনী ছিলেন এবং সহযোদ্ধাও ছিলেন।

শৈশব থেকেই বড়দাদা ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোষহীন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। বুঝা যায় তার রাজনৈতিক জীবন ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। এ বছর স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ছাত্র শেখ মুজিব স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবী তুলেন তাঁদের কাছে।

এভাবেই মহান নেতৃত্বের শুভ সূচনা হয়। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। ১৯৪২ সনে এনট্র্যান্স পাশ করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মাওলানা আজাদ কলেজ) আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। এই কলেজ থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অগ্রণী কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। তিনি ১৯৪৩ সনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সনে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে তৈরি "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। পাকিস্তান-ভারত পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" জিন্নাহ'র এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য বড়দাদা তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। এই বছরের ২ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়, যাতে শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এখান থেকেই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই পরিষদের আহ্বানে ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। বড়দাদার নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যালি বের করে এবং তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

তিনি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ১৯৫৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে অক্টোবর মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়। তিনি পুনরায় আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। এ ভাবেই শুরু হয় তার ঘনিষ্ট রাজনৈতিক জীবনচর্চা। পরবর্তী ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সনদ খ্যাত ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন। এ জন্য তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ সালে তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে আইউব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং তিনি কারা মুক্ত হন, ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত বিশাল সংবর্ধনা সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক তাঁকে ''বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তিনি তার দল আওয়ামীলীগকে ১৯৭০ সালে জাতীয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী করেন। তাঁর এই অর্জন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অন্যতম প্রেক্ষাপট রচনা করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ঐ সংগ্রামের জন্য তিনি জনগণকে তাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে বলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। বঙ্গবন্ধু ৫৫ বছরের জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে প্রায় ১৩ বছর মেয়াদে কারাবরণ করেছেন। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। আন্দোলন আর কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়ে অনেক জেলজুলুমের শিকার হয়ে জনগণকে সংগে নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর এদেশের বিজয় অর্জিত হয়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরের বেশে দেশে ফিরে আসেন। বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান জীবদ্দশায় কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একটি সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেন। তিনি সোনার বাংলা গড়ার সোনালি স্বপ্ন নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সীমিত সময়ের শাসনামলে দেশের জন্য প্রথমে একটি সংবিধান উপহার দিয়েছেন। তিনি দেশের মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং বস্ত্র ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন।

আমার চোখে দেখা বড়দাদার অনেক স্মৃতি আছে কিছু কিছু এখানে তুলে ধরছি:

বড়দাদা গ্রামের বাড়ীতে গেলে প্রথমে সমস্ত বাড়ীর ঘরে ঘরে গিয়ে মা-চাচী-ফুফু মুরুব্বীদের সালাম করে

দোয়া নিতেন এবং কে কেমন আছেন ইত্যাদি খোঁজ খবরে নিতেন। তারপর বড়দাদা আমাদের বাড়ীতে যে সকল বুয়ারা কাজ করতেন, গ্রামের মেঠো পথে হেঁটে হেঁটে তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। একদিন বড়দাদা এক বুয়ার ঘরে গিয়ে বলেন বুয়া আমি তোমার পাক ঘরে যাব। পাক ঘরে গিয়ে হাঁড়ির ঢাকনা তুলে দেখেন হাঁড়িতে কিছু নাই। তখন বড়দাদা বললেন কি ব্যাপার বুয়া তোমার হাঁড়ি খালি কেন? বেলা হয়ে গেছে, কখন রান্না করবে আর কখন খাবে। বুয়া চুপচাপ দাড়িয়ে থাকল। বড়দাদার বুঝতে বাকী রইলো না যে বুয়ার ঘরে রান্না করার চাল-ডাল কিছু নাই। বড়দাদা বাড়ী এসে নিজের ঘর থেকে চাল-ডাল-তেল-মশলা এবং তরকারী নিয়ে বুয়াকে দিয়ে আসলেন।

বাড়ীতে গেলে এলাকার সকল শ্রেণির লোকজন বড়দাদার সাথে দেখা করতে আসতেন। বড়দাদা কবি গান এবং লাঠি খেলা খুব পছন্দ করতেন। লোকজন বাড়ীর মধ্য উঠানে (যেখানে বর্তমানে বড়দাদার সমাধি) জ্যোৎস্না রাতে বা হ্যাঁজাক বাতি জ্বালিয়ে কবি গান এবং লাঠি খেলার আয়োজন করতো। বড়দাদা কখনো উঠুনে বা কখনো ঘরের বারান্দায় বসে কবি গান শুনতেন এবং লাঠি খেলা উপভোগ করতেন। এভাবে বড়দাদা গ্রামের মানুষদেরকে ভাল বাসতেন এবং আনন্দ দিতেন। বড়দাদা যখন উঠুনে বা বারান্দায় বসতেন তখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বড়দাদাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে কেউ পিঠে চড়ে বসতো, কেউ বা কাঁধে চড়ে বসতো। বড়দাদা কখনো বিরক্ত হতেন না বরং শিশুদের নিয়ে বেশ মজা করতেন। কারণ বড়দাদা শিশুদেরকে খুব ভাল বাসতেন। বড়দাদার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশুদেরকে খুব ভালবাসেন। বিশেষ করে জাতীয় শিশুদিবস বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি শিশুদেরকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন।

বড়দাদা সেগুনবাগিচায় ভাড়া বাড়ীতে থাকতেন, কলেজে ভর্তি হয়ে আমি বড়দাদার বাসায় থাকতাম। পরবর্তীতে বড়দাদা ৩২নং বাড়ীতে চলে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময় আমি বেশীর ভাগ সময় বড়দাদার ৩২নং বাসায় থাকতাম। বড়দাদার সাহস ও নেতৃত্বের দূরদর্শিতা সম্পর্কে বলতে চাই, একদিন টেলিফোনে বড়দাদাকে জানানো হয় কে বা কারা যেন পল্টনে পার্টি অফিসের সামনে গন্ডগোল করছে। বড়দাদা হন্তদন্ত হয়ে একাই সেখানে রওয়ানা করলেন। আমি তখন বাসায় ছিলাম বু'জি আমাকে বললেন কবির তুমি সাথে যাও। আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বড়দাদার সাথে গেলাম। প্রায় কাছাকাছি যাওয়ার পর জানা গেল বড়দাদার যাওয়ার খবরে ঝামেলা বাদ দিয়ে সব চলে গেছে।

প্রতি ছুটির দিনে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই বড়দাদার ৩২ নম্বরের বাসায় আসতেন, কুশল বিনিময় করতেন। একদিন আমাদের এক আত্মীয়াকে বড়দাদা বললেন, শুনেছিলাম তোর একটা মেয়ে হয়েছে। তোর মেয়ে কত বড় হইছে? আনলি না কেন? তখন আত্মীয়া বললেন সে তো হামাগুড়ি দেয়, একটু একটু দাঁড়ায়, আনি নাই কারণ আনলেই সে আপনার পাইপ ধরবে, ভেঙ্গে ফেলবে। হাসতে হাসতে বড়দাদা বললেন আরে শিশু বলেইতো সে আমার পাইপ ধরবে বা ভাঙ্গবে। এতেই প্রমাণ হয় শিশুটি সুস্থ্য আছে এবং তাতেই তার মেধার বিকাশ ঘটবে। শিশুদেরকে বড়দাদা কত ভাল বাসতেন এটা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আমি দেখেছি বড়দাদার বিছানার পাশে একটা গোল টেবিল ছিল, তারমধ্যে বড়দাদা পাইপ, তামাক, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি রাখতেন।

আরেক দিন এক ভদ্র মহিলা ৩টি শিশু বাচ্চাকে নিয়ে ৩২ নম্বর বাড়ীতে এসে সিঁড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দোতলায় এসে বড়দাদাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে চায়, বড়দাদা মহিলাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন তোমার কি হয়েছে? মহিলা বলল আমার স্বামী জেলে আছে কারণ সে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কাজ করেছে। এই ৩টি শিশু বাচ্চাকে নিয়ে আমি না খেয়ে আছি, আপনি দয়া করেন। তখন সম্ভবত: প্রয়াত মেয়র মোঃ হানিফ অথবা তোফায়েল ভাই ওখানে ছিলেন। বড়দাদা দেশের বিরুদ্ধে কাজ করায় মহিলার স্বামীকে একটা ধমক দিয়ে বললেন দোষ করেছে তার স্বামী। এই অবুঝ শিশু বাচ্চাগুলিতো কোন দোষ করে নাই। তোরা দেখতো কি করা যায়? বড়দাদা কত বড় মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এতে তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বড়দাদা প্রায় সময় রাস্তায় চলার পথে হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে রাস্তায় দাড়ানো পরিচিত ব্যক্তিদের কুশলাদী জিজ্ঞেস করতেন। কখনো কখনো তাদেরকে গাড়ীতে তুলে নিতেন। একদিন বড়দাদা অফিস থেকে বাসায় ঢুকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন, পিছন ফিরে দেখেন একজন অফিসার বড়দাদার পিছন পিছন আসছেন। বড়দাদাকে বললেন স্যার আমি আপনার সাথে কথা বলব। বড়দাদা বললেন কি বলবি বল? অফিসার বললেন স্যার আপনি কোন প্রটোকল মানেন না রাস্তায় যখন তখন গাড়ী থামিয়ে লোকজনের সাথে কথা বলেন, গাড়ীতে উঠায়ে নেন, বিশেষ করে মিটিংয়ে গেলে সরাসরি সাধারণের মাঝে চলে যান। এতে করে আমাদের প্রটোকল এবং সিকিউরিটি রক্ষা করতে সমস্যা হয়। তখন বড়দাদা বললেন, চিন্তা করিস না বাঙ্গালীরা আমাকে মারবে না। তোরা নিজেরা সাবধান থাকিস। মারলে তোদেরকে মারবে। তখনতো প্রটোকল বলতে কয়েকজন পুলিশ সদস্যের সমন্বয়ে গার্ডের গাড়ী।

এ অগাধ বিশ্বাসী বাঙ্গালী দরদী মানুষটি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী উচ্চাভিলাষী সদস্যদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা সে সময় বিদেশে অবস্থান করায় মহান আল্লাহ তালা তাদেরকে রক্ষা করেছেন। ঘটনাটি ছিল আমাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক অধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর স্বপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পর আমাদের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সময় পার করতে হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বপরিবারে হারানোর বেদনা আজও আমাকে এবং আমাদের পরিবারকে ক্ষত-বিক্ষত করছে।

আমি বঙ্গবন্ধু পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধুর দেশ প্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা, এমনকি মানবতার প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছুটা উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি। সেই মহান মানুষটি আজ আমাদের মাঝে নেই। সবই তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। চলনে বলনে আচার অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি আমাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে। আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন বড়দাদা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ স্বজনদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

এখনও প্রায়ই গ্রামে যাওয়া হয়। এলাকার মানুষ জনের সাথে দেখা হয়, কথা হয়, আচার অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া হয়। বাড়ি, ঘর, নদ-নদী, খাল বিল, গাছ পালা সবই আছে। নেই শুধু সেই মহান মানুষটি। সবই তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন বড়দাদা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ

স্বজনদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষ করে ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আসেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের একজন সফল প্রধানমন্ত্রী। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য অবিচল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ অর্জন করেছে গণতন্ত্র ও বাক-স্বাধীনতা। বাংলাদেশ পেয়েছে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা। শেখ হাসিনার অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার শাসনামলে আর্থ-সামাজিক খাতে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা,সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে বিশ্বাসী এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর শাসনামলে সমুদ্রসীমা জয়, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজর্ন, বিদ্যুত খাত উন্নয়ন ইত্যাদি অন্যতম।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির প্রতিকূল অবস্থায় মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বীমা শিল্পকে বেছে নিয়ে ১লা মার্চ তারিখ তদানিন্তন আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করেছেন। বীমা কোম্পানীতে থেকে বড়দা সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তা এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বীমা শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি এবং জন নিরাপত্তার গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বল্পকালীন সময়ে তিনি জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি স্থাপন করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা স্মৃতি বিজড়িত ১ মার্চ-কে "জাতীয় বীমা দিবস" হিসাবে পালন করা হচ্ছে। আমি তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পরিবারের অন্যান্যদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

স্বাধীন সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা সেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমার শ্রদ্ধা ভাজন বড়দাদা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ আমি বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। বড়দাদার স্মৃতি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির এতদসংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পঞ্চাশে বাংলাদেশ || অবাক করা সাফল্যের নাম

ড. আতিউর রহমান

পঞ্চাশে দাঁড়িয়ে আজকের বাংলাদেশ। তার উন্নয়ন অভিযাত্রার গতিময়তার কারণে বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। করোনার এই মহাসঙ্কটকালেও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের প্রবৃদ্ধির গেল বছর যখন পাঁচ শতাংশের মতো কমে গেছে বাংলাদেশে সেই হার ঐ সময় পাঁচ শতাংশের বেশি হয়েছে। চলতি বছরে তা সাত শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানত আমাদের কৃষি খাত, প্রবাসী আয় এবং রফতানি খাত বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধির হারের দেশে পরিণত করতে সাহায্য করেছে। আধুনিক কৃষকসহ আমাদের ছোট, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের পরিশ্রম এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্য সরবরাহের কারণেই এই অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এই দুঃসময়েও ডিজিটাল ব্যবসায় আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের নতুন করে উদ্যোগী হবার প্রচেষ্টা দেখে সত্যি এই সাহসী বাংলাদেশ নিয়ে আশাবাদী হতে ইচ্ছে করে। বাংলাদেশের উত্থানের এই গল্পে নারীর শিক্ষা ও কর্মে এগিয়ে আসার বিষয়টি সবার আগে চলে আসে। আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে ৩৬ শতাংশ নারীর উপস্থিতি, নারীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং সকল পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় সকল উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে আলাদা করে চেনাতে সাহায্য করছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে দারিদ্র্য নিরসনে এবং নারীর ক্ষমতায়নে। নানা সামাজিক সূচকে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই রূপান্তরের পেছনে সরকারী বিচক্ষণ নীতি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যমী ভূমিকার কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সবাই মিলেই আমরা বাংলাদেশকে গত পাঁচ দশকে এই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে এনে দাঁড় করাতে পেরেছি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এখন চোখে পড়ার মতো। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এই উন্নয়ন যাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশের যে অগ্রগতিশীল উন্নয়ন এটি অনেকটা স্বপ্নের মতো। অনেকের ভাবনাতেই ছিল না বাংলাদেশ এভাবে এগিয়ে যাবে। আর্থ-সামাজিক সব সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বে নজর কাড়তে সক্ষম হবে।

ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশলের মধ্যে আনার বড় কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বুকে ধরে যিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বেই দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। মানুষে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। রফতানীমুখি শিল্পের বিকাশ, প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, পোশাক ও ওষুধ শিল্পের অগ্রগতিও হয়েছে সমান্তরলে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, মেট্রোরেল এসব মেগা প্রকল্পগুলো এখন প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান হচ্ছে। মানুষের ক্রয়সক্ষমতা আগের চেয়ে এখন বেশি। গ্রামীণ অর্থনীতিও এখন আরও সবল। সেবাখাতগুলোতেও এসেছে বহুধা পরিবর্তন। ঘরে বসেই এখন দরিদ্র মানুষেরা সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বিভিন্ন সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারছে। এই সামগ্রিক পরিবর্তনের মাঝে প্রস্ফুটিত হচ্ছে গতিময় নতুন এক বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের উদ্ভাবনীমূলক উন্নয়ন মডেলের জয়জয়কার। তার মানে এই নয় যে আমাদের সমস্যা নেই। নিশ্চয় আছে। আগেও ছিল। আছে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি, বৈষম্য, সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার, জলবায়ু

অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ ও বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিববর্তনের প্রচন্ড চাপ, মন্থর আমলাতন্ত্র এবং বিচার ব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও থেমে নেই বাংলাদেশ। পরিশ্রমী মানুষ এবং সুদূরপ্রসারী বিচক্ষণ নেতৃত্বের গুণে এতসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই সফলতার এক অনন্য সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে এই আরেক বাংলাদেশের সাফল্যের নানা গল্প বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে।

গত ১০ মার্চ কলামিস্ট নিকোলাস ক্রিস্টফ বিশ্ব বিখ্যাত দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমসে লিখেছেন যে দারিদ্র্য কী করে কমাতে হয় তা বোঝার জন্য জন্য বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখতে পারে। বিশেষ করে নারী শিশুকে শিক্ষিত করে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কী করে এতো অল্প সময়ের মধ্যে তীব্র দারিদ্র্য নিরসন করে এমন মাথা উঁচু করে তর তর করে উন্নয়নের মহাসড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তা সত্যি অনুসন্ধানের বিষয়।

কলামিস্ট নিকোলাস ক্রিস্টফ পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক। তাঁর মতে, গরিব মানুষের পেছনে বিনিয়োগ করেই বাংলাদেশ এই সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষার অবারিত সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে নারী শিশুরা বেশি করে সরকারের দেয়া শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করছে। যার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি হারে পড়ছে। এই মেয়েরাই এখন গ্রাম থেকে শহরে এসে পোষাক শিল্পসহ বিভিন্ন রফতানিমুখী শিল্প-কারখানায় কাজ করছে। আঠেরো বছরের আগে বিয়ে না করে তারা আনুষ্ঠানিক কর্মে যুক্ত হচ্ছে। কাজ করে করেই তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তাই তাদের দক্ষতাও বাড়ছে। আর বাড়ছে উৎপাদনশীলতা। সরকার এবং সরকারের বাইরের অনেক সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান মিলেই নারীর শিক্ষা এবং দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কর্মজীবী এই নারী শুধু তাদের পরিবারের দারিদ্র্য ঘোচাচ্ছে সেটিই গল্পের পুরোটা নয়। একই সঙ্গে তারা তাদের পরিবারে ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে বেগবান করছে। নিজেদের ভাই-বোন ও সন্তানদের পড়ালেখার সুযোগও করে দিচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে পরিবারের ভোগের স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে। গ্রামীণ চাহিদা চাঙ্গা করে রেখেছে। বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ছাড়াও বোনেদের ও মায়েদের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বাঁচার সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। এবারের মার্চে মহামারীর মধ্যেও যুগপৎ মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে বাংলাদেশ। এমন সময়ে এমন প্রশংসনীয় কথা শুনতে কার না ভাল লাগে। তাও আবার বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যম থেকে। মাত্র ক'দিন আগেই আরেক বিখ্যাত মার্কিন দৈনিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছে যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গতিময় ('বুল রানিং কেইস') দেশ হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের মতো রফতানি নির্ভরশীল এশীয় উন্নয়ন মডেলের প্রতিচ্ছবি বাংলাদেশের মাঝে এই পত্রিকার কলামিস্ট দেখতে পাচ্ছেন। মাথা পিছু আয় এবং ক্রমবর্ধমান রফতানি আয়ে বাংলাদেশ এমন চমকে দেয়া উন্নয়নের গতিময় ধারা সচল রেখেছে বলে তিনি মনে করেন।
এর আগে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গ পরিচালিত কোভিড-১৯ সংকট ব্যবস্থাপনার সাফল্য মাপার

ব্লুমবার্গ রেজিলিয়েন্স সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম বিশটি দেশের তালিকায় নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছে। করোনা প্রতিরোধের টিকা ব্যবস্থাপনাতেও বাংলাদেশ দারুণ পারফর্ম করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নেতৃত্বের গুণেই যে বাংলাদেশ এমন অসামান্য অর্জন করে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। তাই তো কমনওয়েলথ মহাসচিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কমনওয়েলথ অঞ্চলের তিন সফলতম নারী নেত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাহাত্তরের দিকে ফিরে তাকানো যাক একটু। ১০ জানুয়ারি নিজ ভূমিতে পা রাখলেন বঙ্গবন্ধু। জনসভায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেন আর মানুষকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করলেন। তাঁর কাছে তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত এক পোড়া বাংলাদেশ। চারদিকে হাহাকার, কান্না, দ্রোহ। লাখো শহীদের রক্তস্নাত বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে শূন্য হাতেই বঙ্গবন্ধু তাঁর উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করলেন। এক ডলারও রিজার্ভ নেই। রাস্তাঘাট, সেতু, রেল, বন্দরসহ প্রায় সকল অবকাঠামো বিধ্বস্ত। এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন করতে হবে। কৃষি ও শিল্পের পুনঃনির্মাণ করতে হবে। তিনি দমলেন না। উদ্যোক্তাবিহীন বাংলাদেশে শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ ছিল অবধারিত। কৃষির আধুনিকায়নে তিনি উন্নত বীজ, সার ও সেচের ব্যবস্থা করলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুললেন। কুদরত-ই-খুদা কমিশন করে উপযুক্ত নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তৎপর হলেন। দক্ষ জনশক্তি গড়তে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিলেন। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের কূটনীতি চালু করে বাংলাদেশকে সুপরিচিত করলেন। বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদস্য হলো বাংলাদেশ। দ্রুতই সংবিধান ও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করে পরিকল্পিত উপায়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ করার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। বৈদেশিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বৈরী যুক্তরাষ্ট্রের নানা ষড়যন্ত্রে অনেক কিছুই থমকে যেতে থাকে। তবুও এসব মোকাবেলা করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পে স্থির থাকে। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই মাথাপিছু আয় ৯৩ ডলার থেকে ১৯৭৫-এ ২৭৩ ডলারে উন্নীত হয়। কৃষি উৎপাদনে গতি আসতে শুরু করে। সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়। আইনশৃঙ্খলা সুরক্ষা এবং সাম্যের অর্থনীতি পরিচালনার জন্য বিকেন্দ্রায়িত প্রশাসন ও অর্থনীতি পরিচালনার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর এই অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয় ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট। শারীরিকভাবে হারিয়ে ফেলি তাঁকে। কিন্তু তিনি থেকে যান আমাদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। ষড়যন্ত্রকারীদের নির্বাচনে পরাস্ত করে বঙ্গবন্ধুকন্যা ক্ষমতায় আসেন ১৯৯৬ সালে। বাংলাদেশ ফিরতে থাকে বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণের উন্নয়নের পথে। ব্যক্তি খাত ও সরকারী খাত মিলেমিশে উন্নয়নের এক ভারসাম্যময় কৌশল গ্রহণ করে বাংলাদেশ। সামাজিক সুরক্ষার নীতি চালু করা হয় গরীব- দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য। দেশ ফিরে আসতে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার পথে। ফের ছন্দপতন ২০০১ সালে। নানা আঘাত আক্রমণ মোকাবেলা করে ফের বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশ পরিচালনার সিটে বসেন ২০০৯ সালে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

গত এক যুগে বাংলাদেশের বিস্ময়কর পরিবর্তন অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থনীতি ও সমাজে নানান পরিবর্তন নজর না কেড়ে পারে না। গ্রামগুলোতে গেলে বুঝা যায় কতোটা বদলে গেছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ। রফতানি বেড়েছে চার গুণ। প্রবাসী আয় বেড়েছে তিনগুণের মতো। পঁচাত্তরের পর রেমিট্যান্স বেড়েছে ২৮৫ গুণ এবং রফতানি বেড়েছে ১৩৩ গুণ। গত বারো বছরে বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে প্রায় সাত গুণ। গত পঞ্চাশ বছরের হিসেব নিলে দেখা যায় যে, ৭৫ পরবর্তী প্রবৃদ্ধির ৭৩ শতাংশই হয়েছে গত এক যুগে। গত পাঁচ দশকে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে চার গুণ। ব্যক্তি খাতে বস্ত্র শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। পূর্ব এশিয়ার অনুরূপ কম দক্ষ নারী শ্রমিক নির্ভর শিল্পায়ন বাংলাদেশকে প্রতিযোগী করে তুলেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে আর্থিক খাত ও প্রশাসন গতিময় ও অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে। মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের গতি বেড়েছে। কৃষি আধুনিক হয়েছে। করোনাকালেও এই খাত ভাল করছে। ক্ষুদে ও মাঝারি শিল্পে দেয়া প্রণোদনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে প্রবৃদ্ধির হার আরও বাড়বে। বিদ্যুতের প্রসার তো চোখেই পড়ছে। শিক্ষা খাতে ব্যাপক সংখ্যাগত উন্নতি হলেও গুণমানের উন্নতি এখনও চ্যালেঞ্জিং রয়ে গেছে। রাস্তা-ঘাটের আরও উন্নতি কাম্য। বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়লেও বিতরণ সমস্যা রয়ে গেছে। আগামী দিনে সবুজ বিদ্যুতের দিকে আরও বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে। আগেই বলেছি বাংলাদেশ কোভিড মোকাবেলায় সাফল্য দেখিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে গড় আয়ু বাড়ছে, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমছে, অপুষ্টির হার কমছে। বেসরকারী খাত এবং সরকারী খাত মিলেই এই সাফল্য বয়ে এনেছে।

বাংলাদেশে অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে অনেকেই বলছেন 'উন্নয়ন বিস্ময়'। কথাটা অসত্য নয়। দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। গতিময় এক বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দূরন্ত গতিতে। এই বাংলাদেশে আরও যে আর্থসামাজিক পরিবর্তন আসন্ন এতে কোন সন্দেহ নেই।

(পুনঃ মুদ্রিত)

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

এটা কাকতালীয় নয়, দৈব-নির্দেশিতই বলতে হবে যে, মুজিব শতবর্ষ আর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর কাছাকাছি লাগোয়া সময়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ব্যাপারটি জাতি হিসেবে আমাদের বিরল সৌভাগ্য বলতে হবে। বাঙালি এমনিতে উৎসব-প্রবণ; দুটো উৎসব হলেও তা ইতিহাসের অংশ। মুজিব কুড়ি শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে সাড়া জাগানো নেতা; বাংলাদেশের স্বাধীনতা কুড়ি শতকে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা ঘটনা। মুজিব ছিলেন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের একটি ক্ষুদ্র ভূখন্ডের নেতা; কিন্তু তার প্রভাব/আবেদন ছিল বিশ্বময়। মুজিববর্ষে মুজিব হয়ে উঠেছেন সীমাহীন। তার স্বপ্নসাধের বাংলাদেশ যে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে তা-ও এক বিমুগ্ধ বিস্ময়। জন্মলগ্নেই দেশটি ছিল বিস্ময়; বৈরীদের জন্য বিপন্ন, আর বন্ধুদের জন্য বিমুগ্ধ। বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মানে বঙ্গবন্ধু। জন্মলগ্ন আর পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশ- সময়োত্তীর্ণ পোড় খাওয়া দেশ নিয়েই কী সুকান্তের পঙক্তি ছিল? সাবাস বাংলাদেশ/অবাক পৃথিবী তাকিয়ে রয়/জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার/তবুও মাথা নোয়াবার নয়।

বঙ্গবন্ধু কোনোদিন তার জন্মদিন পালন করেননি; কিন্তু আমরা করি আমাদের দায়বোধ থেকে, সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলে তার শততম জন্মদিনও পালন করছি, করতে বাধ্য। কারণ এ মানুষটির স্বপ্নের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু অন্নদাশংকর রায়কে বলেছিলেন, ১৯৪৭ থেকে তিনি স্বাধীনতা-স্বপ্নের বীজ বুনতে শুরু করেছিলেন। এমন মন্তব্যের পক্ষে তথ্য আছে। কারণ পাকিস্তান হবার পর তিনি বেকার হোস্টেলের ২৪ নং ঘরে সাথীদের বলেছিলেন, এ পাকিস্তান বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করবে না, ঢাকায় ফিরে আন্দোলন শুরু করতে হবে। আরও বললেন, 'ওই মাউরাদের সাথে বেশিদিন থাকা যাবে না।' 'ওই মাউরাদের' সাথে আমরা ছিলাম ২৪ বছর ৪ মাস ৩ দিন। ততোদিনে স্বাধীনতা-স্বপ্নের বীজ থেকে যে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল তার-ই ফসল বাংলাদেশ।

১৯৬১-তে শেখ মুজিব ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। দলটি বাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি। তাতে কী? বাঙালির মুক্তিপাগল শেখ মুজিব নিজে নিজেই তৈরি করলেন 'পূর্ববঙ্গ মুক্তিফ্রন্ট'। লিফলেট ছাপলেন নিজ খরচে। সারা ঢাকা শহরময় এ লিফলেট বিলি করলেন সাইকেলে চড়ে। ফল কিছু হয়নি। তাতে কিছু যায় আসে না। বাঙালির মুক্তিপাগল এ মানুষটির কর্মকান্ডই ছিল এমন। ১৯৬৬- তে তিনি হাজির করলেন ছয় দফা- বাঙালির মুক্তিসনদ। এ ছয়দফা বাঙালিকে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর করলো। ছয়দফার নেতা শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন বাঙালির নেতা। সিরাজুল আলম খান এ সময়ে একদিন বললেন, 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন করতে হবে। কারণ লোকে তার কথা শোনে।' পরবর্তী ইতিহাস তাই বলেছে; শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়েছে।

শেখ মুজিবের ছয়দফার পাকিস্তানি উত্তর ছিল আগরতলা মামলা। শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ। অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহ। তরুণ প্রজন্মের রাজপথ কাঁপানো ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শ্লোগান ছিল, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' '৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্ত শেখ মুজিব ফিরেছিলেন;

সাবেক অধ্যাপক,ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয় ও সাবেক উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু। সেই থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে '৭০-এর নির্বাচনে বাঙালি অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা প্রধান ইয়াহিয়ার আইনি কাঠামো আদেশ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হলো। ২৫ ও ২৭ ধারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অনুযায়ী ভবিষ্যতের সংবিধানে বাঙালির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কাজেই আওয়ামী লীগের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অমোঘ উচ্চারণ ছিল, 'আমার লক্ষ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নির্বাচন হয়ে যাবার পর আমি এল.এফ. ও. টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।' বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো গোয়েন্দারা গোপনে রেকর্ড করে ইয়াহিয়াকে শোনালে তার প্রতিক্রিয়া ছিল, ''I will fix Sheikh Mujib.' পরবর্তী ইতিহাস বলে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে fix করতে পারেননি; বঙ্গবন্ধুই ইয়াহিয়াকে fix করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইয়াহিয়ার গালে সজোরে চপেটাঘাত ছিল। '৭০-এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের গরিষ্ঠ দল; ৩০০ টির মধ্যে ১৬৭ টি আসন তার দখলে। কিন্তু ইয়াহিয়া-ভুট্টো-সামরিক বাহিনী ত্রয়ীর যোগসাজশে আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষমতা মায়ামৃগ হয়ে রইলো। কাজেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়; যার একটি পর্যায়ে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু দিলেন তার কালজয়ী ভাষণ। বঙ্গমাতাকে দেয়া কথা অনুযায়ী স্বাধীনতার কথা বলা হলো ঘুরপথে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাঙালি পেয়েছিল স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত বার্তা; পাকিস্তানিরাও বুঝেছিল বাক্যটির নিহিতার্থ। ৮ মার্চ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হলো, 'চতুর শেখ মুজিব কৌশলে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, আমরা চেয়ে চেয়ে দেখলাম।' ৭ মার্চে সঙ্গত কারণে বঙ্গবন্ধু কৌশলী হয়েছিলেন; কিন্তু ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে তিনি আক্রান্ত হয়ে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, 'সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।'

'৭২-এর ১৮ জানুয়ারি প্রচারিত ডেভিড ফ্রস্ট সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা আগে আক্রমণ করুক, পরে বাঙালিরা প্রতিরোধ করবে; আগে আক্রমণ করে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে চাননি। মনে হয়, গরম মাথার ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ঠান্ডা মাথা ও বিচক্ষণ বঙ্গবন্ধুর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের গণহত্যা শুরু করেছিল। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বিন্দুতে সিন্ধু। এ ভাষণ দিয়ে বঙ্গবন্ধু সাপ মেরেছিলেন, কিন্তু লাঠি ভাঙেননি। রাজনীতির কবি সেদিন স্বাধীনতা নামের মহাকাব্য লিখতে শুরু করেছিলেন আর সেদিন থেকেই স্বাধীনতা নামের শব্দটি আমাদের হলো।

'৭২-এর ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন।' তিনি গুনগুন করে যে গানটি গাইতেন তা ছিল, 'মা, আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিলো।' স্বাধীন বাংলাদেশ তার সাধ মিটিয়েছিল; কিন্তু সোনার বাংলা গড়ার আশা অপূর্ণ থেকে গেলো। অবশ্য বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে সে আশা পূরণের কাজ চলছে। এগিয়েছি অনেক; কিন্তু যেতে হবে আরও বহু দূর। বঙ্গবন্ধু তো পথ দেখিয়েছেন; দেখানো পথ পরিক্রমা করতে হবে। কাজেই এমন নেতার জন্মশতবার্ষিকী তো আমরা পালন করতে বাধ্য এবং তা করছি।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের ৫০ বছরের কথায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে আজ পর্যন্ত ৫০ বছর হয়; কিন্তু হিসেবে শুভঙ্করের ফাঁক আছে। '৭৫ থেকে '৯০ ছিল অবৈধ সামরিক শাসন, '৯১ থেকে '৯৬ সাম্প্রদায়িক

শক্তির শাসন; আর ২০০১ থেকে ২০০৬ ছিল স্বাধীনতাবিরোধী বিএনপি-জামায়াত শাসন। এ বছরগুলো ছিল নষ্ট সময়। '৭২-'৭৫, '৯৬-২০০১; এবং ২০০৮ থেকে আজ পর্যন্ত দেশ গড়ার সময়। জন্মলগ্নে বাংলাদেশ নিয়ে ড. কিসিঞ্জারের অভিসম্পাত ছিল তলাবিহীন ঝুড়ি হওয়ার। উন্নয়নবিদ জাস্ট ফায়ায়াল্যান্ড ও জে. আর. পার্কিনসন বলেছিলেন তিনটি নেতিবাচক কথা। এক. বাংলাদেশ উন্নয়নের কঠিনতম সমস্যা। দুই. বাংলাদেশে উন্নয়ন হলে পৃথিবীর সব দেশেই উন্নয়ন হবে। তিন. বাংলাদেশে উন্নয়ন হতে অন্তত দুশ বছর লাগবে।

বঙ্গবন্ধুর যাত্রা শুরু হয়েছিল শূন্য থেকে এবং মাটি আর মানুষ নিয়ে। তার সময় ছিল মাত্র ১,৩১৪ দিন। তা-ও আবার '৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি তাকে পথ পাল্টাতে হয়েছিল পরিস্থিতির অনিবার্যতায় এবং সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে। বঙ্গবন্ধু হত্যা পর্যন্ত প্রস্তুতি পর্বের বাকশাল ছিল ২৩৩ দিনের। এ সময়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করেছিল; এমনকি সিআইএ-র দলিলেও তার স্বীকৃতি আছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৪ শতাংশ। অর্থাৎ ঝুড়ির তলা লেগেছিল; আর ঝুড়িতে/স্থিত হয়েছিল অনেক কিছু। সুতরাং বাস্তবতার নিরিখে বলতে হয়, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় এ কারণে, বাংলাদেশ যেন ঘুরে দাঁড়াতে না পারে।

বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য প্রগতির পথে। অগ্রগতির নানা কথা আছে; দুটোর কথা বলি। এক, ২০১৬-তে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল তকমা দিয়েছে। সারা বিশ্বের উন্নয়নবিদগণ এখন বাংলাদেশ নিয়ে ইতিবাচক কথা বলেন। সর্বসাম্প্রতিক অর্জন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি, যা বর্তমান সরকারের আমলে এক বিরাট অর্জন। দুই. পদ্মা সেতু। বিশ্বব্যাংক টাকা ছাড় না করেই দুর্নীতির অভিযোগ এনে অর্থায়ন বন্ধ করে দিল। আর আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাহসী সিদ্ধান্তে জনগণের টাকায় এ সেতু করে ফেললাম। বাংলাদেশ এখন তৃতীয় বিশ্বের রোল মডেল।

৫০ বছরের বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক; যেতে হবে এখনও বহু দূর। আমাদের গন্তব্য, সোনার বাংলা। সোনার বাংলার পথ পরিক্রমা করতে হলে যে চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলো হলো, বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক প্রেরণায় থিতু থাকা, শাসনের গুণমান বাড়ানো, বৈষম্যের বৃদ্ধি রোধ করা, অস্থির উত্তাল সমাজকে সামাল দেওয়া, শিক্ষার অবস্থা ফেরানো; সর্বোপরি দুর্নীতি ঠেকিয়ে দেওয়া। চ্যালেঞ্জ আরও অনেক আছে, তবে এগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে।

সংস্কৃত প্রবচন আছে: রত্ন কর্ষতি পুরঃ পরমেক/স্তদগতানুগতিকো ন মহার্ঘ্য- অর্থাৎ একজনই আগে পথ তৈরি করে দেন। পরে সে পথ দিয়ে যাতায়াত করার লোক দুর্লভ হয় না। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতার পথ দেখানো এমন নেতা ছিলেন, যিনি জন ম্যাক্সওয়েলের ভাষায়, পথ চেনেন, সে পথ পরিক্রমা করেন এবং পথ দেখান। আমরা কী বঙ্গবন্ধুর পথে এগোচ্ছি?

(পুনঃ মুদ্রিত)

বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার দিনে

আনিসুল হক

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনটায় ৪৮ বছর আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে গাইবান্ধা মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমরা থাকতাম তখন। আমার বয়স ৬-৭ বছর। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, পাকিস্তানি সৈন্যরা 'সারেন্ডার' করেছে। শীতকাল। বিকেল হতে না হতেই অন্ধকার আর কুয়াশা চরাচর ঢেকে দেয়। আমরা সন্ধ্যার পর রোজ বের হই। তরুণ, যুবক, কিশোর, বালক, আমাদের পাড়ায় যতজন আছে, সবাই। হাতে থাকে টর্চলাইট। আমরা মিছিল করতে করতে আলপথ খালবিল পার হয়ে আরেক পাড়ায় ঢুকি, সেখান থেকে আরও মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা পুরো গ্রাম চক্কর দিই। আমাদের স্লোগান, জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।

তারপর একদিন, দিনের বেলা, আমার মেজ ভাই হাতে একটা রেডিও নিয়ে জ্যাঠার বড় কাঠের ঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে থাকেন, বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিয়েছে। আমরা হইহই করে তাঁকে ঘিরে ধরি, রেডিওর খবর শোনার চেষ্টা করি। সবাই উল্লাস করতে থাকে। সবার চোখে আনন্দাশ্রু।
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনটায় ৪৮ বছর আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে।

একটু আগে ইউটিউবে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভিডিও দেখছিলাম। লন্ডনে তাঁর বিমান পৌঁছেছিল নির্ধারিত সময়ের আগে। ৮ জানুয়ারি হিথরো বিমানবন্দরে গ্রিনিচ সময় সকাল ৬টা ৩৬ মিনিটে। ভিডিওতে দেখা গেল, তিনি কালো কোট পরা, পাশে ড. কামাল হোসেন। বাঁ পায়ের ওপরে ডান পা তুলে তিনি তাঁর পাইপে অগ্নিসংযোগ করছেন। সেখান থেকে তিনি আসেন লন্ডনের ক্লারিজেস হোটেলে। লন্ডন থেকে ফোনে কথা বলেন ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, বেগম মুজিব এবং দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে তিনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে দেখা করেন। আর বিরোধী নেতা হ্যারল্ড উইলসন হোটেলে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন।

তাঁকে নিয়ে ব্রিটিশ বিমান প্রথমে দিল্লি আসে। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রীরা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর কূটনীতিকেরা উপস্থিত ছিলেন। তোপধ্বনি হয়, তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। 'জয় বাংলা', 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল জনসমাবেশে যোগ দেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইন্দিরা গান্ধীর হিন্দি বক্তৃতার পর বঙ্গবন্ধু যখন ইংরেজিতে শুধু সম্বোধন করতে শুরু করেছেন, জনতা চিৎকার করে ওঠে 'জয় বাংলা'। জনতার জয় বাংলা, বাংলা বাংলা চিৎকারে বঙ্গবন্ধু মধুর হেসে একটুখানি থামেন, ইন্দিরা গান্ধীর দিকে তাকান। তারপর বাংলায় ভাষণ দেওয়া শুরু করেন। তিনি ভারতের জনসাধারণ এবং ইন্দিরা গান্ধীকে কৃতজ্ঞতা জানান 'বাংলার দুখী মানুষের' পক্ষ থেকে।

'বাংলার দুখী মানুষ' এই কথাটা তিনি ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে বলতে ভোলেননি। চিরটাকাল তাঁর এই ছিল

প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক ও সাহিত্যিক

স্বপ্ন, বাংলার দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। চিরটাকাল ছিল তাঁর এক সাধ...বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, ১টা ৪১ মিনিটে তাঁর বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতীর্ণ হয়। লাখ লাখ মানুষ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে আকাশবাতাস মুখর করে তুলেছে। তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিমানের সিঁড়িতে উঠে গেট থেকে তাঁকে ফুলের মালা আর চোখের জল দিয়ে স্বাগত জানান। তাজউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরে উভয় নেতা কাঁদতে থাকেন। ওই সময় দেখা যায়, নিচে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান। আর রেসকোর্সে জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে যখন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন ধানমন্ডির একটা বাসায় তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার শুনছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে এই দুজন মানুষের অবদান খুব বেশি। তাঁর পিতা সব সময় তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, ছেলে জেলে গেলেও তিনি বড় মুখ করে বলেছেন, আমার ছেলে ন্যায়ের জন্য লড়াই করে জেলে গেছে। আর একজন হলেন, বেগম মুজিব। কূটনৈতিক লেখক কামরুদ্দীন আহমেদের রচনায় পাই, শেখ মুজিব শেখ মুজিব হতে পেরেছেন তাঁর স্ত্রীর জন্য। কোনো দিন কোনো অভিযোগ করেননি, বরং সব সময় সমর্থন দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে এবং অনেক সংকটময় মুহূর্তে বেগম মুজিব তাঁকে দিয়েছেন সবচেয়ে সুন্দর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই কবিতাটিতেই সব কথা আসলে বলা আছে, অন্নদাশংকর রায়ের লেখা:

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

এই কীর্তি হলো, তিনি হাজার বছরের বাঙালিকে প্রথম একটা রাষ্ট্র দিয়েছেন, দিয়েছেন স্বাধীনতা। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের কথাটা খুবই প্রণিধানযোগ্য: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনুপস্থিত, যে সময়ে দুই অসম শক্তি এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু এবং শুধু বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন সেই প্রতীক...যার চারদিকে নিঃসহায় এক উদ্দেশ্যের সমর্থকেরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল।...বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন সেই প্রতীক।

সেই প্রতীক মানুষ হয়ে ওঠাটার পেছনে ছিল অনেক যুগের সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন, তারও আগে থেকে ছিল তাঁর সংগ্রামের সূচনা। স্বাধীনতার পর অন্নদাশংকর রায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, বাংলাদেশের আইডিয়াটা তাঁর মাথায় আসে সেই ১৯৪৭ থেকেই।

তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করবেন, সে জন্য কী করা যায়, তার সবগুলো পথই তিনি অন্বেষণ করে গেছেন। প্রচণ্ড দেশপ্রেম, সততা, একাগ্রতা, আত্মত্যাগ, সাহস, মৃত্যুকে ভয় না পাওয়া, পরিশ্রম, লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা এবং লোভের ঊর্ধ্বে উঠতে পারার এসব গুণ দিয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেন। দেশ স্বাধীন করতে হলে সংগঠন দরকার হবে, গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট লাগবে, দেশের মানুষকে এক স্বপ্নে বিভোর এবং ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তা তিনি জানতেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি বললেন, 'আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি বলেছিলাম আমার মৃত্যু আসে যদি আমি হাসতে হাসতে যাব, আমার বাঙালি জাতিকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না এবং যাওয়ার সময় বলে যাব জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।'

সেদিনই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন:

'এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের যুবক যারা আছে তারা চাকরি না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ তোমাদের মোবারকবাদ জানাই তোমরা গেরিলা হয়েছ, তোমরা রক্ত দিয়েছ, রক্ত বৃথা যাবে না, রক্ত বৃথা যায় নাই।'

বঙ্গবন্ধু দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে এই দেশকে সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করার অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়ে গেছেন। আমরা সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে সামনে আরও বিপুল কর্মযজ্ঞ এবং কর্তব্য রয়েছে। এ দেশের দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। গরিব, দুখী সাধারণ মানুষের ঘরে স্বাধীনতার সুফল নিয়ে যেতে হবে। 'এই সব বর্ণমালা নিতে হবে ভূমিহীনের ঘরে।'

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তোমাদের কাছে আমার রক্তঋণ। তোমরা রক্ত দিয়ে আমাকে মুক্ত করে এনেছিলে। সেই রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। আর আমাদের রক্তঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। সুন্দর উন্নত অসাম্প্রদায়িক ভেদাভেদহীন বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের যে অশোধ্য ঋণ, তা কিছুটা শোধ করার চেষ্টা করে যেতে হবে।

(পুন: মুদ্রিত)

বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার দিনে

আনিসুল হক

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনটায় ৪৮ বছর আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে গাইবান্ধা মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমরা থাকতাম তখন। আমার বয়স ৬-৭ বছর। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, পাকিস্তানি সৈন্যরা 'সারেন্ডার' করেছে। শীতকাল। বিকেল হতে না হতেই অন্ধকার আর কুয়াশা চরাচর ঢেকে দেয়। আমরা সন্ধ্যার পর রোজ বের হই। তরুণ, যুবক, কিশোর, বালক, আমাদের পাড়ায় যতজন আছে, সবাই। হাতে থাকে টর্চলাইট। আমরা মিছিল করতে করতে আলপথ খালবিল পার হয়ে আরেক পাড়ায় ঢুকি, সেখান থেকে আরও মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা পুরো গ্রাম চক্কর দিই। আমাদের স্লোগান, জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।

তারপর একদিন, দিনের বেলা, আমার মেজ ভাই হাতে একটা রেডিও নিয়ে জ্যাঠার বড় কাঠের ঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে থাকেন, বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিয়েছে। আমরা হইহই করে তাঁকে ঘিরে ধরি, রেডিওর খবর শোনার চেষ্টা করি। সবাই উল্লাস করতে থাকে। সবার চোখে আনন্দাশ্রু।
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনটায় ৪৮ বছর আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে।

একটু আগে ইউটিউবে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভিডিও দেখছিলাম। লন্ডনে তাঁর বিমান পৌঁছেছিল নির্ধারিত সময়ের আগে। ৮ জানুয়ারি হিথরো বিমানবন্দরে গ্রিনিচ সময় সকাল ৬টা ৩৬ মিনিটে। ভিডিওতে দেখা গেল, তিনি কালো কোট পরা, পাশে ড. কামাল হোসেন। বাঁ পায়ের ওপরে ডান পা তুলে তিনি তাঁর পাইপে অগ্নিসংযোগ করছেন। সেখান থেকে তিনি আসেন লন্ডনের ক্লারিজেস হোটেলে। লন্ডন থেকে ফোনে কথা বলেন ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, বেগম মুজিব এবং দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে তিনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে দেখা করেন। আর বিরোধী নেতা হ্যারল্ড উইলসন হোটেলে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন।

তাঁকে নিয়ে ব্রিটিশ বিমান প্রথমে দিল্লি আসে। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রীরা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর কূটনীতিকেরা উপস্থিত ছিলেন। তোপধ্বনি হয়, তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। 'জয় বাংলা', 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল জনসমাবেশে যোগ দেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইন্দিরা গান্ধীর হিন্দি বক্তৃতার পর বঙ্গবন্ধু যখন ইংরেজিতে শুধু সম্বোধন করতে শুরু করেছেন, জনতা চিৎকার করে ওঠে 'জয় বাংলা'। জনতার জয় বাংলা, বাংলা বাংলা চিৎকারে বঙ্গবন্ধু মধুর হেসে একটুখানি থামেন, ইন্দিরা গান্ধীর দিকে তাকান। তারপর বাংলায় ভাষণ দেওয়া শুরু করেন। তিনি ভারতের জনসাধারণ এবং ইন্দিরা গান্ধীকে কৃতজ্ঞতা জানান 'বাংলার দুখী মানুষের' পক্ষ থেকে।

'বাংলার দুখী মানুষ' এই কথাটা তিনি ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে বলতে ভোলেননি। চিরটাকাল তাঁর এই ছিল

প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক ও সাহিত্যিক

স্বপ্ন, বাংলার দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। চিরটাকাল ছিল তাঁর এক সাধ...বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, ১টা ৪১ মিনিটে তাঁর বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতীর্ণ হয়। লাখ লাখ মানুষ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে আকাশবাতাস মুখর করে তুলেছে। তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিমানের সিঁড়িতে উঠে গেট থেকে তাঁকে ফুলের মালা আর চোখের জল দিয়ে স্বাগত জানান। তাজউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরে উভয় নেতা কাঁদতে থাকেন। ওই সময় দেখা যায়, নিচে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান। আর রেসকোর্সে জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে যখন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন ধানমন্ডির একটা বাসায় তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার শুনছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে এই দুজন মানুষের অবদান খুব বেশি। তাঁর পিতা সব সময় তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, ছেলে জেলে গেলেও তিনি বড় মুখ করে বলেছেন, আমার ছেলে ন্যায়ের জন্য লড়াই করে জেলে গেছে। আর একজন হলেন, বেগম মুজিব। কূটনৈতিক লেখক কামরুদ্দীন আহমেদের রচনায় পাই, শেখ মুজিব শেখ মুজিব হতে পেরেছেন তাঁর স্ত্রীর জন্য। কোনো দিন কোনো অভিযোগ করেননি, বরং সব সময় সমর্থন দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে এবং অনেক সংকটময় মুহূর্তে বেগম মুজিব তাঁকে দিয়েছেন সবচেয়ে সুন্দর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই কবিতাটিতেই সব কথা আসলে বলা আছে, অন্নদাশংকর রায়ের লেখা:

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

এই কীর্তি হলো, তিনি হাজার বছরের বাঙালিকে প্রথম একটা রাষ্ট্র দিয়েছেন, দিয়েছেন স্বাধীনতা। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের কথাটা খুবই প্রণিধানযোগ্য: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনুপস্থিত, যে সময়ে দুই অসম শক্তি এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু এবং শুধু বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন সেই প্রতীক...যার চারদিকে নিঃসহায় এক উদ্দেশ্যের সমর্থকেরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল।...বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন সেই প্রতীক।

সেই প্রতীক মানুষ হয়ে ওঠাটার পেছনে ছিল অনেক যুগের সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন, তারও আগে থেকে ছিল তাঁর সংগ্রামের সূচনা। স্বাধীনতার পর অন্নদাশংকর রায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, বাংলাদেশের আইডিয়াটা তাঁর মাথায় আসে সেই ১৯৪৭ থেকেই।

তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করবেন, সে জন্য কী করা যায়, তার সবগুলো পথই তিনি অন্বেষণ করে গেছেন। প্রচণ্ড দেশপ্রেম, সততা, একাগ্রতা, আত্মত্যাগ, সাহস, মৃত্যুকে ভয় না পাওয়া, পরিশ্রম, লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা এবং লোভের ঊর্ধ্বে উঠতে পারার এসব গুণ দিয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেন। দেশ স্বাধীন করতে হলে সংগঠন দরকার হবে, গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট লাগবে, দেশের মানুষকে এক স্বপ্নে বিভোর এবং ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তা তিনি জানতেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি বললেন, 'আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি বলেছিলাম আমার মৃত্যু আসে যদি আমি হাসতে হাসতে যাব, আমার বাঙালি জাতিকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না এবং যাওয়ার সময় বলে যাব জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।'

সেদিনই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন:

'এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের যুবক যারা আছে তারা চাকরি না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ তোমাদের মোবারকবাদ জানাই তোমরা গেরিলা হয়েছ, তোমরা রক্ত দিয়েছ, রক্ত বৃথা যাবে না, রক্ত বৃথা যায় নাই।'

বঙ্গবন্ধু দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে এই দেশকে সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করার অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়ে গেছেন। আমরা সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে সামনে আরও বিপুল কর্মযজ্ঞ এবং কর্তব্য রয়েছে। এ দেশের দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। গরিব, দুখী সাধারণ মানুষের ঘরে স্বাধীনতার সুফল নিয়ে যেতে হবে। 'এই সব বর্ণমালা নিতে হবে ভূমিহীনের ঘরে।'

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তোমাদের কাছে আমার রক্তঋণ। তোমরা রক্ত দিয়ে আমাকে মুক্ত করে এনেছিলে। সেই রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। আর আমাদের রক্তঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। সুন্দর উন্নত অসাম্প্রদায়িক ভেদাভেদহীন বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের যে অশোধ্য ঋণ, তা কিছুটা শোধ করার চেষ্টা করে যেতে হবে।

(পুন: মুদ্রিত)

যেভাবে জিডিপিতে বীমার অবদান বাড়ানো সম্ভব

এস.এম ইব্রাহিম হোসাইন, ACII

ভূমিকা

বলা হয়, বাংলাদেশের বীমা খাত অন্যান্য দেশের বীমা খাতের তুলনায় জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছেনা কেননা, উন্নত দেশে বীমা খাতের গড় অবদান যেখানে ৭% সেখানে আমাদের দেশে বীমা খাতের অবদান মাত্র .৫৫%(১) । সুতরাং জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান বাড়ানোর উপায় খুঁজে বের করা দরকার । এই প্রবন্ধে বীমা খাতের বর্তমান স্বল্প অবদানের কারণ ও তা দূর করার উপায় এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি বৃদ্ধির উপায় এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সরকার 'জাতীয় বীমা নীতি - ২০১৪' প্রকাশ করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, ২০২১ সালের মধ্যে জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান ৪%(২) করতে হবে যা এখনও বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। সুতরাং, আমাদের বীমা খাতের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি বিশেষণ করে সেই অনুযায়ী আমাদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা সমীচীন যাতে বীমা খাত আমাদের দেশের অন্যান্য খাতগুলির সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রগতি লাভ করতে পারে। ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১০%(৩) মানুষের জীবন বীমা রয়েছে। তদুপরি, জীবন বীমা তহবিল (Life Fund) আনুপাতিকভাবে বাড়েনি । পলিসি তামাদি (Lapsation) ক্রমশ: বেড়েছে এটি মারাত্মক সমস্যা(৪) । অন্যদিকে, অজীবন (Non life) বীমার পরিধিও তেমন বাড়েনি। তদুপরি অনৈতিক ও অননুমোদিত কমিশনের সমস্যা এখনও বিদ্যমান। তবে এ কথা বলা যায় যে, স্বাধীনতার পরে মাত্র ২টি কর্পোরেশন ছিল, এখন সেখানে বর্তমানে ৭৯ টি বীমা প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে অনেক উদ্যোক্তা জড়িত রয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে । এই অর্জনগুলো আমাদের দেশ স্বাধীন না হলে সম্ভব হত না।

বাংলাদেশে জীবন ও অ-জীবন (NonLife) বীমা ব্যবসায়ের বিশেষণ:

স্মারণী-ক (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ)

অন লাইন বীমা ব্যবসায়ের বিশেষণ: লাইফ ফান্ডের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (কোটি টাকায়)

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
লাইফ ফান্ড	১১,৬৬০	১৪,৭৮৫	১৭,৬৭৬	২০,৮৯৫	২৩,৮৭৪	২৬,৬১৪	২৮,৩৮৩	২৯,৫৫৪	৩০,৮৮৭
প্রবৃদ্ধি (%)		২৬.৮০	১৯.৫৬	১৮.২১	১৪.২৬	১১.৪৮	৬.৬৫	৪.১৩	৪.৫১

উল্লিক্ষিত সারণীর ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭ সালের জীবন বীমা তহবিলের (Life Fund) প্রবৃদ্ধি গড়ে প্রায় ৫%, যা বাংলা দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি থেকে কম। এরূপ অবস্থার উত্তরণ না ঘটলে দিন দিন জিডিপিতে বীমার অবদান কমতে থাকবে, যা একটি নেতিবাচক সংকেত।

স্মারণী-খ (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ)

চলমান ও তামাদি পলিসির সংখ্যা:

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
চলমান পলিসি	১,০১,০৩,৪০২	১,২৫,০৭,৫০৬	১,৩০,১৭,৮২১	১,২৮,১৭,২৫০	১,২৬,০৪,৬১১	১,২৩,৮৮,৬৯৮	১,১৫,২২,২০৯	১,০৫,০৬,০৫১	১,০৯,৫১,৯২০
নতুন পলিসি	৩৪,২৭,২০৭	৩৪,৭৪,৫৫৮	২৭,২৫,৫৬৩	১৬,৮০,০৭২	১৪,৭৬,২৫৪	১৬,১৪,১৮৫	১৭,৩৯,২১৫	১৯,৩২,৫০১	১৮,৩৯,১২৬
তামাদি পলিসি	২৩,০৪,১৬৬	২০,৩৭,১২৩	২২,৮৯,২৮২	১৮,৪০,৮৯৪	১৫,৩৬,৪৯৪	১৪,০১,০১৫	১৬,৮৫,৮৯৪	১৪,০৮,২২২	১০,০৫,৪৯৭
সমর্পিত পলিসি	২৯,৮৮৭	৩৪,৪৯০	৪২,০৪২	৫৭,৮১০	৭২,৪০২	৭৫,৮৮৬	৯২,৮৩৯	৮২,৫০৯	১,৫৭,৩৯০

(১) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ
(২) জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪, ২.৩
(৩) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ পৃষ্ঠা নং ২০
(৪) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ পৃষ্ঠা নং ২০,২২ ও ৩৭

পরিচালক (অঃ দাঃ), বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

জীবন বীমা সংস্থাগুলির ২০০৯-২০১৭ সময়ে পলিসি তামাদি পরিস্থিতি (স্মারণী-খ) দেখায় যে ২০০৯ সাল হতে গড়ে প্রতিবছর ২২,১২,০৭৫ টি জীবন বীমা পলিসি হলে এর ৭৮%(৫) পলিসি তামাদি বা নিষ্ক্রিয় হচ্ছে (আইডিআরএ বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৭)। পলিসি তামাদির এই উচ্চহার জীবন বীমা খাতের ইতিবাচক বৃদ্ধিতে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করছে। উপরিউক্ত স্মারণী হতে দেখা যায় চলমান বীমা পলিসিগুলি ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে ৪.২৪% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ জীবন বীমার ব্যবসা সম্প্রসারণ না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে উচ্চ হারে পলিসি তামাদি হয়ে যাওয়া।

স্মারনী (গ)

অন লাইন বীমা ব্যবসা বিশেষণ:(ননলাইফ বীমা গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকা) (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ)

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
গ্রস প্রিমিয়াম	১৩৮৯.৬৭	১৬৫৭.৫৫	১৯৩৩.৪৩	২১৬৭.২৭	২২৯২.৮০	২৪৪৫.৭১	২৬৪৩.০১	২৭৭২.৮৮	২৯৮১.৪৩
	প্রবৃদ্ধি (%)	(১৯.২৮)	(১৬.৬৪)	(১২.০৯)	(৫.৭৯)	(৬.৬৭)	(৮.০৭)	(৪.৯১)	(৭.৫২)

আইডিআরএ রিপোর্ট - ২০১৭ থেকে দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১৭ চলাকালীন অজীবন বীমায় মোট প্রিমিয়াম বৃদ্ধির হার ৫%(৬)। রিপোর্ট থেকে আরও দেখা যায় ২০১০ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৫ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও ২০১৬ ও ২০১৭ সালে তা হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ননলাইফ ব্যবসা আশানুরূপ বৃদ্ধি হয়নি। আইডিআরএ রিপোর্ট থেকে এটিও দেখা যায় যে সাড়ে ৩ মিলিয়ন যানবাহন বীমা আওতায় রয়েছে অথচ মাত্র ১.৫ মিলিয়ন গাড়ীর বীমা রয়েছে অর্থাৎ বেশিরভাগ যানবাহন বীমাবিহীন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের নিবিড়ভাবে বীমার আওতা নিরীক্ষণ করতে হবে এবং অজীবন বীমার পরিধি আরও প্রশস্ত করতে হবে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুযায়ী মটর যানবাহনের দায় বীমা (Act Liability) বলবৎ নেই। ফলে অজীবন বীমার পরিধি আরও কমে যাবে। দেশে বড় বড় কারখানা ও মেগা প্রজেক্ট, মার্কেট হলেও দায় বীমার (Liability Insurance) প্রসার ঘটেনি।

বীমা শিল্পের চ্যালেঞ্জ সমূহ

বীমা শিল্পের চ্যালেঞ্জগুলি ইতিমধ্যে অনেক সেমিনার এবং নিবন্ধে (৭) এ আলোচনা করা হয়েছে যা নীচে রয়েছে : যোগ্য কর্মকর্তা ও এজেন্টের এর অভাব, জনসচেতনতার অভাব, জনবিশ্বাসের অভাব, নৈতিক আচরণের অনুপস্থিতি, বিক্রয় কর্মীদের জন্য অপ্রতুল প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবনী বীমা পণ্যের অভাব, অতিরিক্ত পরিচালনা ব্যয়, অটোমেশন সমস্যা, বিক্রয়োত্তর পরিসেবার অপর্যাপ্ততা, দাবি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব, পলিসি তামাদি, জাতীয় বীমা পলিসি ২০১৪ বাস্তবায়ন না হওয়া ইত্যাদি ।

সমস্যা সমূহের মধ্যে যোগ্য এজেন্ট তৈরীর জন্য আইডিআরএ এজেন্টদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি এবং ৭২ ঘন্টার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে। জনসচেতনতার জন্য BISDP প্রকল্পের মাধ্যমে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া পাঠ্য পুস্তকে বীমা অন্তর্ভুক্তির পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

---

(৫) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ পৃষ্ঠা নং ২০,

(৬) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, আইডিআরএ পৃষ্ঠা নং ৩৭

(৭) প্রফেসর শিবলী রুবায়েত উল ইসলাম-Problem & Prospects of Insurance Business in Bangladesh, মো: আব্দুলাহ আল-মাহমুদ, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ব: বাংলাদেশ বীমা খাত চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বীমা সেক্টর অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। দ্রুত দাবী নিষ্পত্তির জন্য আইডি আরএ -ব্যবস্থা নিচ্ছে। জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হলে বীমা সেক্টরের অনেক সমস্যা দূরীভূত হবে। সমস্যা সমূহের মধ্যে জীবন বীমার ক্ষেত্রে পলিসি তামাদি খুবই মারাত্মক সমস্যা এবং এর ফলে জিডিপিতে বীমার অবদান বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

পলিসি তামাদি

বাংলাদেশের বীমা খাতের সমস্যাগুলির মধ্যে পলিসি তামাদি হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নতুন চারা রোপণের ঠিক পরে কেটে ফেলার মতো। কেবলমাত্র এই সমস্যা সমাধানের ফলে জিডিপি-তে বীমার অবদান অনেক বৃদ্ধি করা যায়। প্রতি বছর প্রায় ৮০% জীবন বীমা পলিসি তামাদি হয়ে যায়। এটি সমাধান না করে বীমার অবদান বৃদ্ধি করা অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত, এই সমস্যা সমাধান না করলে বীমাতে মানুষের আস্থা সৃষ্টি হবে না।

জীবন বীমা পলিসি শেষ হওয়ার পরে দ্বিতীয় বছর এবং পরবর্তী সমস্ত প্রিমিয়াম গুলিকে পুনর্নবীকরণ প্রিমিয়াম বলা হয়। যদি নবায়ন প্রিমিয়াম নিয়মিত হয়, পলিসি কার্যকর হয় তখন যে উদ্দেশ্যে গ্রাহক বীমা পলিসি গ্রহণ করছে তা সফল হয়। পলিসির দ্বিতীয় এবং পরবর্তী প্রিমিয়ামগুলি প্রদান না করা হলে, তামাদি পলিসিতে রূপান্তরিত হয় বা আংশিকভাবে কার্যকর করা বীমায় পরিনত হয় এবং সংশিষ্ট এজেন্ট পলিসির বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। একই কারণে জীবন বীমা কোম্পানী সমূহকে ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় । সফল জীবন বীমা সংস্থার মূল লক্ষ্য হ'ল, যে পলিসি বিক্রি হচ্ছে তা চালিয়ে যাওয়া। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পলিসি তামাদি থাকার কারণে জীবন বীমা শিল্পের অগ্রগতি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সুতরাং, গ্রাহক ও বীমা কোম্পানী তথা বীমা শিল্পের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষা করা তথা পলিসি তামাদি বন্ধ করা অপরিহার্য।

জীবন বীমার ধারণাটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির বিষয়। ভবিষ্যতের প্রিমিয়ামগুলি চালু রয়েছে তা নিশ্চিত করা হলে প্রথম বছরে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তা (১ম বর্ষ প্রিমিয়ামের ৯০% কমিশন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়) পরের বছর গুলিতে ছড়িয়ে যেতে পারে। সুতরাং কোনও জীবন বীমা সংস্থার অগ্রগতি এবং বীমা গ্রাহকদের সাথে তার দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, কোম্পানির স্বচ্ছলতার উপর তামাদির উচ্চ প্রভাব এবং সেই পলিসিটি অব্যাহত রাখার সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অবশ্যই একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। পলিসি তামাদি সারা বিশ্ব জুড়ে জীবন বীমা শিল্পের একটি বড় সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তামাদি সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে এসে ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য তামাদির অবিচ্ছিন্ন সচেতনতা জরুরি।

জীবন বীমা পলিসি তামাদির কারণ সমূহ

- মাঠকর্মী কর্তৃক গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ।
- বীমা করার পর গ্রাহকের বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন কর্তৃক বীমা বিরোধী মিথ্যা তথ্য দেয়ার কারণে যেমন- বীমা কোম্পানী চলে যাবে, টাকা পাওয়া যায় না ইত্যাদি।
- গ্রাহকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, সময়মত প্রিমিয়াম না দেওয়ায় পলিসি তামাদি হয়। চাকুরী, ব্যবসা বা আয়ের উৎস বন্ধ হলে পলিসি তামাদি হয়।

➢ অনেক সময় গ্রাহক অন্য কাউকে দিয়ে প্রিমিয়াম জমা দেয় যা সময়মত জমা হয় না বা জমাই দেয় না ফলে তামাদি হয়।
➢ আর্থিক অবস্থার চেয়ে বেশী টাকার বীমা করলে বা বীমা করানোর ফলে তামাদি হয়।
➢ চাপের মুখে বীমা করলে (উন্নয়ন কর্মী অনেক সময় আত্মীয়, বন্ধু, রাজনৈতিক/সামাজিক প্রভাব খাটিয়ে পলিসি করালে) পরবর্তীতে তামাদি হয়।
➢ সেবার অভাবে তামাদি হয়। যেমন-গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ না করা বা উত্তম সেবা প্রদান না করলে।
➢ রেয়াত বা রিবেট প্রদান করলে।
➢ বীমা কর্মীর/এজেন্টের ধৈয্যের অভাব।
➢ গ্রাহকের বয়সের তারতম্যের কারণে তামাদি হয়।
➢ বীমা প্রতিষ্ঠানের বদনাম বা দুর্বলতার কারণেও তামাদি হয়।
➢ বীমা গ্রাহক না বুঝে আবেগবশত বীমা পলিসি নিলে।
➢ গ্রাহককে ভুল বুঝিয়ে বীমা বিক্রয় করার জন্য তামাদি হয় ।
➢ বীমা এজেন্ট পেশায় না থাকলে তামাদি হয় ।
➢ বীমা কোম্পানীর শাখা অফিস বন্ধ হয়ে গেলে পলিসি তামাদি হয়।
➢ বীমার উপর আস্থার সংকটের কারণে।
➢ সঠিক সময়ে দাবী পরিশোধ না করায়।
➢ কোন কারণে মিডিয়াতে বীমার কোন খারাপ খবর প্রচার হলে।
➢ পলিসি বেশী দীর্ঘমেয়াদী হলে তামাদি হতে পারে।
➢ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির ফলে আর্থিক ক্ষতি হলে।
➢ দ্রব্যমূল্য দীর্ঘমেয়াদী উর্ধ্বগতি হলে অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি হলে পলিসি তামাদি হতে পারে।
➢ এজেন্ট বীমার মেয়াদ ঠিকমত না বললে যেমন-বীমা করার সময় হয়তো ১০ বছর বললো, অথচ পলিসি দলিলে ১৫ বছর লেখা এমন কারণে।
➢ অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার কারণে এজেন্টদের উপর বিভিন্ন কোম্পানীর চাপ থাকে । ফলে যেন তেন ভাবে প্রথম বর্ষ ব্যবসা হলেও পরে তা আর চালু থাকে না। তাছাড়া ১ম বর্ষ এজেন্ট কমিশন ২৫% ফলে এজেন্টগণ শুধু প্রথম বছরের ব্যবসার উপর জোর দেয়। অপরদিকে নবায়ন কমিশন মাত্র ৫% ফলে তারা পলিসি নবায়-নের উপর গুরুত্ব দেয় না। এতে পলিসি তামাদি হয় ফলে গ্রাহক এবং বীমা কোম্পানী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত কারণ সমূহ দূর করার লক্ষ্যে তথা তামাদি প্রতিরোধে ব্যবস্থা না নিলে জীবন বীমা ব্যবসা প্রসার সম্ভব হবে না।

জিডিপিতে বীমার অবদান বৃদ্ধির জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা নিম্নে বর্ণিত হল:

এজেন্ট কমিশন পুনর্বিন্যাস করতে হবে

জীবন বীমা কভারেজ সম্পর্কে বিষয়ে নজর দেওয়া যাক। আমাদের দেশে মোট ১৭ কোটি জনসংখ্যা রয়েছে যার ৬০% বীমাযোগ্য, অথচ সক্রিয় জীবন বীমা পলিসি রয়েছে মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ(৮) (২০১৮) অধিকন্তু, দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হ'ল প্রায় ৭৮% জীবন বীমা পলিসি তামাদি, সমর্পণ বা পেইড আপ হয়ে যায় যা ইঙ্গিত করে যে জীবন বীমা পলিসি শুরুর পরপরই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যদি আমরা এই পলিসি তামাদি, পলিসি সমর্পণ প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে পারি তবে জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান অনেক বাড়বে। বলা হয়ে থাকে যে, A Lapse policy holder is a enemy to himself, to the company, to the

(৮) বার্ষিক প্রতিবেদন, আইডিআরএ, পৃষ্ঠা নং২০

society and to the country অর্থাৎ তামাদি পলিসি গ্রাহক হ'ল রাষ্ট্রের শত্রু, বীমা প্রতিষ্ঠানের শত্রু, বিমা শিল্পের শত্রু এবং নিজের শত্রু কারণ জীবন বীমা পলিসি বলতে একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিকে বুঝায় যা দশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত সক্রিয় থাকে । যখন পলিসি ল্যাপস হয়ে যায় তখন তা বীমা সংস্থার পক্ষেও উপকারী হয় না এবং বীমা গ্রহীতার পক্ষেও উপকারী হয় না, কারণ জীবন বীমা পলিসি মানে বীমা সংস্থায় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ, সুতরাং যখন এটি তামাদি হয়ে যায় তখন বীমাকারী উপার্জিত প্রিমিয়াম বিনিয়োগের সুযোগ পাননা এবং গ্রাহকও বীমার আসল উপকারিতা পাননা, অর্থাৎ মেয়াদ পূর্তি টাকা পায় না । কিছু এজেন্ট এই ধরনের তামাদি হওয়া পলিসি নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা কেবলমাত্র প্রথম বছরের ব্যবসার মাধ্যমে প্রথম বছরের উচ্চ কমিশন (২৫%) পেতে চায়। সুতরাং এই কমিশনটিকে অন্যান্য বছরে পুনবিন্যাসের জন্য আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে এটি পুরো বীমা মেয়াদ কালে এজেন্টের কাছে আকর্ষণীয় হয়। এ IDRA বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে।

বীমাতে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে

মেয়েদের জন্য বীমার বিশেষ শাখা অফিস করে দেয়া যেতে পারে যেখানে সুপারভাইজারী পদে নারী এবং অন্যান্য সকল পদে নারী থাকবে। আমাদের দেশে গার্মেন্টস ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মী ও গ্রাহক সংখ্যা ৮০% এর বেশী হলেও বীমা শিল্পে মাত্র ৫%(৯) নারী রয়েছে। দেশের ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোতে ৪ কোটি ৯০ লাখ নারী সম্পৃক্ত অথচ সেবা শিল্প হিসেবে বীমা শিল্পেও অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। নারীদের বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে বীমা বিক্রয়ে নারী কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিলে তারা পুরুষের চেয়ে পেশাগত উৎকর্ষতার সাথে কাজটি করতে পারবে।

এছাড়া মহিলাদের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে জীবন বীমায় নারীদের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য যেমন সম্ভব তেমনি নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী হবার সুযোগ রয়েছে। নারী কর্মীদের দ্বারা বাড়ী বাড়ী নারীদের কাছে যাওয়া বা যোগাযোগ করা সহজ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে আশেপাশের ২০-২৫ জন নারীকে একত্রে করে বীমার সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে গ্রামের অধিকাংশ পরিবারকে বীমার আওতায় আনা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। দু' একটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে নারীদের দ্বারা পরিচালিত বীমা শাখা অফিস রয়েছে এবং তাঁদের সফলতা উৎসাহ ব্যাঞ্জক । সম্প্রতি ভারতে আদর্শ বীমা গ্রাম হিসেবে কিছু গ্রাম চিহ্নিত করে কাজ করা হচ্ছে(১০)। আমাদের দেশেও এমনটি করা যেতে পারে। এ ছাড়া নারীরা মেধাবী এবং অন্যান্য দেশে নারীরা এ্যাকচুয়ারী পেশায় ভাল করলেও আমাদের দেশে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের দেশের মেধাবী নারীদের বীমা পেশা বা এ্যাক-চুয়ারী পেশায় উৎসাহিত করা যেতে পারে। বীমায় নারীদের বেশী সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আইডিআরএ উদ্যোগ নিতে পারে।

বীমা শিল্পে ডিজিটাইজেশন করতে হবে

এখনও বাংলাদেশের বীমা সেক্টরের বেশীর ভাগ কাজ হাতে (Manually) করা হয় যেমন প্রস্তাবপত্র, প্রিমিয়াম সংগ্রহ, গ্রাহকদের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন, দাবী ফরম, দাবী ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও দাবী প্রদান ইত্যাদি । এ ছাড়া নবায়ন নোটিশ প্রদান, গ্রাহকের বিভিন্ন তথ্য পরিবর্তন (ঠিকানা, নমিনি, পলিসির টার্ম) সবই হাতে করা হয়। এছাড়া গ্রাহকের পলিসি সমর্পন, পেইড আপ, পলিসি হতে ঋণ প্রদান ইত্যাদির জন্য হাতে লেখা আবেদনও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এ সব কাজ হাতে করার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় অথচ ডিজিটাইজেশন বা সফ্টওয়ার ভিত্তিক কাজগুলো অতি দ্রুত, নির্ভুলভাবে ও সহজে করা যেতে পারে। এতে সার্বিকভাবে খরচ

---

(৯) বেনজির ইমাম, সহকারী অধ্যাপক, ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। Women & Insurance: A key factor in economic growth.

(১০) Insurance News BD.Com

কমে যাবে, কাজের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাহক সেবা দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে হবে। সুতরাং বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহকে যথাশীঘ্র ডিজিটাল ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোভিড-১৯ এর কারণে কিছু বীমা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে পলিসি ইস্যু ও দাবী সংক্রান্ত আবেদন/অন্যান্য কিছু কাজ শুরু করেছে, একে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশন বলা যায় না। গ্রাহকদের দ্রুত ও নির্ভুল সেবা দেয়ার স্বার্থে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। কিছু ক্ষেত্রে পুন: বীমাকারীর (Reinsurer) সহায়তায় সফ্টওয়ার ভিত্তিক অবলিখন হচ্ছে যা যথেষ্ঠ নয়। এছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে এজেন্টদের মাধ্যমে বীমা বিক্রয় হয়ে থাকে। অন-লাইনে সরাসরি বীমা বিক্রয় করা যেতে পারে। এ জন্য ডিজিটাল প্রস্তাবপত্র ও ডিজিটাল স্বাক্ষরের আইনগত স্বীকৃতি সহ ডিজিটাল ষ্ট্যাম্প ও পলিসি ডকুমেন্ট প্রদানে অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে IDRA উদ্যোগ নিতে পারে।

বীমা সেক্টরের উন্নয়নের জন্য সরকার Bangladesh Insurance Sector Development Project নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার মাধ্যমে বীমা সম্পর্কে মানুষের নেতিবাচক ধারণা দূর হবে ও বীমা সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং IDRA, SBC, JBC, BIA এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। সার্বিক অটোমেশন এর আওতায় বীমা খাত চলে আসবে তখন আস্থার সংকট দূর হবে। গ্রাহকদের ব্যাংক একাউন্ট বীমার শুরুতে নেয়া হবে যাতে গ্রাহকদের মৃত্যুদাবী ও মেয়াদপূর্তি বীমা দাবীর টাকা ২৪ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধ করা যেতে পারে। গ্রাহকদের প্রিমিয়াম নগদে গ্রহণ না করে ব্যাংকের মাধ্যমে জমা হবে এবং গ্রাহকগণ মোবাইলে এসএমএস পাবে, এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, ফলে বীমা কর্মীরা গ্রাহকের টাকা আত্মসাতের সুযোগই পাবে না। ইতোমধ্যে এই এসএমএস কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া দেশের সাধারণ মানুষ বীমা বুঝে না যেমন বীমার কিস্তি প্রতি বছর দিতে হয় এটা অনেকে বুঝে না । মনে করে, বীমাতো একবার করেছি, টাকাতো পাবই। নিয়মিত যে প্রিমিয়াম দিতে হয় তা সবাইকে বলা দরকার। পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ও ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা/NGO এর মাধ্যমে বীমার প্রাথমিক ধারণা ছড়িয়ে দেয়া দরকার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বীমা সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ফলে বীমার পরিধিও সম্প্রসারিত হবে ।

জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে

'দেশের শতভাগ জীবন ও সম্পদ বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে' সরকার জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ গ্রহণ করেছে। বীমা খাতের অনেকগুলি বিষয় বাস্তবায়নের জন্য সময়াবদ্ধ ম্যাট্রিক্স রয়েছে। সুতরাং আমাদের জাতীয় বীমা নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আমরা যদি এই নীতিটি বাস্তবায়ন করতে পারি তবে বীমা খাতের বিদ্যমান বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান হবে। যেমন এতে জনসচেতনতার জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যা-লয়ে বীমা বিষয় অন্তর্ভুক্তি, দরিদ্র মানুষের জন্য পলিসি তৈরী, সমাজিক বীমার প্রচলন, নতুন পণ্য তৈরী, ক্ষুদ্র বীমা, বীমায় নারীর অন্তর্ভুক্তি, দায় বীমার প্রসার, সরকারি সম্পত্তির বাধ্যতামূলক বীমার কথা বর্ণিত রয়েছে, যা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। এ গুলি বাস্তবায়িত হলে জিডিপিতে বীমার অবদান উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

ক্ষুদ্র বীমার রেগুলেশন তৈরী করে এর প্রসার ঘটাতে হবে

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত ক্ষুদ্র বীমা মেয়াদী বীমার মতোই, পার্থক্য শুধু ক্ষুদ্র বীমায় বীমা অংক কম (সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা) এবং প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি পাক্ষিক বা মাসিক বা ত্রৈমাসিক ইত্যাদি। অপরদিকে মেয়াদী বীমায় প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি স্মামাসিক বা বার্ষিক । ক্ষুদ্র বীমা মূলত: স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য

করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র বীমায় গ্রাহকের মৃত্যুতে বীমা অংক এবং মেয়াদ শেষে বোনাসসহ বীমা অংক দেয়া হয় অর্থাৎ শুধু মৃত্যু ঝুঁকি কভার করা হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে ক্ষুদ্র বীমায় গ্রাহকের মৃত্যু ঝুঁকি, অসুস্থ্যতা বা শারীরিক পঙ্গুত্বের ঝুঁকি, ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা আমাদের দেশে নেই। এজন্য ক্ষুদ্র বীমার পৃথক রেগুলেশন থাকা দরকার। এছাড়া ক্ষুদ্র কৃষি বীমা, ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা, গবাদি পশু বীমার প্রচলন করা হলে জিডিপিতে বীমার অবদান বৃদ্ধি পাবে।এক্ষেত্রে এনজিও/এমএফআইদেরকে কর্পোরেট এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ এবং ব্যাংকএ্যাসুরেন্স চালু হলে বীমার পরিধি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

দাবি পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করতে হবে

যখন গ্রাহকের দাবি পূরণ হয় কেবল তখনই গ্রাহক বীমার গুরুত্ব বোঝে। দাবী পরিশোধের জন্য নানা তথ্য, ডকুমেন্ট প্রয়োজন হয়। এছাড়া নন-লাইফ বীমায় সার্ভে রিপোর্ট প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে অনেক সময় দাবী পরিশোধে বিলম্ব হয় । বীমা আইন অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে গ্রাহককে দাবী পরিশোধ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ৯০ দিনের চেয়েও বেশি বিলম্বে দাবী পরিশোধ করা হয়। এতে গ্রাহকদের মধ্যে বীমার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। সুতরাং দাবী পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করতে হবে। প্রয়োজনে বীমা আইনে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। আইডিআরএ এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে ।

অ-জীবন (NonLife) বীমার পরিধি বিস্তৃত করার সুযোগ

➢ জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ অনুসারে সরকারী সম্পদের বীমা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত জেলা, এবং উপজেলা প্রশাসন অফিস, আদালত-বিল্ডিং এবং বড় কাঠামো সরকার বীমা করতে পারে।

➢ স্বাস্থ্য বীমা জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমার প্রসার ঘটাতে হবে, যেমন গার্মেন্টস ও কারখানা কর্মীদের জন্য স্বল্প প্রিমিয়ামে ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা পণ্য তৈরীর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

➢ বিশ্বে মটর বীমা (Motor Act Liability) বাধ্যতামূলক হলেও সম্প্রতি আমাদের দেশে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এ এটি বলবৎ রাখা হয়নি। এবিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য দায় বীমার প্রসার ঘটাতে হবে।

➢ বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ জাহাজ / লঞ্চ / স্টিমারের বীমা নেই এবং প্রতি বছর প্রায়শই বিভিন্ন দুর্ঘটনায়, লঞ্চডুবিতে বহু যাত্রী মারা যায় । এগুলি নিবন্ধনের সময় যাচাই পূর্বক বাধ্যতামূলকভাবে বীমার আওতায় আনা যেতে পারে।

➢ কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে এ দেশে কৃষি বীমা, গবাদি পশু বীমা টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক, কেননা প্রায়শই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, পোকামাকড় ও নানাবিধ কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

➢ নতুন বীমা পণ্য তৈরি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত বিভাগীয় এবং জেলা শহরের ফ্ল্যাট আবাসন গুলির জন্য কম প্রিমিয়ামে অগ্নি এবং ভূমিকম্প ঝুঁকি বীমা চালু করা যেতে পারে কারণ আমাদের দেশে বড় বড় মার্কেট, দোকান বা ফ্লাটের অধিকাংশেরই অগ্নি বীমা নেই।

➢ বড় বড় স্থাপনায় বা নির্মাণাধীন স্থাপনায় দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণে দায় বীমা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

➢ রেল যাত্রীদের বীমা চালু করা যেতে পারে।

উপসংহার

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। দেশের কৃষি, গার্মেন্টসসহ অন্যান্য সেক্টরের সাথে বীমা সেক্টরকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বীমা সংস্থাগুলির প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। বর্ণিত বিদ্যমান সমস্যাগুলি দূর করে নতুন নতুন বীমা পণ্য তৈরী করা দরকার। দ্রুত দাবি পরিশোধের পাশাপাশি অটোমেশন ও প্রয়োজনীয় বিধি-প্রবিধি তৈরীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র বীমা, কৃষি বীমা, গবাদি পশু বীমাসহ অন্যান্য বীমার প্রসার ঘটাতে হবে। উন্নত, সমৃদ্ধ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়তে বীমা সংশিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারকে একত্রে কাজ করতে হবে ।

বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীতে
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির কার্যক্রম

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বীমা শিল্পকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বীমা শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ২৯ নভেম্বর একটি স্বায়ত্ব-শাসিত বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি জাতির পিতার হাতে গড়ে তোলা দেশের একমাত্র জাতীয় বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে একাডেমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে বীমা খাত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ন্যস্ত হয় এবং একাডেমি অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একাডেমি কর্তৃক প্রতি বছর ঢাকাসহ সারা দেশে ২৮/৩০ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে একাডেমি বীমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম-সাময়িক বিষয়ের উপর প্রতি বছর ৩/৪টি সেমিনার / ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে।

একাডেমির সার্বিক কার্যাবলী নিম্নরূপ

- বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা
- বীমা বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন
- বীমা বিষয়ে ABIA ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা
- দেশে-বিদেশে বীমা বিশেষজ্ঞ ও বীমা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন এবং যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কোসের্স আয়োজন
- বিদেশী বীমা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত বীমা বিষয়ক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান
- বিভিন্ন বিদেশী কোর্স যেমন- ACII (UK) এর বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক সহযোগিতা প্রদান, কোর্স ম্যাটেরিয়াল সরবরাহসহ কাউন্সিলিং সুবিধা এবং ওভারসিস পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান
- বীমা বিষয়ক পুস্তক/পুস্তিকা/সাময়িকি,বার্তা ও জার্নাল প্রকাশনা
- বীমার উপর সময়োপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমির বার্ষিক প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার দেশের প্রথিতযশা বীমা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রণয়ন করা হয় যা বোর্ড অব গভনর্রস-এর অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বীমা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একাডেমি প্রতি বছর সাধারণ বীমা, জীবন বীমা বিষয়ক ২৮/৩০টি কোর্স পরিচালনা করে থাকে। একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বেসরকারী ইনসিওরেন্স কোম্পানী সমূহ, সেক্টর কর্পোরেশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা সার্ভে কোম্পানী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে।

একাডমি হতে পেশাগত জ্ঞান অর্জন করে প্রশিক্ষিত জনশক্তি সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। একাডেমি হতে এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর-২০২০) ৩১,৮৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী বীমা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের মধ্যে উলেখযোগ্য কোর্স সমূহ হচ্ছে- ফাউন্ডেশন কোর্স, বেসিক কোর্স, মেরিন ইনসিওরেন্স কোর্স, ফায়ার ইনসিওরেন্স কোর্স, কমপ্রিহেনসিভ কোর্স অন রি-ইনসিওরেন্স ম্যানেজমেন্ট, লাইফ ইনসিওরেন্স আন্ডাররাইটিং এন্ড ক্লেইমস ম্যানেজমেন্ট, বেসিক কোর্স অন লাইফ ইনসিওরেন্স, লাইফ ইনসিওরেন্স মার্কেটিং কোর্স, বীমা এজেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স, এ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ইনসিওরেন্স ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কোর্স ইত্যাদি। কোর্স সমূহে দেশের প্রথিতযশা বীমাবিদ, পেশাগত ডিগ্রীধারী ও দক্ষ প্রশিক্ষকদের অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং একাডেমির নিবিড় তত্বাবধান ও মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ সম্পন্ন করা হয়।

একাডেমি কর্তৃক Tailor Made Course এর কার্যক্রম

একাডেমি বিভিন্ন বীমা কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদার ভিত্তিতে Tailor Made Course পরিচালনা করে থাকে। ২০২০ সালের বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের Central Procurement Technical Unit (CPTU), Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED), Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য 'Insurance in Public Procurement' নামে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে। ০৫/০৯/২০২০ হতে ১১/০৯/২০২০ পর্যন্ত ৭ (সাত) দিন ব্যাপি কোর্সটিতে সরকারের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ও অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি ও a2i একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা স্মারক (MoU) এর আওতায় a2i এর সহযোগিতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইনসিওরেন্স এজেন্ট কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সফল ভাবে সম্পন্ন করে বর্তমানে তাঁরা বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। একাডেমি এযাবৎ মোট ৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১৮৫ শিক্ষার্থীকে 'লাইফ ইনসিওরেন্স এজেন্ট' প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় এর সহযোগিতায় ২০২০ সালে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, নরসিংদী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উক্ত কোর্স সমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি সার্ভে প্রতিষ্ঠান সমূহের জনবলের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Fire Insurance Claims Survey Course আয়োজন করে। ২দিন ব্যাপী আয়োজিত উক্ত কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন সার্ভে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত মোট ৮৪ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

একাডেমি ১৯৮০ সাল থেকে বীমা বিষয়ক ID কোর্স এসোসিয়েটশীপ অব বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি (ABIA) পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত ৬২৭ জন শিক্ষার্থী একাডেমি থেকে বীমা বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বীমা শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি লন্ডনস্থ টাইজার এন্ড কোঃ এর সহযোগিতায় শিক্ষা বৃত্তি হিসেবে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। এছাড়া যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ চার্টার্ড ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত Associateship of the Chartered Insurance Institute (ACII) এর পরীক্ষা পূর্বে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হতো। একাডেমির শিক্ষা/প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা ও পর্যালোচনাপূর্বক Chartered Insurance Institute, UK তাঁদের ওভারসিজ পরীক্ষা কেন্দ্রটি ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিবর্তে একাডেমিতে স্থাপন করেছে। ফলে একাডেমির মাধ্যমে এদেশের শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই বীমা বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী ACII অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

এ্যাকচুয়ারিয়াল সাইন্স কোর্স ঃ

এ্যাকচুরিয়াল সাইন্স কোর্সের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও দেশে এ্যাকচুয়ারির চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে একাডেমি দেশি-বিদেশী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। আশা করা যায় খুব শ্রীঘ্রই বিদেশী প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় একাডেমিতে পুনরায় এ্যাকচুয়ারিয়াল সাইন্স কোর্সটি চালু করা সম্ভব হবে।

সেমিনার/কর্মশালা ঃ

একাডেমি প্রতিবছর বীমা বিষয়ক সমসাময়িক ৩/৪টি সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা করে থাকে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও বিভিন্ন বীমা কোম্পানী থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। বীমা বিশেষজ্ঞগণ এই ধরণের সেমিনার/কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বিগত সময়ে একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ছিল:

- Customer Service in Insurance Industry: Bangladesh Perspective and Lesson from Developed Countries.
- Ethical Parameters in Insurance
- Bancassurance
- Emotional and Rational intelligence at work place
- Insurance Awareness and Education (Problem and Prospects)
- Operational Aspects of Islamic Insurance and Reinsurance
- Concept and Application of Total Quality Management
- In depth Risk Surveying

- Application of IT in the Insurance Industry of Bangladesh
- Agency Development and Policz Lapsation
- Catastrophic Risk Mitigation through Insurance and Reinsurance.
- Agriculture insurance : Experience in developed Country
- Health Insurance : Problem & prospects
- Insurance for the Micro-credit Industry
- Sales management: Etiquette and Grooming of Salesman
- Risk Management
- Enterprise Risk Management and Solvency Regulation for Insurance Companies-the context of Bangladesh
- Reforms of the Insurance sector in Bangladesh
- Corporate social responsibilities in insurance
- Management of Health insurance
- Enterprise Risk Management
- Money Laundering in insurance sector.
- Transactional Analysis
- How to enhance the image of Insurance Industry.
- Protocol, formalities & articulation
- Insight of financial underwriting and insights of health insurance.
- Workshop on the Significance of 1st National Insurance Day and Crop Insurance for Haor Area.
- Micro Insurance in Bangladesh: Way Forward.
- Empowering Women through Insurance.

একাডেমির আধুনিকায়ন ঃ

বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প-Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP): বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প-Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ID শিক্ষা- প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একাডেমিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা হবে। ইতোমধ্যে বিশ্বমানের একটি ডিসটেন্স লার্নিং

সেন্টার, দুইটি কম্পিউটার ল্যাব, ভিডিও কনফারেন্স ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি ক্লাশ রুম তৈরি করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেশে বিদেশের প্রথিতযশা বীমাবিদগণ রিসোর্স পারসন হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে।

তাছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও একাডেমির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা যাবে।শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সিলেবাস, ক্যারিকুলাম ও শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের মাধ্যমে মান সম্পন্ন সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়াও একাডেমির জনবল কাঠামো সম্প্রসারণ, মানব সম্পদের উন্নয়নের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের (BISDP) কাজ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বীমা শিল্পের উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

একাডেমির আধুনিকায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প- Bangladesh Insurance Sector Develoment Project (BISDP) বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা লক্ষ্যে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশর বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প- Bangladesh Insurance Sector Develoment Project (BISDP)প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এমাডেমির শিক্ষা-প্রশিক্ষন ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্বির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে উন্নাতী করা হবে। বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে একাডেমি আধুনিকায়ন হবে।

- বিশ্বমানের একটি ডিসটেন্সলারিং সেন্টার চালু
- দুইটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন
- বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য বিদ্যামান সিলেভাস আপ-ডেট করে বিশ্বের উন্নত দেশের ন্যায় আবডেট করন
- একাডেমির প্রশিক্ষন কোর্স সমুহের সিলেবাস প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হবে
- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ক্লাশের ব্যবস্থা

বিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেশে বিদেশে প্রথিতযশা বীমাবিদগণ রিসোর্স পারসন হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ও একাডেমির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যাক্রমে অংশ গ্রহণ করা যাবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকার্যক্রমের সিলেবাস, ক্যারিকুলাম ও শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের মাধ্যমে মান সম্পন্ন কোর্স আয়োজন করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও একাডেমির জনবল কাঠামো সম্পসানর, মানব সম্পদের উন্নয়নের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিতকরনের পদক্ষেপ গহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, বাংলাদেশের বীমাখাত উন্নয়ন প্রকল্পের (BISDP) কাজ সম্পুন্ন হলে বাংলাশেদে ইনসিওরেন্স একাডেমি একটি আধুনিক ও সময়োপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান হিসাবে বীমা শিল্পের উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

একাডেমির ভবিষৎ পরিকল্পনা:

- একাডেমিকে দক্ষ জনবল সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ইন্সটিটিউটে রূপান্তরিত করা
- একাডেমিতে গবেষণা, আইটি ও ত্র্যাকচুরিয়াল ফ্যাকাল্টি অন্তভূর্ক্ত কর
- অধিন জনবল নিয়োগ/ অর্গ্রানোগ্রাম বৃদ্বি করা
- ত্র্যাকচুরিয়াল সাইন্সে ডিপ্লমা কোর্স চালু করা
- সার্টিফিকেট কোর্স ইন লস ত্র্যাডজাষ্ঠি চালু করা
- সার্টিফিকেট কোর্স ইন নন-লাইফ ইনসিওরেন্স আন্ডাররাইটিং চালু করা
- সার্টিফিকেট কোর্স ইন লাইফ ইনসিওরেন্স আন্ডাররাইটিং চালু
- ফেলোশীপ অব বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি চালুকরণ
- সিপিডি (Contionus Professional Develipment
- ইন্টারশীপ (Non-payment) এবতন
- এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করা
- প্রফেশনাল মাস্টর্স ইন ইনসিওরেন্স কোর্স চালু করা)চালু করা

লানিং :

ই- IAP, ই- Insurance Awareness Program

ই- ই- শর্ট কোর্স (বেসিক কোর্স অন লাইফ ইনসিওরেন্স

ই- ইর্ট কোর্স (বেসিক কোর্স অন নন-লাইফ ইনসিওরেন্স)

ই- প্রফেশনাল প্রোগ্রাম (বেসিক সার্টিফিকেট অব ইনসিওরেন্স)

ইন্টার ইন্সটিটিউশনাল লিংকেজ: (Inter- Institutional Linkage)

আন্তর্জাতিক:

-মালয়েশিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট
-ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট/ন্যাশনাল ইননিওরেন্স একাডেমি
-চার্টাড ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট
-APRIA
-International Association of Insurance Supervisor (IAIS)

দেশীয়:

-Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM)
-Bangladesh Institute of Capital Market (BICM)
-Bangladesh Institute of Management (BIM)
-Association of Management Development Instituteof Bangladesh (AMDIB)
-Bangladesh Society for Training and Development (BSTD)
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Physical Infrastructure

-অটোরিয়াম স্থাপন

-ডরমেটরী স্থাপন

-ইনসিওরেন্স ল্যাব স্থাপন

-কম্পিউটার বেইজড পরীক্ষ কেন্দ্র চালুকরণ স্থাপন

-Language lab

ডিজিটাল প্লাটফর্ম:

-E লাইব্রেরী

-E Research (Can be accessed to BIA Journal)

- Cloud based E mail

-Data Center, Disaster Recovery center, Disaster Recovery center

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সম্পদ এবং জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে ইন্সুরেন্স এর ভুমিকা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি বীমা শিল্পের বিস্তারে যে অনান্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন তাপ্রশংসার দাবি রাখে। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বীমা শিল্পের বিস্তারে অনন্য অবদান রেখে চলছেন। তিনি বীমা শিল্পের আধুনিকায়নে বিশেষ ভাবে আগ্রহী। তারই ফলশ্রুতি হলো বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (Bangladesh Insurance Sector Development Project) । সময় উপযেগী প্রকল্প টি যদি সফল ভাবে বাস্ত বায়িত হয়, তবে একাডেমির প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সবিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে, একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরী , ই-লাইব্রেরী তৈরী, রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা ডাটা সেন্টার তৈরী, ই এক্সাম সেন্টার তৈরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বীমার বিদ্যমান সংকট সমূহ নিশ্চিত রুপেনিরসন হবে। আমরা সুনিশ্চিত যে, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টটি সফল ভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বীমা শিল্প বিশ্বমানে উন্নীত হবে। এর ফলে সময়ের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বীমা খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে এবং কর্মক্ষেত্রে আধুনিকতার স্পন্দন তৈরিতে রিবর টি ভুমিকা পালন করবে। পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও বাংলাদেশের বীমাখাত যোগ্য ভূমিকা রাখার অপার সুযোগ পাবে। আমরা এখন বাংলাদেশের বীমা খাতের সেই স্বাপ্নীল ও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনের আপেক্ষায় আছি। আশা করছি, এই প্রকল্পের সকল কার্যাদি সুচারুরূপেনিস্পন্ন এরমাধ্যমে আমাদের সেই প্রত্যাশার পারদ গলবে। উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিক Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা

মোঃ আবু মাহমুদ

একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকের পর হতে যে সকল জাতি বা দেশ ধারাবাহিকভাবে উন্নতি লাভ করেছে প্রতিটি দেশেই তাদের নাগরিকদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত করেছে যা একটি টেকসই জাতি গঠনে সহায়তা করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিধায় শিক্ষিত লোকরা অন্যদের চেয়ে সমাজে বেশি অবদান রাখতে পারে। স্বভাবতইদেশের মানুষ যত শিক্ষিত হবে, সে দেশও সামনের দিকে তত এগিয়ে যাবে।

শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে উপবৃত্তিও প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল শ্রেণী, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানসম্পন্ন শিক্ষায় সবার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এছাড়াও জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায়ও মানসম্পন্ন শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সরকারও এ লক্ষ্যে কাজ করছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা নামে একটি ফ্লাগশিপ স্কিম গ্রহণ করেছে।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা উদ্যোগটির মূল উদ্দেশ্য হলো স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের মৃত্যুতে বা পঙ্গু হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পড়াশোনা যাতে চলমান থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এজন্যই বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা উদ্যোগটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যারা বীমাকৃত থাকবেন তাদের অভিভাবকদের অবর্তমানে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা তাদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কয়েক লক্ষ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে যার জন্য দারিদ্র্যতা, বাল্য বিবাহ, বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা সহ আরও কিছু কারণকে বিশেষজ্ঞরা দায়ী করেছেন। এসকল ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী আছে যারা অভিভাবকের মৃত্যুতে বা পঙ্গুত্বের ফলে সৃষ্ট আর্থিক দুরবস্থার কারণে পড়াশোনা আর চলমান রাখতে পারছে না। তাদের জন্য বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবীমার আওতায় ৩ বছর থেকে ১৭ বছরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা স্কুলে অধ্যয়নরত আছে তাদের আইনগত অভিভাবকদেরকে বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে। পলিসির মেয়াদ শিশুর বয়সের সাথে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে শিশুর ১৮তম জন্মদিনে পলিসির মেয়াদ শেষ হবে। সুতরাং শিশুর বয়স সর্বনিম্ন ৩ বছর হলে বীমার সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১৮-৩=১৫ বছর এবং শিশুর বয়স সর্বোচ্চ

কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

১৭ বছর হলে বীমার সর্বনিম্ন মেয়াদ হবে ১৮-১৭=১ বছর। এছাড়া অভিভাবক পিতা/মাতা/আইন-গত অভিভাবকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ২৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ৬৪ বছর।

এ বীমা সুবিধার আওতায় পলিসি মেয়াদের মধ্যে পিতা/মাতা/আইনগত অভিভাবক-এর মৃত্যুতে অথবা দুর্ঘটানজনিত সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে অথবা পঙ্গু হলে পলিসির অবিশিষ্ট মেয়াদে প্রতি মাসে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে এ বীমার আওতায় শিশুকে বৃত্তি হিসাবে প্রদান করা হবে। প্রতি ১০০ টাকা ঝুঁকির বিপরীতে প্রিমিয়ামের হার হলো ১৭ টাকা। এক্ষেত্রে ৫০০ টাকা বীমা সুবিধার জন্য মোট প্রিমিয়াম হবে ৮৫ টাকা। বীমাকৃত ব্যক্তি যে মাসে মৃত্যুবরণ করবেন, সেই মাসের শেষে বৃত্তি প্রদান শুরু হবে এবং শিশুর ১৮তম জন্ম তারিখে শেষ হবে। এক্ষেত্রে দূর্ঘটনাজনিত কারণে সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা পঙ্গু হলে বীমাকারীর অনুমোদিত ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত সনদপ্রাপ্তি সাপেক্ষে মাসের শেষে বৃত্তি প্রদান শুরু হবে। শিক্ষা বীমার আওতায় কোন অভিভাবক যদি দূর্ঘটনাজনিত সম্পূর্ণ ও স্থায়ী অক্ষমতা/পঙ্গুত্ব বরণ করেন তাহলে দূর্ঘটনার মাত্রা অনুযায়ী বীমা সুবিধা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আলোচ্য বীমায় যে সকল সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা প্রদত্ত প্রিমিয়ামের তুলনায় অনেক বেশি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ১৬ মার্চ তারিখে জাতীয় বীমা দিবসে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা উদ্যোগ-টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা উদ্যোগের পাইলটিং করা হচ্ছে। পাইলটিং পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলে দেশব্যাপি ৭০টিরও অধিক স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদেরকে বীমার আওতায় আনা হবে। এছাড়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাইলটিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এর ফলাফলের ভিত্তিতে বাস্তবতার নিরিখে এ বিষয়ে পরবর্তীতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে প্রিমিয়াম হার ও সুবিধাদি হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি এ উদ্যোগটি সকল বীমাকারীর জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা উদ্যোগটি শুধুমাত্র স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের আগামীর ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার ক্ষেত্রেই কাজ করবে, না, এটি বরং স্কুলগামী শিশুদের বীমা শিক্ষায়ও সম্পৃক্ত করবে যা দীর্ঘমেয়াদে বীমা শিল্পের পেনিট্রেশন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করার জন্য বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা একটি টেকসই ও কল্যাণকর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা সমাজের অসহায় শ্রেণীর পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষায় যুক্ত রেখে একটি শিক্ষিত সমাজ গঠনে সহায়তা করবে যা সমাজে বীমার প্রতি ইতিবাচক ধারণা তৈরীতে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনঃ দেশ ও জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার প্রতীক।

মোঃ আবদুল বারেক

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমিঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী ও গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূ-খন্ডের জন্ম লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর একান্তিক প্রচেষ্টাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র তথা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত একটি নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ষাটের দশকে তৎকালীন নন-লাইফ বীমা কোম্পানী আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে কন্ট্রোলার অব এজেন্সীস পদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতীয়করণের অংশ হিসেবে ১৯৭২ সনে সর্বমোট ৫টি (লাইফ ও নন-লাইফ সমন্বয়ে) বীমা কর্পোরেশন গঠিত হলেও পরবর্তীতে উক্ত আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসহ পূর্ব পাকিস্তান অংশের ৪৯টি নন-লাইফ বীমা কোম্পানী এবং পাকিস্তান ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের (পিআইসি) সমন্বয়ে (পূর্ব পাকিস্তান অংশ) ১৯৭৩ সালে 'The Insurance Corporation Act VI, ১৯৭৩' বলে নন-লাইফ বীমা ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশিষ্ট বীমা ব্যক্তিত্ব জনাব গোলাম মাওলাকে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

নন-লাইফ বীমা সেক্টরে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অবস্থানঃ

১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সাধারণ বীমা কর্পোরেশন নন-লাইফ বীমা সেক্টরে এককভাবে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে। ঐ সময়ে সরকারের বে-সরকারীকরণ নীতিমালার অংশ হিসেবে সরকার বে-সরকারী খাতে বীমা কোম্পানী গঠনের অনুমতি প্রদান করে। ফলে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে নন-লাইফ বীমা সেক্টরে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হয়। উন্নত বীমা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের প্রবল আস্থা অর্জনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত বে-সরকারী বীমা কোম্পানীর পাশাপাশি সাধারণ বীমা কর্পোরেশনও তার অবস্থান ধরে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, সরাসরি বীমা ঝুঁকি গ্রহণের পাশাপাশি বে-সরকারী খাতের বীমা কোম্পানীগুলোর পুনঃবীমা ব্যবসাও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন করে থাকে।

বীমা ব্যবসার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উন্নত বীমা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট-১৯৭৩ সংশোধন করে ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, মানব সম্পদ বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

এ্যাক্ট-২০১৯ (সংশোধিত) প্রণয়ন করে। এই এ্যাক্টের মাধ্যমে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০ কোটি টাকা হতে ১০০০ কোটি এবং ১০ কোটি হতে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। একই এ্যাক্টের অধীনে কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ৭ জনের স্থলে ১১ জন করা হয়। এছাড়া এই এ্যাক্টের অধীনে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সরকারী সকল ব্যবসা ১০০% অবলিখন করার আইনগত অধিকার লাভ করে এবং এই খাতে অর্জিত মোট ব্যবসার ৫০% কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষন করে অবশিষ্ট ৫০% বেসরকারী বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে সমানভাবে বন্টনের বিধান চালু করা হয়। একই বিধানের অধীনে সকল বেসরকারী বীমা কোম্পানীর পুনঃবীমা কভারেজ ৫০% বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সঙ্গে এবং অবশিষ্ট ৫০% পুনঃবীমা কভারেজ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অথবা বিদেশে পুনঃবীমা কোম্পানীর সঙ্গে করার আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দেশের সবচেয়ে বড় বীমা প্রতিষ্ঠান এবং ইহা একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন একমাত্র রাষ্ট্রীয় খাতে নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান যা সরাসরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের নন-লাইফ বীমা ব্যবসার প্রায় ২০% সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অবলিখন করে থাকে। নিম্নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের বিগত ০৫ বছরের প্রিমিয়াম আয়, দাবী পরিশোধ, সরকারী কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশ, ভ্যাট ও ট্যাক্স ইত্যাদির একটি চিত্র নিম্নের ছকসমূহে প্রদর্শন করা হলোঃ

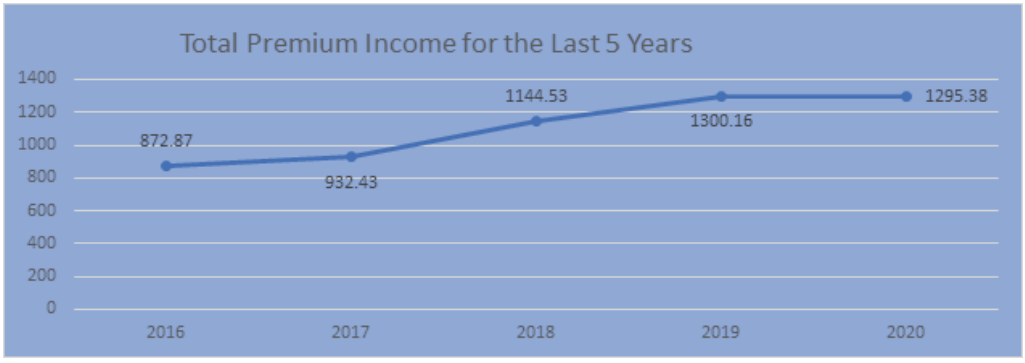

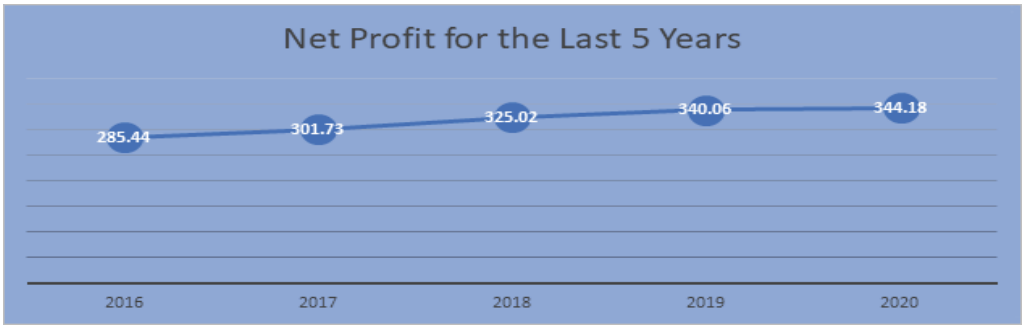

এ সময় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ক্রেডিট রেটিং "এএএ" অর্জিত হয়েছে। NBR থেকে

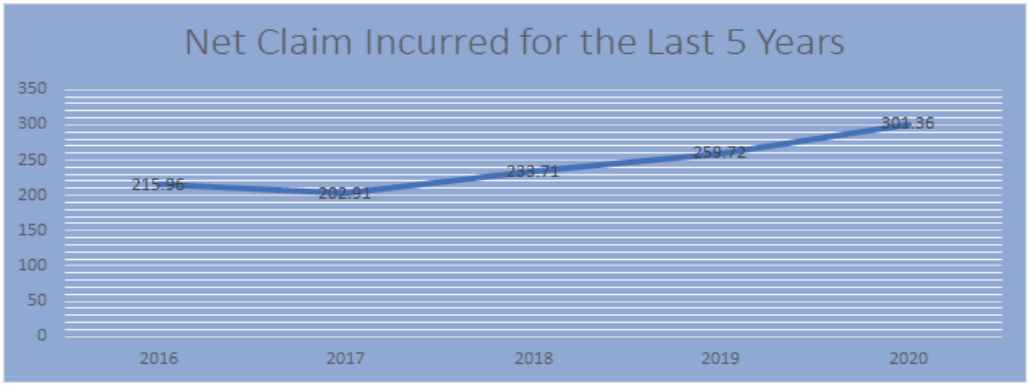
Net Claim Incurred for the Last 5 Years
350
300
250
200
150
100
50
0
215.96
202.91
233.71
259.72
301.36
2016
2017
2018
2019
2020

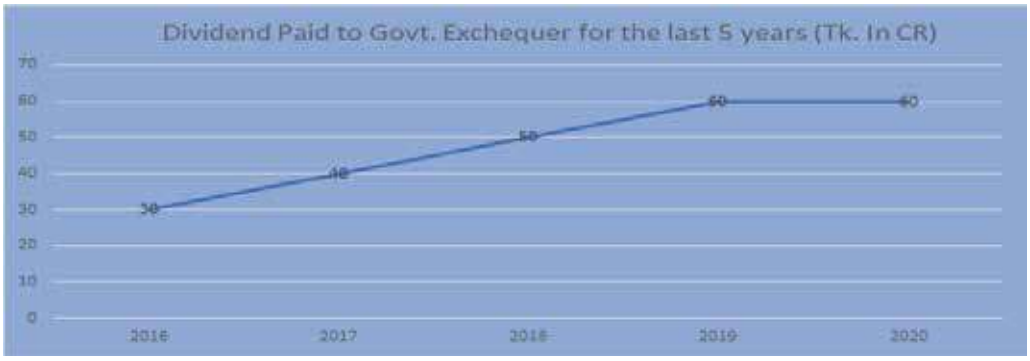
Dividend Paid to Govt. Exchequer for the last 5 years (Tk. In CR)
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
60
2016
2017
2018
2019
2020

VAT Paid for the last 5 years
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
57.99
64.17
81.19
84.66
89.71
1
2
3
4
5

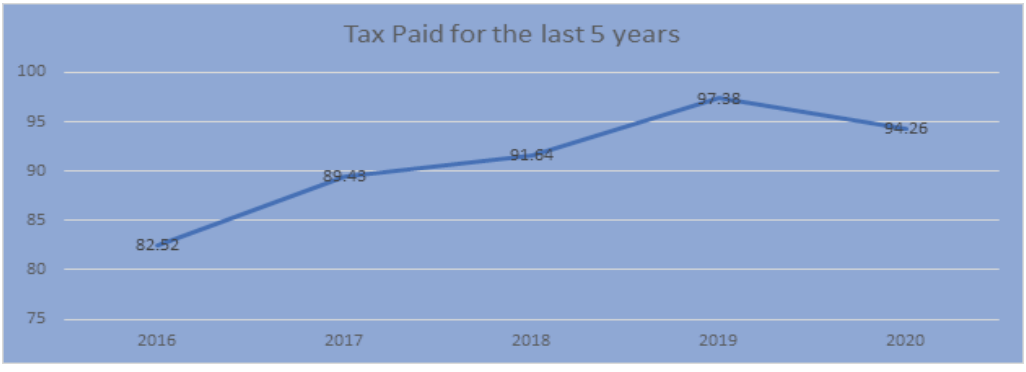
Tax Paid for the last 5 years
100
95
90
85
80
75
82.52
89.43
91.64
97.38
94.26
2016
2017
2018
2019
2020

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ২০১৯ সনে সম্মাননা হিসেবে 'Tax Card' পেয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক সংস্কারমূলক কার্যক্রমঃ

➢ ২০১৮ সনে কর্পোরেশনের ২০১০ জন জনবলের নতুন অর্গানোগ্রাম সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত অর্গানোগ্রামে সংস্থার জন্য আইটি বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া আইন বিভাগসহ আরও কয়েকটি বিভাগে বিশেষায়িত কর্মকর্তার পদ সৃজন করা হয়েছে। আবার যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগের কিছু পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

➢ সহজে বীমা সেবা নিশ্চিতের নিমিত্তে অতিসম্প্রতি অনলাইন বীমা সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সহজেই প্রস্তাব পত্র পূরণ করা, প্রিমিয়াম বিল তৈরী, পলিসি ইস্যুকরণ ও প্রিমিয়াম সংগ্রহের কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে করা যাচ্ছে।

➢ প্রতিমাসে সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমে সরাসরি পরিশোধ করা হচ্ছে।

➢ স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গণমানুষের দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা পলিসি গত ১৬ মার্চ, ২০২০ তারিখে চালু করা হয়েছে। উক্ত পলিসির প্রিমিয়াম বাৎসরিক ১১৫.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ইহার মাধ্যমে দুর্ঘটনা ঘটলে বীমাগ্রহীতা সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

➢ ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্মৃতিবিজড়িত তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর চেয়ার-টেবিল, টাইপ-রাইটার মেশিন ইত্যাদির সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে স্থাপন করা হয়েছে।

➢ বিগত ২০১৮ হতে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরে প্রায় ২২৫ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। মানব-সম্পদ উন্নয়নের আওতায় বিগত ০৩ (তিন) বছরে ২৩৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী'কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ হতে ২০১৯ সন পর্যন্ত ০৫ বছরে ১০৬ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

➢ গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস্ প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে বীমা দাবীর নিষ্পত্তির হার ৬৫% এ উন্নীত করা হয়েছে।

➢ সংস্থার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, এন্টি মানিলন্ডারিং, ই-ফাইলিং ও শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

➢ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ যেমন-পদ্মা বহুমুখী সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল ও গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, দোহাজারী-রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-মিয়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক মেগা প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে বীমা কভারেজ প্রদান করছে।

➢ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অনুদান প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা

হয়েছে।

➢ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ রিনোভেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ইতোমধ্যে পুনঃবীমা বিভাগ, বোর্ড বিভাগ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের রিনোভেশনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্থগিত লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং বীমা সংক্রান্ত অনেক নতুন বই সংযুক্ত করা হয়েছে।

➢ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ অগ্রীম বিধিমালা সংশোধন করে ফ্লাট/বাড়ী নির্মাণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রতিবন্ধকতাঃ

দেশের বীমা শিল্পে প্রচলিত বীমা সম্পর্কে জনগণের আস্থাহীনতা ও সচেতনতার অভাব সবচেয়ে বড় সমস্যা। গ্রাহক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা থাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সহজে বীমা সেবা পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় নতুন বীমা পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণে বিস্তর সমস্যা রয়েছে। দেশের বীমা বাজারে অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকায় বে-সরকারি খাতের বীমা প্রিমিয়াম আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বীমা পেশায় মেধাবীদের অংশগ্রহণ তথা টিকে থাকার অনীহা দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বীমা ও পুনঃবীমা প্রিমিয়াম অর্জনসহ কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনাঃ

➢ বীমা বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সকল অফিস অন-লাইন সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে বীমা খাতে আরও বেশী প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীর জন্য দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

➢ নতুন বীমা পণ্য বাজারজাতকরণসহ ডিজিটাল সেবা প্রদান করা। SDG বাস্তবায়নের আওতায় সকল মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা প্রচলন করা।

➢ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চালুকৃত "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পলিসি ব্যাপকভাবে প্রচলনের মাধ্যমে গণমানুষের সুরক্ষায় দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণের প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

➢ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

➢ সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও সরকারের অর্থায়নে আবহাওয়া অধিদপ্তর ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রকল্প (WIBCI) এর আওতায় রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায় পরীক্ষামূলক শস্য বীমা প্রকল্প শেষ হয়েছে। সারা দেশ ব্যাপি ব্যাপক আকারে শস্য বীমা ও 'Flash Flood' বীমা পলিসি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

➢ বীমা গ্রহীতাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে মার্কেটিং কার্যক্রম জোরদার করা

হয়েছে এবং www.sbc.gov.bd নামে অত্র কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।

➢ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Access to Information (A2i) প্রকল্পের আওতায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ই- নথির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

➢ 'Right to Information Act'- এর আওতায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের তথ্য আদান-প্রদানের নিমিত্তে কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সকল জোন, রিজিওনাল অফিস, শাখা অফিসে 'তথ্য প্রদান ইউনিট' গঠন করা হয়েছে।

➢ জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান বৃদ্ধির জন্য বীমা কভারেজের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা মধ্যে তৈরি করা এবং জিডিপিতে বীমার অবদান বৃদ্ধি করা;

➢ সাধারণ মানুষের মধ্যে 'Dread deases' বীমা পলিসি প্রসারিত করা।

➢ রপ্তানিকারকদের আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে ECG ঝুঁকি প্রকল্প সম্প্রসারিত করা।

➢ SBC- এর কর্মক্ষমতা জোরদার করার জন্য খুব শীঘ্রই আরও কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে।

➢ দেশে নতুন বীমা স্কীম চালু করা হবে। যেমন:- ক্যান্সার ও কিডনি রোগের চিকিৎসা কভারেজ, বিশেষ করে যারা নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে চিকিৎসা ভাতা নিচ্ছেন তাদের জন্য হাসপাতালে ভর্তি বীমা, চাকরি/কর্মসংস্থান হারানো বীমা, পেশাগত দায়বদ্ধতা বীমা এবং যে কোন অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের জন্য জাতীয় দুর্যোগ কভারেজ ইত্যাদি।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্বাধীনতার পর থেকেই দেশ ও জনগণের সম্পদের আর্থিক নিরাপত্তা দিয়ে আসছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতেও দেশের জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে দেশের সবচেয়ে বড় নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অটোমেশন কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট (বিআইএসডিপি) -এর অর্থায়নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে পূর্ণ অটোমেশনসহ রূপান্তরের কাজ চলছে। এরই অংশ হিসাবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ৩৪৫ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৪০ টি লেপটপ কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পেয়েছে। বিআইএসডিপি -এর মাধ্যমে আরো ডেস্কটপ কম্পিউটার, লেপটপ কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কাজ চলছে। ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার, কালিয়াকৈর এর সাথে কোলোকেশন সার্ভিস নেয়ার চুক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন। ডাটা সেন্টার এর সার্ভার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সফট্ওয়্যার ক্রয়ের টেন্ডার ইভ্যালুয়েশনের কাজ চলছে। ডকুমেন্ট মেনেজমেন্ট সফট্ওয়্যার ক্রয়ের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কোর-ইন্স্যুরেন্স এবং ইআরপি সফট্ওয়্যার ক্রয়ের জন্য TOR প্রস্তুত করা হয়েছে। অনতিবিলম্বে টেন্ডার আহ্বান করা হবে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রায় ২৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিআইএসডিপি -এর মাধ্যমে প্রাথমিক কম্পিউটার ট্রেনিং পেয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের আইটি বিভাগে কর্পোরেশন ইতোমধ্যে ১১ জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। অবশিষ্ট ৪ জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া অচিরেই শেষ হবে।

"বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পলিসি

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ACT-VI of ১৯৭৩ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় খাতে দেশের একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে বিদ্যমান বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা নং ১৬ অনুযায়ী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমাযোগ্য সকল সরকারি সম্পত্তির বিপরীতে বীমা সেবা দিয়ে থাকে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিব বর্ষে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে সারাদেশে "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" চালু করেছে । সমাজের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগণসহ যে কোন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বাৎসরিক মাত্র ১০০.০০ (একশত) টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১ (এক) বছরের মেয়াদে বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পলিসি গ্রহণ করতে পারেন। উক্ত পলিসির আওতায় দুর্ঘটনা জনিত কারণে মৃত্যু, অঙ্গহানি ও শারীরিক অক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/ তাঁর পরিবার ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন। এ পলিসিটি ইতোমধ্যে সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সকল শাখা অফিস হতে আলোচ্য পলিসি গ্রহণ করা যায়।

"বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পলিসির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

উদ্দেশ্য ঃ

দেশের আপামর জনগণ বিশেষ করে নিম্ন আয়ের সাধারণ জনগণ দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে আহত/নিহত হলে তা থেকে সুরক্ষার জন্য স্বল্প প্রিমিয়ামের বিনিময়ে "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" শীর্ষক জন বীমা পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বীমা ঝুঁকি আবরণ ঃ

এই বীমার আওতায় বীমাকৃত ব্যক্তি বীমা মেয়াদের মধ্যে সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ, আকাশ-পথ বা অন্য যে কোন ভাবে দুর্ঘটনা জনিত কারণে আহত বা নিহত হলে তিনি সমুদয় বীমা অংক অথবা আনুপাতিক হারে ক্ষতি পূরণ পাবেন।

- "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পলিসি প্রবর্তন ঃ ১৭ মার্চ ২০২০।
- বীমা অংক ঃ- ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা মাত্র।

➢ প্রিমিয়াম ঃ- ১০০.০০ টাকা, ভ্যাট ১৫.০০ টাকা।
➢ বীমা পলিসির মেয়াদ ঃ- ০১ (এক) বছর ।
➢ বীমাগ্রহীতার বয়স সীমা ঃ ১৬ থেকে ৭৫ বছর। গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য বয়স ১৪ বছর থেকে ৭৫ বছর।
➢ ক্ষতিপূরণের বিবরণ ঃ

ক) মৃত্যু (বীমা মেয়াদের মধ্যে) = ১০০% বীমা অংক ।
খ) উভয় চোখের সম্পূর্ণ স্থায়ী ক্ষতি/উভয় হাত/উভয় পা/এক চোখ এবং একটি অঙ্গ/ এক হাত এবং এক পা (আহত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে) = ১০০% বীমা অংক ।
গ) এক চোখের দৃষ্টিশক্তি স্থায়ী ক্ষতি / এক হাত বা এক পায়ের স্থায়ী ক্ষতি (আহত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে) = ৫০% বীমা অংক।
ঘ) ইনজুরির কারণে স্থায়ীভাবে বা সম্পূণরূপে অক্ষম হলে (আঘাত পাওয়ার ১২ মাসের মধ্যে) = ১০০% বীমা অংক ।
জানুয়ারি ২০২১ হতে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত "বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পলিসি ইস্যু করা হয়েছে ২৮৭৫ টি। উল্লেখ্য, কোভিড -১৯ এর ফলে আশানুরূপ গ্রাহক পাওয়া যায়নি। ৩১/০৮/২০২১ ইং তারিখ পর্যন্ত জোন ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক্রমিক নং	জোনের নাম	পলিসির সংখ্যা
১.	ঢাকা জোন	২৫৬
২.	নারায়নগঞ্জ জোন	১৫৬
৩.	চট্টগ্রাম জোন	২৮৮
৪.	খুলনা জোন	১২০৮
৫.	রাজশাহী জোন	৩২২
৬.	কুমিল্লা জোন	৮১
৭.	সিলেট জোন	১০১
৮.	ময়মনসিংহ জোন	৪৩৪
	মোট	২৮৭৫ টি

মেগা প্রকল্প সমূহের বীমা করন

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সরকারের গৃহীত চলমান বৃহৎ প্রকল্প সমূহের বীমা ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি ইস্যু করেছে। বর্তমানে চলমান কয়েকটি প্রকল্প নিম্নরূপ ঃ

০১। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র
০২। মাতারবাড়ী কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প
০৩। পদ্মা রেল সংযোগ সড়ক
০৪। মেট্রোরেল প্রকল্প

০৫। পদ্মা সেতু প্রকল্প
০৬। কর্ণফুলী নদীর নীচে বঙ্গবন্ধু টার্নেল নির্মাণ
০৭। ডুয়াল গেজ রেল লাইন- দোহজারী থেকে কক্সবাজার (Lot ১, ২)

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সকল প্রকার বৃহৎ ঝুঁকির বীমা কভারেজ প্রদানের সামর্থ্য রয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে বিশ্বের খ্যাতনামা পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বৃহৎ ঝুঁকির পুনঃবীমা ব্যবস্থা করে থাকে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর উড়োজাহাজ বহরের বীমা পলিসি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। বর্তমানে বহরে ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বোয়িং ৭৭৭- ৪টি, বোয়িং ৭৩৭- ৬টি, বোয়িং ৭৮৭-৮- ৪টি, ৭৮৭-৯- ২টি এবং ড্যাশ-৮ ৫টি। সামগ্রীকভাবে এগুলোর বীমা অংক মাঃ ডঃ ১,৫০০,১৬০,৩৬৩ মাত্র। ইতোমধ্যে উড়োজাহাজের সংঘটিত দু'টি বীমাদাবী দ্রুত সময়ের মধ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন পরিশোধ করেছে। এগুলো হলো ০৭.০৬.২০১৬ সালে বোয়িং-৭৭৭ এর ইঞ্জিন ক্ষতি দাবী মাঃ ডঃ ২০,৫০০,০০০ এবং ০৮.০৫.২০১৯ সালে মায়ানমারে সংঘটিত ক্ষতিতে বীমা দাবীর পরিমাণ মাঃ ডঃ ১৪,৭৭৩,৪৬৩ মাত্র। উল্লেখ্য যে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের In-orbit বীমা ঝুঁকির বিপরীতে বীমা পলিসি প্রদান করেছে।

বঙ্গবন্ধুর গড়া জীবন বীমা কর্পোরেশন

মো. জহুরুল হক

পটভূমি:

স্বাধীনতার পর জীবন বীমার সুফল দেশের সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে (১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির ৯৫নং আদেশবলে) বাংলাদেশের বীমা শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। বীমা শিল্প জাতীয়করণের পর জীবন বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত তদানীন্তন ৩৭টি কোম্পানীর সম্পদ ও দায়-দেনা নিয়ে প্রথমে সুরমা ও রূপসা নামে ২টি জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে উল্লিখিত কর্পোরেশনদ্বয়ের সমন্বয়ে ১৯৭৩ সালের ৬ নং আইন বলে জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশন উহার ব্যবসায়িক কর্মকান্ড দ্বারা অভ্যন্তরীণ পুঁজি সংগ্রহ, জনসাধারণের মাঝে জীবন বীমা সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতির পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জীবন বীমা কর্পোরেশন ১৫.৭০ কোটি টাকা ঘাটতি, ২১.৮৩ কোটি টাকা লাইফ ফান্ড, ৬.৪৫ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ১০টি বাণিজ্যিক ভবন নিয়ে এর কর্মকান্ড শুরু করে।

কর্পোরেশনের উদ্দেশ্যাবলী:

জীবন বীমা কর্পোরেশন একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে এর কর্মকান্ড পরিচালনা করছে:

(১) সাশ্রয়ী মূল্যে জীবন বীমার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া।

(২) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে সঞ্চয়ের গতিশীলতা তৈরী করা।

(৩) স্বল্প মূল্যে বীমা গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।

(৪) সচেতনতার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাসের মনোভাব তৈরী করা।

(৫) সকল পেশার জনগণের জন্য উপযোগী বীমা স্কিম প্রবর্তন করা।

কর্পোরেশনের ভিশন ও মিশন:

সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জনগণকে সঞ্চয়মুখী করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ।

কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড:

বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৮ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী সরকার

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (অতিরিক্ত সচিব), জীবন বীমা কর্পোরেশন

কর্তৃক মনোনীত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পেশাদার একাউন্টেন্ট, বীমাবিদ ও পেশাজীবী সদস্যের সমন্বয়ে ১১(এগারো) সদস্যের পরিচালনা বোর্ড কর্পোরেশন পরিচালনায় ভূমিকা রাখছেন।

কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:

জীবন বীমা কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। সরকার অনুমোদিত ২,০৭০ জনবলের বিপরীতে কর্পোরেশনে বর্তমানে ১,০৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন এবং মাঠ পর্যায়ে বিপণন ও বীমা ব্যবসা সংগ্রহের কাজে ১৬,৩৭৭ জন উন্নয়ন ম্যানেজার ও উন্নয়ন অফিসার কমরত আছেন। এছাড়াও ৪৪,৩৬৩ জন বীমা এজেন্ট (সক্রিয় ১৮,৫৫৪ জন) বীমা ব্যবসা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রধান কার্যালয়ের ৮টি ডিভিশনসহ ৮টি রিজিওনাল অফিস, ১২টি কর্পোরেট অফিস, ৮১টি সেলস অফিস, ৪৫৩টি শাখা অফিসের মাধ্যমে বীমাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম আয়:

কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধির অব্যাহত যাত্রায় ২০২০ সালে ১ম বর্ষ প্রিমিয়াম, নবায়ন প্রিমিয়াম এবং গ্রুপ প্রিমিয়াম আয়সহ মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৬০৫.০৮ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত)। বিগত ৫ বৎসরে কর্পোরেশনের ১ম বর্ষ, নবায়ন ও গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান (কোটি টাকায়) নিম্নরূপ:

প্রিমিয়ামআয়

সন	১ম বর্ষ	নবায়ন	গ্রুপ	মোট টাকা
২০১৬	৭৭.৫৩	২৯৪.৬৩	৩৮.৮০	৪১০.৯৬
২০১৭	৯৫.৫৬	৩৩২.৭৬	৪৩.০২	৪৭১.৩৪
২০১৮	১০৮.৫৩	৩৬০.৩৯	৪০.৬৬	৫০৯.৫৮
২০১৯	১১৫.৬৭	৪১১.৫৫	৪১.০৬	৫৬৮.২৮
২০২০	১০৭.৭৭	৪৩৬.৩৩	৬০.৯৮	৬০৫.০৮

বিগত ৫ বৎসরে কর্পোরেশনের ১মবর্ষ, নবায়ন ও গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান (কোটি টাকায়)

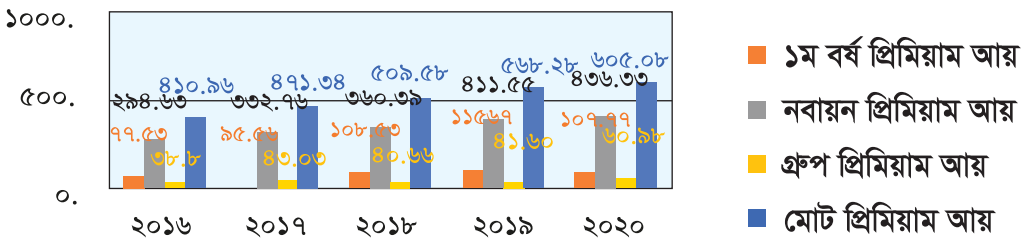

চিত্রঃ কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম আয়

ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ও বিনিয়োগ আয়:

বর্তমানে জীবন বীমা কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্পোরেশনের চালু বীমা স্কিম রয়েছে ৩৫টি। ২০২০ সালে কর্পোরেশনে সচল পলিসির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৬৪,৩০৮টি। ২০২০ সালে বিনিয়োগ হতে মোট আয় হয়েছে ১৩৯.৭৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় ৩.০০ কোটি টাকাসহ মোট আয় হয়েছে ৭৪৭.৮৬ কোটি টাকা। উক্ত সালে মোট ব্যয় ৬০৯.৭৩ কোটি টাকা এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়েছে ১৩৮.১৩ কোটি টাকা। উক্ত সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৮১.১০ কোটি টাকা, লাইফ ফান্ড ২১৮৭.৫০ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদ ২৩৬০.৫২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে ।

দাবী পরিশোধের মাইলফলক:

প্রতি বছরই কর্পোরেশন বিশাল অংকের বীমা দাবী পরিশোধ করে আসছে। ১৯৭৩ সালে মাত্র ২.৪৫ কোটি টাকা বীমা দাবী পরিশোধ করা হলেও ২০২০ সালে সর্বোচ্চ ৩৬১.৭৫ কোটি টাকা বীমা দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। দাবী পরিশোধের এ অংক প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বৎসরের দাবী পরিশোধের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

দাবী পরিশোধ

বৎসর	মোট টাকা
২০১৬	৩০৩.৮৬
২০১৭	৩২০.৩০
২০১৮	৩৪৩.৬৩
২০১৯	৩৫৫.৫৭
২০২০	৩৬১.৭৫

বিগত ৫ বৎসরে মোট দাবী পরিশোধ (কোটি টাকায়)

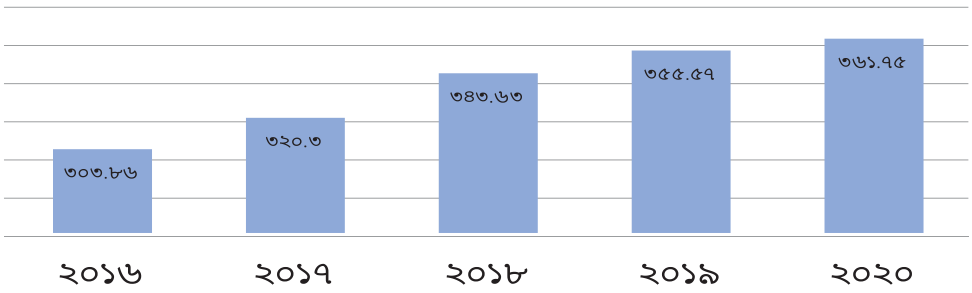

চিত্রঃ দাবী পরিশোধ

কর্পোরেশনের বীমা স্কিমসমূহ:

ব্যক্তিগত পেনশন বীমা, বহু কিস্তি বীমা, মেয়াদী বীমা (তিন কিস্তি বীমা), ম্যারেজ এন্ডাওমেন্ট পলিসি, শিশু নিরাপত্তা বীমা, মাসিক সঞ্চয়ী স্কিম (ডিপিএস)সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় বীমা স্কিম

কর্পোরেশনে চালু রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' বহুবিধ সুবিধাসম্বলিত নতুন বীমা স্কিম- 'বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন পেনশন বীমা' চালু করা হয়েছে। এ নিয়ে বর্তমানে কর্পোরেশনে নিম্নোক্ত ৩৫ টি বীমা স্কিম চালু আছে:

ক্রমিক নং	স্কিম	ক্রম	স্কিম
১	আজীবনবীমা (লাভসহ)	১৯	নিশ্চিত বোনাস মেয়াদীবীমা
২	আজীবনবীমা (লাভবিহীন)	২০	মানিব্যাকটার্ম পলিসি (লাভবিহীন)
৩	মেয়াদীবীমা (লাভসহ)	২১	সাময়িকবীমা (লাভবিহীন)
৪	মেয়াদীবীমা (লাভবিহীন)	২২	দারিদ্র বিমোচনে জীবন বীমাস্কিম
৫	প্রগতিশীল মেয়াদীবীমা (লাভসহ)	২৩	জেবিসি মাসিক সঞ্চয়ী স্কিম
৬	প্রত্যাশিত মেয়াদীবীমা (লাভসহ)	২৪	জেবিসি প্রত্যাশিত মাসিক সঞ্চয়ী
৭	প্রত্যামিত মেয়াদীবীমা (লাভবিহীন)	২৫	সামাজিক নিরাপত্তা বীমা (লাভসহ)
৮	বহুকিস্তিবীমা (লাভসহ)	২৬	প্রমিলা ডিপিএস (লাভসহ)
৯	ম্যারেজএন্ডাওমেন্টপলিসি (লাভসহ)	২৭	হজ্জ বীমা (লাভসহ)
১০	যুগ্ম মেয়াদীবীমা (লাভসহ)	২৮	গ্রামীণ জীবন বীমা (লাভসহ)
১১	শিশুনিরাপত্তাবীমা (লাভসহ)	২৯	স্বাস্থ্য বীমা
১২	দ্বৈত নিরাপত্তা মেয়াদী (লাভসহ)	৩০	একক প্রিমিয়াম পলিসি (লাভসহ)
১৩	পেনশনবীমা	৩১	স্ব-নির্ভর বীমা (একক প্রিমিয়াম পলিসি)

বর্তমানে গ্রুপ বীমায় নিম্নোক্ত ৫টি বীমা স্কিম চালু আছে:

ক্রমিনং	স্কিম
১	সাময়িকবীমা
২	প্রিমিয়াম ফেরত মেয়াদী বীমা
৩	বীমাঅংক ফেরত মেয়াদী
৪	বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা
৫	প্রবাসী কর্মী বীমা

গ্রুপ বীমা পলিসির অধীন বিদেশগামী বাংলাদেশী কর্মীদের বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য জীবন বীমা পলিসি বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে প্রবাসী কর্মী বীমা সুবিধা প্রদানের জন্য 'প্রবাসী কর্মী বীমা' পরিকল্প ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমান মেয়াদে এ বীমা স্কিম এর আওতায় ৪৯০ টাকা প্রিমিয়ামের বিপরীতে ৪ লক্ষ টাকা বীমা অংকের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' নতুন গ্রুপ বীমা স্কিম- 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে জাতীয় বীমা দিবস,২০২১ এ উদ্বোধনের পর চালু করা হয়েছে।

কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

জীবন বীমা কর্পোরেশনের আর্থিক লেনদেন কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত বাজেট ফর্মেট অনুসরণ করে থাকে। সারা দেশে জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্পোরেশনের অফিসসমূহে বীমাগ্রহীতাদের নিকট থেকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্রীয়ভাবে একত্রিত করা হয়। অতঃপর, বীমাগ্রহীতাদের দাবী পরিশোধ ও ঋণ খাতে চাহিদাকৃত অর্থ সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ মাসিক ভিত্তিতে বীমা আইন ও সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করে সরকারী সিকিউরিটিজ ও অন্যান্য লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

কর্পোরেশনের আর্থিক সূচক:

১৯৭৩ সালে মাত্র ২১.৮৩ কোটি টাকা লাইফ ফান্ড নিয়ে জীবন বীমা কর্পোরেশন যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে কর্পোরেশনের লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ২১৮৭.৫০ কোটি টাকা । ২০২০ সালের সাময়িক হিসাবে জীবন বীমা কর্পোরেশনের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৮১.১০ কোটি টাকা যা ১৯৭৩ সালে ছিল মাত্র ১৯.৭০ কোটি টাকা। দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে কর্পোরেশন তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন খাতের আয়, ব্যয় ও বার্ষিক উদ্বৃত্ত লাইফ ফান্ড (কোটি টাকায়) নিম্নরূপ:

খাত	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
আয়	৫৫৫.৪৬	৬০৭.৫৩	৬৬৫.৭২	৭২৪.৪৫	৭৪৭.৮৬
ব্যয়	৪৯৫.২৩	৫৩৯.৮৯	৫৯২.২০	৬০০.৯৩	৬.৯.৭৩
উদ্বৃত্ত	৬০.৪৭	৬৭.৬৪	৭৩.৫২	১২৩.৫২	১৩৮.১৩
বিনেয়োগ	১৬৭৮.০৭	১৭৪৭.৫৭	১৭৭৯.৩৯	১৯৫৬.৭৯	১৯৮১.১০
লাইফফান্ড	১৭৮২.৮১	১৮৫২.২৯	১৯২৫.৮০	২০৪৯.৩৭	২১৮৭.৫০

বিগত ৫ বৎসরে কর্পোরেশনের বিভিন্ন খাতের আয়, ব্যয় ও বার্ষিক উদ্বৃত্ত সহ লাইফ ফান্ডে (কোটি টাকায়)

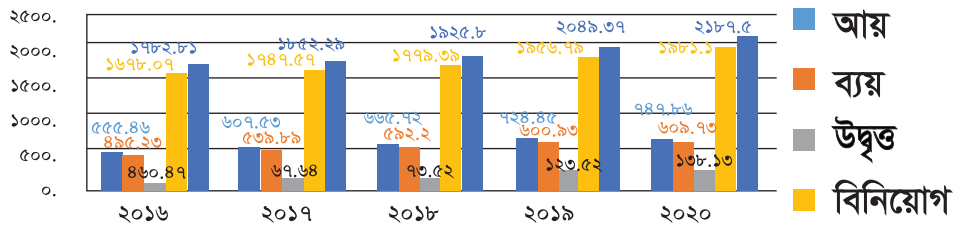

চিত্রঃ কর্পোরেশনের আর্থিক সূচক

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জীবন বীমা কর্পোরেশনের অবদান:

জীবন বীমা কর্পোরেশন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম। জীবন বীমার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বাস। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন, বাজারজাতকরণ, জীবন ব্যবস্থা সবকিছুই যেমন প্রসার লাভ করে তেমনি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যেমন: ব্যাংক, বীমা, ভ্রমণ সংস্থা ইত্যাদির সুবিধা ক্রমান্বয়ে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরাও ভোগ করতে আরম্ভ করে। পণ্য ও পণ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধান সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। জীবন বীমা মূলত একটি সেবাপণ্য, এই সেবাপণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্রেতার মনে চাহিদা সৃষ্টি করে তা বিক্রি করতে হয়। জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান সার্বিকভাবে জনসংযোগ, বিজ্ঞাপন, আকর্ষণীয় পরিকল্প, গ্রাহক সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর ও সুবিন্যস্ত পন্থা অবলম্বন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। জীবন বীমা মানুষের নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি দূর করে পরিবার, পরিজনের জন্য স্বচ্ছল ও নিরাপদ জীবন বয়ে আনতে পারে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সূচকসমূহে অবদান:

(ক) দারিদ্র্য বিমোচন বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করা। দারিদ্র্য আমাদের দেশের ১৭ কোটি মানুষের জন্য একটি অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে আমাদের দেশের মানুষকে মুক্ত করতে, দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে জীবন বীমা কর্পোরেশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জীবন বীমা এমন একটি শিল্প যার মাধ্যমে জীবনের তথা জনশক্তির সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকিগ্রহণ করে এবং আর্থিক ক্ষতি পূরণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশন তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম দ্বারা অভ্যন্তরীণ পুঁজিসংগ্রহ ও জনসাধারণের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

(খ) পারিবারিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তায় জীবন বীমা:

মানুষ মরণশীল। উপর্জনক্ষম ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যুতে নেমে আসে চরম বিপদ। জীবন বীমা মৃত্যু-জনিত আর্থিক ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করে পোষ্যদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করে। বীমা ক্রয়ের মাধ্যমে স্বচ্ছল ও নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত ঝুঁকি এড়ানো যায় অন্যদিকে ঋণ মুক্তির জন্য অর্থ, নির্ভরশীলদের জন্য আর্থিক সংস্থান সম্ভব তেমনি অন্যদিকে ব্যবসায়িক ঝুঁকিও নিরসন করা যায়। কোন পরিবারের সদস্য যদি ব্যবসা করতে চান, তাহলে তার নগদ টাকার প্রয়োজন হয়। তাই তাকে ঋণ নিতে হয়। ঐ ব্যক্তির যদি একটি জীবন বীমা পলিসি থাকে তবে পলিসিটি ঋণদাতাদের কাছে গচ্ছিত রেখে আনুপাতিক হারে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। তার অকাল মৃত্যু হলে বীমা প্রতিষ্ঠান বীমাকৃত টাকা প্রদান করে থাকে। জীবন বীমা কর্পোরেশন পারিবারিক নিরাপত্তা বিধান করে সমাজ তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু, ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা ও বিয়ে, ব্যবসায়িক পুঁজি গঠন ও ব্যবসার ক্ষতি, চিকিৎসা খরচ, বৃদ্ধকালে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি যে কোন পারিবারিক সমস্যা থেকে মুক্তির নিরাপত্তা দিতে পারে একমাত্র জীবন বীমা।

(গ) পুঁজি বাজার উন্নয়নে জীবন বীমা:

জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এক বিরাট মূলধনের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জনগণের মধ্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠে এবং সঞ্চয়কৃত মূলধন দেশের শিল্পায়নে তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এক মূল্যবান অবদান রাখে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে। উন্নত দেশসমূহে জীবন বীমা তহবিল অর্থনৈতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে শুধুমাত্র আর্থিক নিরাপত্তা সম্ভব, কিন্তু জীবন বীমা পলিসি ক্রয় করলে একদিকে জীবনের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও অন্যদিকে আর্থিক নিরাপত্তা সবই সম্ভব হয়।

(ঘ) পেশা ও কর্মসংস্থানে জীবন বীমা:

জীবিকা নির্বাহের যতগুলো পেশা আছে তার মধ্যে মহৎ পেশা হিসেবে বীমা অতুলনীয়। বীমা পেশার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করা যায়। জীবন বীমা শিল্পে শুধুমাত্র

প্রশাসনিক লোকই নিয়োগ করা হয় তা নয়, ব্যবসা সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট, উন্নয়ন অফিসার, উন্নয়ন ম্যানেজার ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়। কর্পোরেশনের উন্নয়ন ভাগে বর্তমানে প্রায় ৬০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই পেশা আমাদের বেকার সমস্যার ও সমাধান করে। বীমা প্রিমিয়ামের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখে এবং কর্মীদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

(ঙ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে জীবন বীমা:

বীমা গ্রহীতাদের প্রিমিয়াম জমা দেয়ার মাধ্যমে অর্থের সঞ্চালন হয়। পরবর্তীতে এই অর্থ ব্যাংক বা অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানে জমা করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে, বিনিয়োগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যায়। জীবন বীমা কর্পোরেশন বীমা তহবিলকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ, উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বীমা গ্রাহককে বোনাস প্রদান/লভ্যাংশ প্রদান করে অন্যান্য সঞ্চয় পরিকল্পনার মত বীমাকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

(চ) বিনিয়োগ তহবিল গঠন:

জীবন বীমা কর্পোরেশনের আয়ের অন্যতম উৎস বিনিয়োগ। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে জীবন বীমা শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ বীমা, গণবীমা প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাজার হাজার লোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে যা আমাদের অর্থনীতির উপর থেকে বিরাট এক চাপকে লাঘব করে দিচ্ছে। বৈদেশিক সাহায্য ও অভ্যন্তরীণ উৎস এ দু'টি ক্ষেত্র কোন দেশের শিল্প উন্নয়নের প্রধান দু'টি মাধ্যম। জীবন বীমা অভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহের অন্যতম উৎস। এ শিল্পকে যত বেশী উৎসাহিত করা সম্ভব তত বেশী বিদেশী নির্ভরশীলতা দূর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর। জীবন বীমা সংস্থা লক্ষ লক্ষ লোকের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ছড়ানো ছিটানো মূলধন একত্রিত করে বিনিয়োগ করে থাকে। বীমা যেমন ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে, তেমনি দেশকে মূলধন যুগিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা শিল্পায়নে সাহায্য করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বীমা ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করেই সরকার বীমা ব্যবসায়ে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করেছেন। বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির সংগে সংগে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হবে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান, হ্রাস পাবে বেকারত্ব। জনগণের আয় বাড়াতে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বীমার গুরুত্ব অপরিসীম। বীমা মানুষের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সঞ্চয় সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে। বীমাই একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে একইসাথে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলা করা সম্ভব। উন্নত বিশ্বে বীমা অত্যন্ত জনপ্রিয় আর্থিক মাধ্যম হলেও পর্যাপ্ত প্রচার ও আস্থার অভাবে বাংলাদেশে বীমাশিল্প কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। বীমা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে

গ্রাহকবান্ধব সেবা নিয়ে গ্রাহকের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রাহকের আস্থা অর্জনে অগ্রণী হতে হবে।

বীমা খাতে বর্তমান সরকারের উলেখযোগ্য অবদান:

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তার সুদূরপ্রসারী সুফল পাচ্ছে আর্থিক খাতের বিভিন্ন খাতের অন্যতম বীমা খাত। প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দ্রুততম সময়ে সাশ্রয়ী মূল্যে আর্থিক সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের দেশে বীমা শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বীমা খাতে উল্লেখ বহুবিধ সংস্কার কার্যক্রম বর্তমান সরকারের
যোগ্য অবদান।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. ১৯৩৮ সালের বীমা আইন রহিত করে বর্তমান সরকারের আমলেই ২০১০ সালে 'বীমা আইন, ২০১০' এবং 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়।

২. বীমা শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনায় সময়োপযোগী 'বীমা নীতিমালা, ২০১৪' জারী করা হয়।

৩. বঙ্গবন্ধু ১৯৬০ সালে ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে কন্ট্রোলার অব এজেন্সি হন। বীমা শিল্পে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সম্পৃক্ততাকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে সরকার ১ মার্চ কে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং ২০২০ সাল হতে দেশব্যাপী ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস পালিত হচ্ছে। প্রতি বছর এই দিনে জাতীয় বীমা দিবস পালনের মাধ্যমে দেশের বীমা খাত আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৪. বিদেশগামী কর্মীদের বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য জীবন বীমা পলিসি বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে প্রবাসী কর্মী বীমা সুবিধা প্রদানের জন্য 'প্রবাসী কর্মী বীমা' পরিকল্প ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫. জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' নতুন বীমা স্কিম- 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' এবং 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগে কর্পোরেশনের অংশগ্রহণ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক উদ্যোগে জীবন বীমা কর্পোরেশন তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করেছে, তার কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. সাভারের রানা পাজার মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে গত ১৮-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জীবন বীমা কর্পোরেশন ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান

করেছে।

৬. অগ্নিদগ্ধদের বার্ণ ইউনিট-এ চিকিৎসার জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন গত ০৪-০২-২০১৫খ্রিঃ তরিখে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করেছে।

৭. দেশব্যাপী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে জীবন বীমা কর্পোরেশন ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক উলেখযোগ্য কার্যক্রম:

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে জাতির পিতার হাতে গড়া জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

২. বীমা গ্রহিতাদের আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা রিজিওনাল অফিসে একটি অত্যাধুনিক সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে চালু হবে।

৩. জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' বহুবিধ সুবিধাসম্বলিত নতুন বীমা স্কিম- 'বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন পেনশন বীমা' চালু করা হয়েছে।

৪. দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কর্পোরেশনের এসটিডি/এসএনডি ব্যাংক হিসাবের মাসিক ব্যালেন্স নির্দিষ্ট সময়ে বিইএফটিএন-এর আওতায় প্রধান কার্যালয়ে স্থানান্তরের কাজ চালু করা হয়েছে।

৫. বীমাগ্রাহকদের পলিসি সংক্রান্ত তথ্য অনলাইন এবং এসএসএস এর মাধ্যমে প্রেরণের কাজ চালু করা হয়েছে। ফলে গ্রাহকগণ ঘরে বসেই প্রযুক্তির কল্যাণে বহুবিধ বীমা পরিসেবা প্রাপ্ত হন।

৬. অনলাইনের মাধ্যমে এবং বিবিধ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (বিকাশ, রকেট, নগদ ইত্যাদি) এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমাকরণ চালু করা হয়েছে।

৭. পেনশন পলিসির ক্ষেত্রে ১০(দশ) বছর পর্যন্ত পেনশনের টাকা গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব নম্বরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (EFTN) প্রেরণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৮. কর্পোরেশনের অনলাইন ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম আপগ্রেডড করার লক্ষ্যে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্পোরেশন চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। শীঘ্রই অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ও বহুবিধ সুবিধা সম্বলিত অনলাইন ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম চালু হচ্ছে।

৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য জীবন বীমা পলিসি বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে প্রবাসী কর্মী বীমা সুবিধা প্রদানের জন্য 'প্রবাসী কর্মী বীমা' পরিকল্প ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত এবং বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশীদের জীবন বীমার ঝুঁকি গ্রহণের আওতায় আনার লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হয়েছে। অচিরেই

প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বিদেশে অবস্থান করে অনলাইনের মাধ্যমে জীবন বীমা কর্পোরেশনের বীমা সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

১১. কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক অবসরভাতা সোনালী ব্যাংক হতে বিইএফটিএন-এর মাধ্যমে তাদের ব্যাংক হিসাবে অনলাইনে প্রেরণের কাজ চালু করা হয়েছে।

১২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' নতুন গ্রুপ বীমা স্কিম- 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে জাতীয় বীমা দিবস, ২০২১ এ উদ্বোধনের পর চালু করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড:

জাতির পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জীবন বীমা কর্পোরেশনে বর্তমান সময়কাল (২০২০ সাল) পর্যন্ত উলেখযোগ্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং দেশব্যাপী এর নেটওয়ার্ক/বিস্তৃতির সংক্ষিপ্তরূপ:

অনুমোদিত মূলধন	:	৩০০.০০ কোটি টাকা
পরিশোধিত মূলধন	:	৫.০০ কোটি টাকা
মোট বিনিয়োগ	:	১৯৮১.১০ কোটি টাকা
লাই ফান্ড	:	২১৮৭.৫০ কোটি টাকা
মোট চালু পলিসি	:	৩.৬৪ লক্ষ টি
সর্বমোট চালু বীমা স্কীম	:	৩৫টি
চালু গোষ্ঠিবীমা প্রতিষ্ঠান	:	১৯৮টি
২০২০ সালে মোট আয়	:	৭৪৭.৮৬ কোটি টাকা
২০২০ সালে মোট ব্যয়	:	৬০৯.৭৩ কোটি টাকা
২০২০ সালে মোট উদ্বৃত্ত	:	১৩৮.১৩ কোটি টাকা
২০২০ সালে দাবী পরিশোধ	:	৩৬১.৭৫ কোটি টাকা

প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মচারী (অনুমোদিত)	:	২০৭০ জন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মচারী (কর্মরত)	:	১০৩০ জন
উন্নয়ন ম্যানেজার ও উন্নয়ন অফিসার	:	১৬,৩৭৭ জন
ঊীমা প্রতিনিধি	:	৪৪,৩৬৬ জন (সক্রিয় ১৮,৫৫৪)
কর্পোরেশনের অফিস সমুহ	:	
প্রধান কার্যালয়	:	১টি
রিজিওনাল অফিস	:	৮টি
কর্পোরেট অফিস	:	১২টি
সেলস অফিস	:	৪৫৩টি
কর্পোরেশনের মোট অফিস	:	৫৫৫টি
নিজস্ব বাণিজ্যিক ভবন	:	১৭টি

উপসংহার:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্বাধীনতার দাবিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ বাঙালী জাতির অগণিত আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্ম হয় স্বাধীন ভূখন্ড বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতি অর্জন করে নিজস্ব মানচিত্র, জাতিসত্তা এবং লাল-সবুজের পতাকা। জাতি আজ পালন করছে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ'। জাতির পিতার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় মাত্র সাড়ে ৩ বছরে তিনি যে ভিত রচনা করে দিয়ে গেছেন, তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি সাধন করে উৎপাদন ও উন্নয়নের রোল-মডেল হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বল্প উন্নত দেশ হতে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকার ইতোমধ্যে রুপকল্প-২০২১ এবং রুপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নয়ন সমৃদ্ধ দেশগড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জীবন বীমা কর্পোরেশন ব্যবসায় উন্নয়নকল্পে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বীমা এজেন্ট ও উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারের দিক-নির্দেশনায় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জীবন বীমা কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে গভীরভাবে আশা করছি।

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত
'Micro Insurance in Bangladesh : Way Forward'
শীর্ষক সেমিনারে আলোচনার সার সংক্ষেপণ ও সুপারিশমালা:

এস.এম. ইব্রাহিম হোসাইন, ACII

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'Micro Insurance in Bangladesh : Way Forward' শীর্ষক সেমিনার গত ৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব মো: আসাদুল ইসলাম, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. এম মোশাররফ হোসেন, FCA, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির একাডেমিক কমিটির চেয়ারম্যান, ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, একচ্যুয়ারি, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: জাফর ইকবাল এনডিসি এবং বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির প্রধান অনুষদ সদস্য জনাব এস.এম. ইব্রাহিম হোসাইন, ACII উপস্থিত ছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রবীমা প্রসারে নানাবিধ সমস্যাসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়। মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রবীমা প্রসারে ও পরিকল্প প্রণয়নে affordability, accessibility sustainability প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ক্ষুদ্রবীমা প্রসারে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলার সুপারিশমালা প্রণয়ন করত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করার জন্য বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিকে নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন বীমা কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের ৮৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কার্য অধিবেশন:

সেমিনারের কার্য অধিবেশনে ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দাস দেব প্রসাদ, গ্রীন ডেল্টা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফারজানা চৌধুরী, মাইক্রোক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পরিচালক জনাব মো: ইয়াকুব হোসেন, ব্রাকের ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্রবীমার প্রধান জনাব মো: তানভীর রহমান ঢালি এবং মিউনিক রি ফাউন্ডেশন, জার্মানির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ডার্ক রেহন হার্ড প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কার্য অধিবেশনে ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব দাস দেব প্রসাদ তার উত্থাপিত প্রবন্ধে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রবীমা প্রবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেন। ক্ষুদ্রবীমা সম্প্রসারণে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার যথা: নিয়ন্ত্রণকারি সংস্থা, বীমাকারী, বীমাগ্রহীতা ও সরকারের ভূমিকা ও করণীয় নিয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেন এবং সবার সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্রবীমা প্রসারে বিশেষ গুরত্ব আরোপ করেন। মিজ ফারজানা চৌধুরী ক্ষুদ্রবীমার বিভিন্ন ধরনের পরিকল্প সংক্ষেপে আলোচনা করেন এবং Sustainable Development Goal (SDGs) অর্জনে ক্ষুদ্রবীমার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি ক্ষুদ্রবীমার প্রসারে Technology এর ব্যবহারসহ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন। জনাব মো: ইয়াকুব হোসেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এর আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সঠিক চিত্র, ক্ষুদ্রঋণ খাতে প্রচলিত বীমা সমূহ, DFID এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের

পরিচালক (অ:দা:), বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

আওতায় পাইলটিং হিসাবে পরিচালিত বীমা কার্যক্রম এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ ও বীমা সেবা প্রদান বিষয়ক বিধি-বিধান এবং বীমা আইন, ২০১০ ও জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ এর সাথে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ক্ষুদ্রবীমা প্রসারে কয়েকটি সুপারিশ করেন। জনাব তানভীর রহমান ঢালি তার প্রবন্ধে গার্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স এর সহায়তায় ব্রাকের ক্ষুদ্রঋণের আওতায় 'ক্রেডিট শীল্ড' বীমা নামে একটি ক্ষুদ্রবীমা প্রণয়নের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তাছাড়া ক্ষুদ্রবীমা প্রসারে নতুন নতুন ক্ষুদ্রবীমা পরিকল্প উদ্ভাবনের উপর জোর দেন। ড. ডার্ক রেইন হার্ড তার উপস্থাপনায় ক্ষুদ্রবীমা প্রণয়ন ও সম্প্রসারণে প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ ও তার সমাধানের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বেশ কয়েকটি দেশের ক্ষুদ্রবীমার সাফল্য সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এছাড়া ৫-৭ নভেম্বর ২০১৯ তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 15th International Conference on Inclusive Insurance এ বাংলাদেশে ক্ষুদ্রবীমা প্রণয়ন ও সম্প্রসারণের চ্যালেঞ্জসমূহ ও সমাধানের সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন তার বক্তব্যে সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী বিশেষজ্ঞদের উপস্থাপিত বিষয়সমূহের সারাংশ তুলে ধরেন এবং তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বীমার সমস্যাদি আলোচনা করেন। বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির পরিচালক ও অর্থ-মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: জাফর ইকবাল এনডিসি ক্ষুদ্র বীমার বিভিন্ন দিকের উপর বক্তব্য প্রদান করেন।

ক্ষুদ্র বীমা প্রসারে চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

- ভারত সহ অন্যান্য যে সকল দেশে ক্ষুদ্রবীমা অত্যন্ত সাফল্যের সংঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে, সেসব দেশে ক্ষুদ্রবীমা কার্যক্রমের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধি বা প্রবিধান রয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রণয়ন, বাজারজাতকরণ সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর কোন পূর্ণাঙ্গ প্রবিধান নেই। ফলে বাংলাদেশে প্রচলিত ক্ষুদ্রবীমা প্রকৃত ক্ষুদ্রবীমার বৈশিষ্ট্য সমূহের সংঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে ক্ষুদ্রবীমার কাঙ্ক্ষিত ফল আশানরূপভাবে পাওয়া যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি থেকে সনদ প্রাপ্তি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান MRA আইন ২০০৬ এর ধারা ২৪ (২) (জ) ক্ষমতা বলে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বীমা সার্ভিস প্রদান করতে পারে। অন্যদিকে বীমা আইন ২০১০ এর ধারা-৮ অনুযায়ী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বীমা সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না, ফলে MRA আইন ২০০৬ এর ধারা ২৪ (২) (জ) বীমা, আইন ২০১০ এর ধারা ৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক। আইনী জটিলতার কারণে ক্ষুদ্রঋণ প্রসারে কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

- প্রচলিত ক্ষুদ্রবীমা এবং অন্যান্য বীমা পলিসির তামাদির হার গড়ে ৭০% বা তার বেশী। তামাদির হার মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণে Potential ক্ষুদ্রবীমা গ্রহিতারা বীমা গ্রহণে উৎসাহ বোধ করেন না।
- ভারতসহ অন্যান্য দেশে ক্ষুদ্রবীমা ও অন্যান্য বীমার এজেন্ট কমিশন ভিন্ন, কিন্তু বাংলাদেশে সব ধরনের বীমার জন্য এজেন্ট কমিশন অভিন্ন হওয়ার কারণে ক্ষুদ্রবীমা পরিকল্পের প্রিমিয়াম হার স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী নয়। তাছাড়া বেশ কিছু ক্ষুদ্রবীমা পরিকল্প Financially Viable নয় বলে প্রতীয়মান হয়।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও বীমাকারীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ঘাটতি।
- ক্ষুদ্রবীমা বিপণনে প্রয়োজনীয় Distribution Channel এর অভাব।
- বীমাকারীদের ক্ষুদ্রবীমার কারিগরি জ্ঞানের অভাব।

• বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (BISDP) এর আওতায় জীবন বীমাকারীর জন্য Mortality এবং Morbidity টেবিল সমূহ প্রণয়নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে শস্যবীমা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং হাওর ভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। গবাদি পশু বীমা (Live Stock Insurance) প্রণয়নের জন্য গবাদি পশুর Mortality বা Morbidity এর কোন সঠিক তথ্য নেই। ফলে নন-লাইফের উপরিউক্ত দু 'ধরনের বীমা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি/নেই অথবা সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

• অন্যান্য কয়েকটি দেশে সামাজিক বীমা এবং কৃষিবীমার ক্ষেত্রে কিছুটা ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিকল্প সমূহে ভর্তুকির ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত।

• সাধারণ জনগণের বিশেষ করে স্বল্প আয়ের জনমানুষের বীমা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর ধারণা সীমিত।

• সাধারণ ভাবে বীমা খাতে বীমা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন লোকবলের অভাব।

সেমিনারে গৃহীত সুপারিশমালা:

• বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষুদ্রবীমা প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে। প্রবিধানটি প্রস্তুত করার জন্য বীমা বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। পার্শ্ববর্তীদেশ ও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য দেশ সমূহের প্রণীত এতদ্সংক্রান্ত বিধি প্রবিধান বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারে।

• বীমা আইন-২০১০ এর ধারা ৮ অনুযায়ী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন সনদ ব্যতীত বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের সভা- পতিত্বে বিদ্যমান আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহের সমন্বয় ফোরামে এনজিও/ এম.এফ.আই কর্তৃক প্রচলিত বীমা সেবা সরাসরি প্রদান না করার সিদ্ধান্ত হয় এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহকে বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয়ে প্রচলিত বীমা সেবা প্রদান হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। এমতাবস্থায় সেমিনারে মাইক্রো- ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইনের সংশিষ্ট ধারা সংশোধন করা যেতে পারে। এমআরএ ও আইডি আরএ এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

• পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে এনজিও-এমএফআই বীমা সেবা সরাসরি প্রদান করতে পারে না। এনজিও এমএফআই প্রতিষ্ঠান সমূহকে বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পার্টনার এজেন্ট মডেলে বীমা সেবা প্রদান এর সুযোগ সৃষ্টির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বীউনিক) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে বীমা আইন-২০১০ এর সংশিষ্ট ধারার আওতায় কর্পোরেট এজেন্সি প্রবিধানমালা তৈরী করা যেতে পারে। এনজিও এম এফ আই সমূহ বীমা কোম্পানী সমূহের কর্পোরেট এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। বীউনিক এতদসংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

• বীমা পলিসির তামাদির হার উলেখযোগ্য কমাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এজেন্ট ও এজেন্ট নিয়োগকারী (Employer of Agent) সমূহের কমিশন প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করে পারসিসটেন্সি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কমিশন সংক্রান্ত সার্কুলারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারে।

• প্রচলিত ক্ষুদ্রবীমা পরিকল্পসমূহ পর্যালোচনা করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে পরিকল্পসমূহ পরিবর্তন করা যেতে পারে। বীউনিক এবং বীমাকারীসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

• স্বল্প আয়ের জনগণের জন্য উপযোগী নানাধরনের ক্ষুদ্রবীমা প্রণয়ন করা যেতে পারে। বীমাকারী সমূহ এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

• ক্ষুদ্রবীমার কারিগরি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বীমাকর্মীদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

• Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) এর আওতায় Insurance Literacy and Awareness শীর্ষক একটি Package রির্পোট তৈরি করা হচ্ছে। উক্ত রির্পোটের সুপারিশমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সাথে সাথে কার্যক্রম সমূহ ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

• ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বীমাকারীদের সমন্বয় সভার মাধ্যমে ক্ষুদ্রবীমা প্রসারে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এমআরএ ও বীউনিক এ ধরনের সমন্বয় সভার আয়োজন করতে পারে।

• শস্যবীমা, বিশেষকরে Weather index Based Crop Insurance, প্রণয়নের জন্য আবহাওয়া সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভুল তথ্যের সরবরাহের জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

• লাইভ ষ্টক বীমার (Livestock Insurance) জন্য গবাদি পশুর সঠিক পরিসংখ্যান, বিশেষকরে মোট সংখ্যা, Mortality Morbidity এর প্রয়োজন। সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে পারে।

• বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও ডিসএবিলিটি (Health and Disability) বিষয়ক ক্ষুদ্রবীমা অত্যন্ত সীমিত। বীমাকারী সমূহ উক্ত বিষয়ক পরিকল্প প্রণয়ন ও বাজারজাত করতে পারে। বীউনিক বীমাকারীদের উক্ত বীমা পরিকল্প প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান করতে পারে।

সেমিনারের গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'Empowering Women Through Insurance' শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন

জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, এবিআইএ

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'Empowering Women Through Insurance' শীর্ষক সেমিনারটি গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির পরিচালক (অ:দা:) এস.এম. ইব্রাহিম হোসাইন, ACII, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব সরওয়ার আলম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য প্রফেসর রুবিনা হামিদ। সেমিনারে মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, এ্যাকচুয়ারী, চেয়ারম্যান, একাডেমিক কমিটি, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি।

সেমিনারে কার্য অধিবেশনে প্রগতি লাইফ ইনসিওরেন্স লিমিটেড এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জালালুল আজিম, গার্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স লিমিটেড এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব এম.এম মনিরুল আলম, গ্রীন ডেল্টা ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ ফারজানা চৌধুরী, ACII এবং ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সহকারী অধ্যাপক মিজ বেনজীর ইমাম মজুমদার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন বীমা কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের ৯৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারের শুরুতে একাডেমির পরিচালক (অ:দা:) জনাব এস.এম. ইব্রাহিম হোসাইন, ACII বলেন, ২০১৬ সালের দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টের বিবেচনায়, নারী উন্নয়নে বিশ্বের ১৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৪ নম্বরে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১ নম্বরে। একজন নারীর রয়েছে আবেগময় বোধশক্তি, দয়ালু হৃদয় এবং দূরদর্শী মূল্যবোধ। নারী ছাড়া কোন সমাজের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে বীমা শিল্পে নারীর সম্পৃক্ততা খুবই কম। বিশেষ করে কিছু ক্ষেত্রে যেমন- মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) হিসেবে মাত্র দু'জন নারী পেশাজীবী আছে, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (DMD) পর্যায়ে একজন নারী আছে। বীমা শিল্পে নারী কর্মীর হার মাত্র ০৫%। তিনি আরও বলেন, নারীদের জন্য পৃথক বীমা শাখা অফিস করা যেতে পারে। আনুপাতিক হারে নারী কর্মী নেয়া যেতে পারে। জীবন বীমায় নারীর সম্পৃক্ততা খুবই কার্যকরী হতে পারে, কেননা তাদের সঞ্চয়ী মনোভাব রয়েছে, ফলে নারী কর্মী বেশী হলে জীবন বীমা ব্যবসা বৃদ্ধি হবে। নারী কর্মীরা অন্য নারীদের সহজে বীমার কল্যাণ বুঝাতে পারবে, সুতরাং বীমায় নারীর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। বীমা খাতে কিভাবে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা যায় এবং সারাদেশে বীমার পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কিভাবে তাঁদের আর্থসামাজিক উন্নতি করা যায়, আলোচ্য সেমিনারটি সেই উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষদ সদস্য (গ্রেড-২), বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

সেমিনারের মডারেটর ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন বলেন

বীমা ও ব্যাংকের প্রত্যক্ষ অবদান (direct contribution) খুব কম হলেও পরোক্ষ অবদান (indirect contribution) অনেক বেশী যা পরিমাপ করা যায় না। তিনি আরও বলেন ৬০%-৭০% পলিসি তামাদি হয়ে যায়। তাছাড়া অনেক পলিসি পেইড আপ ও সমর্পন (Surrender) হয়ে যায়। যদি তামাদি, পেইড আপ ও সমর্পণকৃত পলিসির সংখ্যা কমানো যেতো, তাহলে জিডিপিতে বীমার অবদান (Contribution) বেড়ে যেতো। তিনি বলেন, বীমাতে মার্কেটিং-এ নারী আছে কিন্তু অফিসে নারীর সংখ্যা খুবই কম।

তিনি বলেন, নন-লাইফে দাতাদের অর্থায়নে যেসব ক্ষুদ্র বীমা আছে, সেখানে সাধারণত বিদেশীদের ভূমিকা থাকে, এ্যাকচুয়ারীর ভূমিকা দরকার, যা নেই। আমাদের দেশে এ্যাকচুয়ারীর সংখ্যা অনেক কম, নেই বললেই চলে। প্রতি কোম্পানীতে কমপক্ষে ১জন এ্যাকচুয়ারী দরকার। ভারতে নন-লাইফ কোম্পানীতেও ১জন এ্যাকচুয়ারী থাকা বাধ্যতামূলক।

তিনি নারীদের জন্য নিম্নের বাধা সমূহ উলেখ করেন:

➢ নারীরা মেধাবী, অন্যান্য দেশে নারীরা এ্যাকচুয়ারী পেশায় ভাল করছে। এদেশে নারীদের এই পেশায় তেমন আগ্রহ নেই।

➢ নারীদের জন্য একটা নেতিবাচক ধারণা (Negative perception) রয়েছে, তা দূর করতে হবে। তিনি বলেন BISDP প্রকল্পে Insurance awareness & literacy Component রয়েছে, এর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন হলে Negative perception অনেকটা দূরীভূত হবে মর্মে আশা করা যায়।

➢ লাইফে ৬০%-৭০% পলিসি তামাদি হয়, এটা দু:খজনক। তিনি বলেন- নন-লাইফ ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুপাত বেশী।

➢ জীবন বীমায় আর্থিক অবলিখন (Financial underwriting) দরকার আছে, কিন্তু বাংলাদেশে এই অবলিখন ব্যবস্থা নেই।

➢ মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত মৃত্যুহার (extra mortality) নেই। সেহেতু অতিরিক্ত লোডিং (extra loading) ঠিক নয়। BISDP প্রকল্পে Protection gap study এবং Mortality & Morbidity table তৈরি করা হবে। এটা হলে কাজ করতে সুবিধা হবে।

➢ গবাদিপশু বীমা, কৃষি বীমা ও আবহাওয়া সূচক বীমা হচ্ছে সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য দরকার যার ঘাটতি রয়েছে।

➢ জীবন বীমায় এজেন্ট এর সংখ্যা অনেক বেশী এবং সেখানে অনেক নারী রয়েছে।

➢ স্বাস্থ্য বীমার গুরুত্ব দিতে হবে।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব সরওয়ার আলম বলেনঃ

সেদিন দূরে নয় যেদিন পুরুষও গাহিবে নারীর জয়গান। নারীকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। গড় আয়ু বেড়েছে, মাতৃমৃত্যু কমেছে। গার্মেন্টস ও ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় (MFI) ৮০% নারী, কিন্তু বড় পদে কেউ নেই। বীমায় নারীর চাকুরীর সুযোগ বাড়াতে হবে। মহিলাদের জন্য বীমা পণ্য (Product) বাড়াতে হবে। গ্রীন ডেল্টা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর 'নিবেদিতা' রয়েছে।

তিনি আরও বলেন- দেশে ৭০০ ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় ৪ কোটি ৯০ লাখ কর্মজীবী কাজ করে যাদের ৭০% নারী এবং গার্মেন্টসে ৮০% নারী, কিন্তু এ দুই ক্ষেত্রে বড় পদে নারী নেই। কেউ কেউ বলে, নারীদের স্বপ্ন সীমিত। আজকাল অবশ্য নারীদের নেটওয়ার্ক (Network) রয়েছে। এক্ষেত্রে নারীদের মানসিকতা (Mindset) পরিবর্তন করতে হবে। রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বংলাদেশে বিশ্বে ৫০তম। নারীদের জন্য গুণগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Quality education & training) নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ছেলের প্রতি যত্ন নেয়া হয়, মেয়ের প্রতি কম যত্ন নেয়া হয়। নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত করতে হবে। বীমায় নারীর চাকুরীর সুযোগ বাড়াতে হবে । আমাদের দেশে বীমার Penetration খুব কম (০.৫৬) অথচ ভারতে ৪%। Metlife UN- কে বলেছে চাকুরীতে নারী কোটা অনুসরণ করে, এমন করে সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে ভাবতে হবে। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য এ সেমিনার অত্যন্ত উপযোগী। তিনি এ সেমিনার আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমিকে ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির বোর্ড অব গভর্নস এর সদস্য প্রফেসর রুবিনা হামিদ তাঁর বক্তব্যে বলেন ঃ

➢ মহিলারা অনেক কাজ করে, যার স্বীকৃতি নেই। GDP তে তাঁদের Contribution দেখানো হচ্ছে না। মহিলারা কাজে এগিয়ে আছে, BCS এ নারী যাচ্ছে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, গার্মেন্টসে ৮০% নারী। নারীদের মেধা কম নয়, কিন্তু GDP তে অবদান কম কারণ তাদেরকে মূল ধারায় আমরা আনতে পারি নাই।

➢ বীমার Penetration খুব কম, বীমার Penetration বাড়ালে GDP বেড়ে যাবে। যা বাড়ানোর জন্য নারীকর্মী বাড়াতে হবে। নারীদের কিভাবে বীমায় বেশী সম্পৃক্ত করা যায় সেটা ভাবতে হবে।

➢ এখনও মহিলারা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে (Managerial level) খুবই কম। এজেন্ট পর্যায়ে নারী আছে। নারীরা যেসব পর্যায়ে কাজ পাচ্ছে, সেখানে মজুরী কম দেয়া হচ্ছে।

➢ অনেক বীমা পণ্যে (Product)- নারীদের ক্ষেত্রে লোডিং (Loading) দেয়া হয়, যা ঠিক নয়।

➢ নারীদের সমান সুযোগ (Equal Opportunity) দিতে হবে। নারী যেন একাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারা যেন হয়রানির স্বীকার না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

➢ শিশু মৃত্যু কমেছে, অর্থাৎ নারীদের অবস্থা ভাল হচ্ছে। নারীদের কাজে স্বচ্ছতা বেশী, তছরূপ (Defalcation) কম। তাই নারীদের যথাযথ সম্মান করতে হবে।

➢ নারীদের সুরক্ষার জন্য আইন আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। এক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা থাকতে হবে।

➢ IDRA নারীদের জন্য চাকুরীর কোটা পদ্ধতি করে দিতে পারে, যা সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করতে হবে।

এ ধরনের সেমিনার আরও করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং একাডেমি তা করবে তিনি এরুপ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ সমূহে বীমার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ সমূহ আলোচিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

➢ বীমা সেক্টরে মহিলারা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে (Managerial level) খুবই কম কাজ করে । তাছাড়া ব্যবস্থাপনায় উঁচু পদে নারীদের সুযোগ কম।

➢ নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্ম পরিবেশের অভাব।

➢ নারীর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতার অভাব।

➢ নারীদের বীমা বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার ঘাটতি ও সুযোগ না থাকা। তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং সামাজিক যোগাযোগ অপর্যাপ্ত ।
➢ পারিবারিক দায়িত্ব পরিহার /অর্পণ করার সুযোগ না থাকা/সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
➢ নারীরা মেধাবী, অন্যান্য দেশে নারীরা এ্যাকচুয়ারী পেশায় ভাল করলেও আমাদের দেশে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে।
➢ নারীদের জন্য একটা Negative perception রয়েছে।
➢ আর্থিক সচেতনতার (Financial Literacy) অভাব রয়েছে।
➢ জীবন বীমায় ৬০%-৭০% পলিসি তামাদি হয়, ১ম বছর কমিশন বেশী, ফলে পরের বছরে নবায়ন (Renewal) গুরুত্ব পায় না।
➢ বাংলাদেশে নিজস্ব Mortality & Morbidity table নেই যা দরকার। জীবন বীমায় আর্থিক অবলিখন (Financial underwriting) প্রয়োজন আছে, বাংলাদেশে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
➢ মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মৃত্যুহার (Extra mortality) নেই। সেহেতু অতিরিক্ত লোডিং (Extra loading) ঠিক নয়।
➢ স্বাস্থ্য বীমার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।
➢ বীমা সেক্টরে মেধা সংকট রয়েছে যার ফলে দক্ষ পেশাজীবীর চাহিদা পূরণ হচ্ছে না ।
➢ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সামাজিক কাঠামো খুবই দুর্বল এবং মহিলাদের বীমা ঘনত্ব খুবই কম। ফলে বীমা ব্যবসা প্রসারিত হচ্ছে না।
➢ পুরষ ও মহিলা গ্রাহকের চাহিদা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে সমন্বিত বীমা পলিসি প্রয়োজন।
➢ যদিও মহিলা কেন্দ্রিক বিশেষ বীমার কিছু উদাহরণ রয়েছে, এগুলো প্রয়োজন বা অবস্থা ভিত্তিক এবং তা চালু রাখা কঠিন। মহিলা গ্রাহকের বিশেষ চাহিদা পূরণ করতে পারে, বাণিজ্যিক ভাবে এ ধরনের কার্যকর বীমা পণ্য নেই।

সুপারিশমালা:

➢ মহিলাদের জন্য সমান সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে সরকার ও IDRA কে নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করতে হবে। জেন্ডার অর্ন্তভুক্তিকরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় উদ্দীপনা নিয়ে আসতে হবে। IDRA নারীদের জন্য চাকুরীর কোটা পদ্ধতি করে দিতে পারে, যা সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করতে হবে।
➢ কর্ম পরিবেশ যেমন, মাতৃত্বকালীন ছুটি, পরিবহন ব্যবস্থা, ডে-কেয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা রাখতে হবে। আইনগত অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
➢ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর স্বাধীনতা দিতে হবে (Changes in women control over decision making). নারীদের সম্মান করতে হবে। বিভিন্ন সম্পদে নারীর অধিকার বাড়াতে হবে। (Changes in women's access to and control over resources)।
➢ নারী শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে। নারীদের সমান সুযোগ (Equal Opportunity) দিতে হবে। নারীর চলাফেরার স্বাধীনতা ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বাড়াতে হবে (Changes in women mobility and social interaction),
➢ বীমা খাতে মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রে সমাজ, পরিবার এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। নারীর কাজের ধরন পরিবর্তন করতে হবে (Changes in women labour pattern), তারা যেন হয়রানির স্বীকার না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে ।
➢ বীমা শিক্ষা ও পেশায় নারীদের প্রবেশাধিকার ও সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণে

আইনগত ও নীতিগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। নারীদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

➢ নারীদের জন্য Negative perception দূরীকরণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নারীদের কিভাবে বীমায় বেশী সম্পৃক্ত করা যায় সেটা ভাবতে হবে, যদিও এজেন্ট পর্যায়ে নারীরা কাজ করে, এটি আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

➢ মহিলা গ্রাহকদের আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে কার্যক্রম নিতে হবে।

➢ বীমার Penetration খুব কম, যা বাড়ানোর জন্য তামাদির হার কমানো সহ পলিসি নবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

➢ BISDP প্রকল্পে Protection gap study এবং Mortality & Morbidity table তৈরি করা হবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে, তাছাড়া আর্থিক অবলিখনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

➢ অনেক বীমাপণ্যে নারীদের ক্ষেত্রে লোডিং (Loading) দেয়া হয়, যা ঠিক নয়, এগুলো পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।

➢ স্বাস্থ্য বীমার পরিসর বৃদ্ধির জন্য IDRA ও ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশনকে উদ্যোগ নিতে হবে।

➢ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, নতুন নতুন পণ্য ও গ্রাহকের সন্তুষ্টির প্রতি নজর দিতে হবে। এ জন্য দক্ষ পেশাজীবী তৈরীতে গুরুত্ব দিতে হবে। পণ্য উদ্ভাবন ও বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ে বাজার গবেষণাকে উৎসাহিত করতে মেধাবিদের কাজের সুযোগ দিতে হবে।

➢ নারীদের যে Protection Gap রয়েছে তা কমাতে হবে। ভবিষ্যতে সঞ্চয়, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিবেচনায় সামগ্রিক অগ্রসরমান ভাবনা (Holistic approach) নিয়ে নারীদের জন্য বিশেষ পণ্য (Special product) আনতে হবে। মহিলাদের বীমা ঘনত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে বীমা ব্যবসা প্রসারিত করতে হবে।

➢ লিঙ্গ সংবেদনশীল বীমায় অন্তর্ভূক্তির জন্য অনুকূল নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বীমা শিল্পে লিঙ্গ ভিত্তিক পলিসি বৈচিত্রতা নিয়ে আসতে হবে। লিঙ্গ ভিত্তিক বীমা অন্তর্ভুক্তির জন্য বীমা স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

➢ বীমার চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য বিশেষণে প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে মহিলাদের বিশেষ চাহিদা সমূহকে বীমার আওতায় আনা যায়।

➢ উন্নয়ন সহযোগী, বীমা তত্ত্বাবধায়ক ও নীতি নির্ধারক, বীমা শিল্প এবং সংশিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে "Good Practice Coalition" তৈরি করতে হবে।

বীমায় মহিলা নেতৃত্ব তৈরিঃ

➢ নিয়োগ প্রক্রিয়ার উন্নয়নঃ বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের জেন্ডার ডাইভারসিটি (Gender Diversity) নিশ্চিত করতে হবে।

➢ মহিলাদের সমিতির উন্নয়নঃ ব্রাক তারা, সিটি আলো, ডেল্টাস নিবেদিতা ইত্যাদি মহিলা ভিত্তিক সমিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে।

➢ মহিলাদের প্রধান নির্বাহী হওয়ার অন্তরায় সমূহ দূরীকরণঃ বীমায় মহিলাদের ভূমিকা নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বীমা প্রতিষ্ঠানের কাজের বৈচিত্রতা নিয়ে আসতে হবে।

সমাজে মহিলাদের ক্ষমতায়নে বীমাঃ

➢ মহিলাদের সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য বীমায় প্রবেশাধিকার বাড়াতে হবে।

➢ মহিলা উদ্যোক্তাদের ঝুঁকি গ্রহণ ও ব্যবসার উন্নয়নে উপযোগী বীমা পলিসি উদ্ভাবন করতে হবে।

➢ যথাযথ আর্থিক ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও ধারণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা মাধ্যমে মহিলাদের মর্যাদা বাড়াতে হবে।

সেমিনারের গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

'Protocol Formalities & Articulation' শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন

জনাব এ.এইচ.এম. নাজমুছ শাহাদাৎ

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি 'Protocol, Formalities & Articulation' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সা'দত হুসাইন, সাবেক চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কর্মকমিশন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, এ্যাকচুয়ারী, চেয়ারম্যান, একাডেমিক কমিটি, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবন বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক (অতিরিক্ত সচিব) ।সেমিনারটি জীবন বীমা কর্পোরেশনের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)। সেমিনারটিতে সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানের ৮১ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পারিবারিক জীবন বা পরিবার হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন। এখানে আইন-কানুন বা রীতি-নীতির কোনরূপ কঠোরতা নেই। পারিবারিক নিয়ম কানুন ভঙ্গ করলে বা কোন ভুলত্রুটি হলে সে ভুলের জন্য কাউকে কারণ দর্শাতে বলা হয় না বা তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক সংগঠনে সবাইকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চলতে হয় ।আনুষ্ঠানিক সংগঠনগুলো হচ্ছে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী ইত্যাদি। এসকল আনুষ্ঠানিক তথা রীতিসিদ্ধ সংগঠন আইন-কানুন ও আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং আবেগের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

শিক্ষা জীবন শেষ করে একজন ব্যক্তি চাকুরী জীবনে প্রবেশ করেন। চাকুরী জীবনে তাকে একটি পরিশৃংখল পরিবেশে জীবন যাপন করতে হয়। একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠনের কর্মী হিসাবে তাকে চলনবলনে কত গুলো রীতিনীতি মেনে চলতে হয় ।কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন এবং চাকুরী জীবনের ধরন-ধারণ এক নয়। চাকুরী জীবনে চলন-বলনে একজন কর্মকর্তাকে ভিন্নতর নিয়ম-শৃংখলা, রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র কিংবা প্রখ্যাত ছাত্র নেতা হলেও চাকুরী জীবনে প্রবেশ করার পর তাকে তার পূর্বসম্মান বা মর্যাদা নির্বিশেষে সংগঠনের রীতি সিদ্ধ আচরণের শৃংখলে আবদ্ধ থাকতে হয়। ছাত্র জীবনে অত্যন্ত মেধাবী এমন কি সকল পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকারী ছাত্রকেও চাকুরীতে যোগদানের পর অন্য সকল কর্মকর্তার মতই প্রশাসনিক শৃংখলা বজায় রেখে চলতে হবে। ছাত্র জীবনের মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রথম হবার মোহ মুক্তি বা অহমিকাবোধ ঘুচিয়ে তাকে চাকুরী জীবনের বাস্তব পরিবেশে এ জগতের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। এখানে 'প্রথম' হবার কোন আলাদা মর্যাদা নেই যদি না তিনি নিজেকে পরিশৃংখল কর্মকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

অনুষদ সদস্য (গ্রেড-১), বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

রীতিসিদ্ধ সংগঠন,আইন কানুন ও আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা তথা আবেগের বিশেষ কোন মূল্য নেই। ব্যক্তিকে সংগঠনের মধ্যে আত্মীকৃত হয়ে কাজ করতে হয়। Informal Organization বা অনানুষ্ঠানিক সংগঠন রীতিসিদ্ধ বা দস্তুর মাফিক নয়। এটি আবেগ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হতে পারে। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধব,সমন্বিত দল বা পরিবার হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের উদাহরণ।এখানে আইন-কানুন বা রীতির কঠোরতা নেই। এখানে কারো ভুলত্রুটির জন্য কেউ কারণ দর্শাতে বলেন না, বা পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক সংগঠনের সবাই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা।আনুষ্ঠানিক (Formal) সংগঠন গুলো হচ্ছে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী ইত্যাদি। এমন কি রাজনৈতিক দলও একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন।

এরূপ আনুষ্ঠানিক সংগঠনে চাকুরী গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তারা একটি নতুন জগতে প্রবেশ করেন। সে জগত বৃহৎ ও ক্ষমতা ধর। এর সংস্কৃতিও প্রতিষ্ঠিত। এ সংস্কৃতি বহুমাত্রিক। এ জগতে যারা নুতন প্রবেশ করেন তারা এখানে আসেন এজগতকে মেনে নিয়ে।একে বড় মনে করে। ভাংগার জন্য নয়। এখানে নতুন ভাবে ঢুকে কেউ তার বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিতে পারেন না। ছাত্রজীবনের ইন্দ্রজাল ভেদ করে আস্তে আস্তে তাকে প্রশাসনিক সংস্কৃতির ধারায় মিশে যেতে হয়। এ জগতে প্রবেশ করে সাধারণ কেউ প্রশাসনিক সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। হতে পারেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র কিন্তু চাকুরীর দৈর্ঘ্যে তিনি একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা। তাকে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মেনে চলতে হবেই। বাংলাদেশে ৪০,০০০ কর্মকর্তা আছেন। এই ৪০,০০০ কর্মকর্তা একজন মেধাবী বা কৃতি অথচ নবীন কর্মকর্তার কথায় উঠবেন বসবেন না। বরং সবার জুনিয়র কর্মকর্তাকেই অন্যদের কথায় উঠতে বসতে হবে। এই নবীন কর্মকর্তার রাজনৈতিক ভুবনে প্রবেশ করে রাজনীতি করলে হয়তো দু-চার দশ বছরে বিরাট কিছু হয়ে প্রভাব খাটাতে পারেন। সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে পারেন,তাঁর ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু চাকুরীর জগতে প্রবেশ করে একজন নবীন কর্মকর্তা প্রশাসনিক সিস্টেমের কিছুই পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাকেই পরিবর্তিত হয়ে এজগতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

প্রশাসনিক জগত বড়ই নিয়ম নিষ্ঠ। এখানে নিজ খেয়াল-খুশি মত এ জগতের সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করা যায় না। এজগতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ইচ্ছা মাফিক কনিষ্ঠদের চলতে হয়। তাদের ইচ্ছার দ্বারাই কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের জীবন উল্লেখযোগ্য ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আনুষ্ঠানিক সংগঠনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি Hierarchical world বা রীতি সিদ্ধ না হলেও চলে। তবে আনুষ্ঠানিক, প্রায়-আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পরিবেশ কোনটি তা কর্মকর্তাকেই বুঝে নিতে হবে এবং সে মতে তাকে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে। উদাহরণত খেলার মাঠে নিয়ন্ত্রণ কারী কর্মকর্তার সাথে যেরূপ খেলোয়াড় সুলভ অনানুষ্ঠানিক আচরণ করা যায়, সেরূপ আচরণ পুনরায় অফিসে কিংবা কোন সভায় করা যায় না।

নিয়ন্ত্রণ কারী কর্মকর্তা হয়তোবা কোন সময় অফিস কক্ষেও অনুজ সহকারির সাথে অতীব স্নেহ সুলভ অনানুষ্ঠানিক ব্যবহার করতে পারেন। তাই বলে নিয়ন্ত্রণাধীন জুনিয়র কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সাথে এরূপ অতীব অনানুষ্ঠানিক আচরণ করতে পারেন না। বিশেষ করে এ ধরণের সান্নিধ্য এবং স্নেহের সুযোগ অতি মাত্রায় নিতে চাইলে নিয়ন্ত্রণ কারী কর্মকর্তা স্নেহ দানের এ সুযোগ প্রত্যাহার করতে পারেন। ফলে নিয়ন্ত্রণা ধীন কর্মকর্তার জন্য তা অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে। প্রশাসনিক জগতে বা সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পরিমার্জিত আচার -আচরণ, চলন-বলনের কোন বিকল্প নেই।

চাকুরীতে প্রবেশের পর পরই সকল কর্মকর্তাদের তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যথার্থ ধারণা পেতে হবে। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তাঁদের পদ মর্যাদা অনুযায়ী কি কি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা জেনে নিয়ে বিধি বিধানের আওতায় সে সব সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। নবীন কর্মকর্তার এধারণা স্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় যে, সীমিত আয় এবং সম্পদের মধ্যেই তাকে সারা জীবন কাটাতে হবে। তার জীবনে প্রতিষ্ঠা আসবে, যশ আসবে, সম্মান আসবে। কিন্তু তিনি কোন দিনই বিপুল ধন সম্পদের মালিক হবেন না,হওয়ার কথাও নয়। ঘৃণ্য-দুর্নীতিবাজ না হইলে সরকারি কর্মকর্তাগণ বিপুল ধন সম্পদের মালিক হইতে পারেন না। বিপুল অর্থ বৈভরের স্বপ্ন কিংবা প্রতিবেশী ধনাঢ্যদের সাথে প্রতি যোগিতার মানসিকতা সরকারি কর্মকর্তাকে অন্যায় এবং দুর্নীতির পথে ঠেলে দেয়। চাকুরী জীবনের শুরু থেকেই ধনাঢ্য ব্যক্তি হবার মানসিকতা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক হতে চাইলে কর্মকর্তার জন্য চাকুরীর চেয়ে ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির জীবন বেছে নেয়া সমীচীন হবে।

একজন কর্মকর্তার পরিচিতির জন্য তার চলন-বলন, আচার-আচরণ তথা বাহ্যিক অবয়ব (Physical get-up) অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। বলা হয়ে থাকে, প্রথম দর্শনের এক মিনিটের মধ্যেই একজন কর্মকর্তা সম্পর্কে তাঁর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার একটা ইমপ্রেশন সৃষ্টি হয়। কর্মকর্তার পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা বার্তা এই ইমপ্রেশন সৃষ্টি করে।বিভিন্ন পরিবেশে সঠিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরার অভ্যাস সরকারি কর্মকর্তাদের মজ্জাগত হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। যথাযথ পোষাক-পরিচ্ছেদ এবং রুচিশীল বাচন ভংগী কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অনুকূল ইমপ্রেশন তৈরি করতে সহায়তা করে। মনে রাখতে হবে যে সরকারি কর্মকর্তারা একটি রীতিসিদ্ধ সংগঠনের কর্মী। সেই সংগঠন বা পরিবেশের বাইরের উদাহরণ তার জন্য তেমন প্রাসংগিক নয়। এক্ষেত্রে গান্ধী কিংবা মাওলানা ভাসানীর পোশাকের উদাহরণ দিয়ে অযথা বিতর্ক করা উচিত নয়। একজন সাধারণ ব্যক্তি হয়ে, উপরন্তু সরকারি সংগঠনের কর্মকর্তা হয়ে, অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে নিজকে তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পোশাক রয়েছে। কর্মকর্তাদের অফিসে এবং আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতিতে বা আমন্ত্রণে অবশ্যই তা পরে আসতে হবে। সরকারি অফিসে কিংবা আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কখনও 'স্যান্ডেল' বা চপ্পল পরে আসা উচিত নয়। তদ্রুপ স্পোর্টস-গেঞ্জি পরে অফিসে আসাও সমীচীন নয়।

অফিসে অতি মাত্রায় রং চংগা শার্ট পরিধান করা দৃষ্টিকটু। দাঁড়ানো কিংবা বসার সময়ও পরিশীলতা বজায় রাখতে হবে। চেয়ারের উপর পা তুলে বসা বা টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়ানো উচিত নয়। আনুষ্ঠানিক পার্টিতে অবশ্যই একজন কর্মকর্তাকে নিখুঁত পোষাক পরে আসতে হবে। আনুষ্ঠানিক ডিনারে কাটা চামচ ব্যবহার করতে হবে যাতে অনুষ্ঠানে কোন অসংগতি দেখা না দেয়। আনুষ্ঠানিক পার্টিতে লাউঞ্জস্যূট পরতে হয়। নিমন্ত্রণপত্রে "informal" পরিচ্ছদ কথাটি লিখা থাকলেও স্যূট বা নিদেন পক্ষে কোট-টাই পরে যেতে হবে। মহিলা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ও যথাযথ পরিচ্ছদ পরে আসা দরকার যাতে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে তাকে দেখতে উদ্ভট না দেখায়। যদি নিমন্ত্রণপত্রে "casual" পরিচ্ছদ কথা লিখা থাকে তাহলে ইচ্ছা মাফিক, তবে রুচিশীল পোশাক পরিধান করা যায়। লাউঞ্জস্যূট বললে গাঢ়রং এর স্যূট বুঝায়। রাতের বেলায় গাঢ়রং-এর স্যূটের সাথে সাদা বা হালকা রং এর জুতা পরা উচিত নয়। স্যূট পরিষ্কার, সুন্দর ইস্ত্রি করা হতে হবে যাতে দেখতে খারাপ না লাগে। স্যূটের তৈরিও উন্নত মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ ব্যাপারে মানসিক সচেতনতা থাকতে হবে। আনুষ্ঠানিক ডিনারে প্রধান অতিথি খাওয়া বন্ধ করলেই আমন্ত্রিত কর্মকর্তাকে খাওয়া বন্ধ করতে হয়। তদ্রুপ তিনি খাওয়া শুরু করা না পর্যন্ত কোন আমন্ত্রিত কর্মকর্তা খাওয়া গ্রহণ করতে পারেন না। সাধারণত সভা চলা কালেও সভাপতির প্রতি সৌজন্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর আগে চা-নাস্তা গ্রহণ না করা বাঞ্ছনীয়। এতে সভার সৌন্দর্য বাড়ে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রেও একটা প্রশাসনিক সৌজন্য বোধ রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। কোন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সাথে দেখা করার শুরুতেই তাঁকে সালাম বা এ জাতীয় শুভেচ্ছা জানাতে হয়। নিজের পদবী, পোষ্টিং ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতে হয়। যে কোন সরকারি/আধা-সরকারি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে যথা সম্মানের সাথে সম্বোধন করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে 'স্যার' বলা সৌজন্য বোধের পরিচায়ক; কোন অমূলক অহমিকা বোধ যেন অযথা এই সৌজন্য বোধকে বিনষ্ট না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বসতে না বললে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়। তিনি বসতে বললে সুন্দর ভাবে বসা উচিত। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি বেশ কিছুক্ষণ বসতে না বলেন তাহলে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়া যায়। উপযাচক হয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে অধিক কথা না বলাই বাঞ্ছনীয়। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কথা বলার নির্দেশ বা ইংগিত না দিলে কনিষ্ঠ কর্মকর্তার পক্ষে সাধারণত কথা বলা উচিত নয়। টেলি ফোনে কারও সাথে কথা বলার সময় প্রচলিত সৌজন্য বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। যিনি টেলিফোন করছেন তাঁর পরিচয় নাম, পদবী ইত্যাদি প্রথমেই বলে নিলে আলাপ চারিতা সহজতর এবং সচল হয়। কোন রকম অবাঞ্ছিত বাক্য বিনিময় যাতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এরূপ পরিচিতি দিয়ে কথা বলা উচিত।

কর্মকর্তা যার সাথে কথা বলতে চান তিনি না থাকলে অবশ্যই টেলিফোনকারী কর্মকর্তার নাম ধাম, টেলিফোন নাম্বার, কী কারণে টেলিফোন করেছেন তা সংক্ষেপে জানিয়ে রাখা ভাল। তাহলে যাকে টেলিফোন করা হয়েছে সেই কর্মকর্তা পরবর্তীতে অনিশ্চয়তা বা অস্বস্থিতে ভুগবেন না। ইচ্ছা করলে তিনি

ফেরত টেলিফোন করতে পারেন।

বলা হয় যে, একটি নির্দোষ আবেদন পত্র গ্রহণ করার পর একজন কর্মকর্তার মনে তিন ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে : (১) ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী নিয়ে তিনি আবেদন কারীকে সাহায্য করতে চাইতে পারেন (২) উদাসীন মনোভাব নিয়ে তিনি আবেদন পত্রটি নিচের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা (৩) নেতি বাচক মনো ভাব নিয়ে আবেদনটি যাতে না-মঞ্জুর হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। কর্মকর্তাদের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আবেদন পত্র গ্রহণকারী কর্মকর্তার দৃষ্টিভংগীই আবেদন পত্রটির উপর গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

সিভিল সার্ভিসে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় থাকা চাই। চাকুরীতে জ্যেষ্ঠ,কনিষ্ঠ ও সমমর্যাদার কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রেখে কথা বলা দরকার। কর্মকর্তার আচরণে যেন কাউকে অবজ্ঞা করা না হয়। আবার এমন ব্যবহারও যেন না হয় যা কুরুচিপূর্ণ মোসাহেবির পর্যায়ে পড়ে। সবার সাথে অত্যন্ত বন্ধু সুলভ চলন-বলনের অভ্যাস বজায় থাকা চাই। সহকর্মী বিশেষ করে ব্যাচমেটদের আস্থা বিশ্বাস না থাকলে একজন কর্মকর্তার ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে ক্ষুন্নহতে থাকে। তিনি কাজ-কর্মে সহকর্মীদের কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পেতে পারেন না। ফলে তিনি অকার্যকর হয়ে পড়েন। অপর দিকে সকল সহকর্মীদের সাথে বন্ধু সুলভ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজের পরিবেশকে সুন্দর করতে পারলে কর্মকর্তাদের সুখ্যাতি যেমন বাড়ে দায়িত্ব সম্পাদনও তার পক্ষে নির্বিঘ্ন এবং সহজতর হয়।

যে কোন জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নিয়মিত ভাবে অবহিত করা দরকার। এমন অনেক কাজ আছে যে গুলো সম্পাদন করার পর কাজটির সর্বশেষ অবস্থা বা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবশ্যই অবহিত করতে হয়। যদি তা না করা হয় তাহলে কাজটি সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অনিশ্চিত অন্ধকারে থাকেন। তার পক্ষে উর্ধ্বতন মহলে জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া সম্ভবপর হয় না। তিনি অপদস্থ হন।

একজন বিবেকবান কর্মকর্তা যে কোন কাজই করেন না কেন, সে কাজের দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। দায়িত্ব অপরের উপর চাপাতে যাওয়া একটি কু-রুচিপূর্ণ অভ্যাস। কর্মকর্তা কোন কারণে ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করলে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে তার সহকর্মী ও উর্ধ্বতন সহকর্মীকে অবহিত করে যাবেন, যাতে তার অনুপস্থিতিতে সংগঠনের কাজে কোন অচলাবস্থার সৃষ্টি না হয়।

Every job has its charm : every job has its hazards প্রত্যেক চাকুরিরই যেমন সুখকর,

চমক প্রদ এবং মোহময় দিক আছে ঠিক তদ্রুপ ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্লেশকর দিকও আছে। মানুষ সাধারণত অন্য লোকের চাকচিক্যময় কাজ দেখে হতাশ বা ঈর্ষান্বিত হয়, কিন্তু সে লোকের কাজের ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্ট কর দিক জানে না অথবা জানতে চেষ্টাও করে না। পুলিশ সার্ভিসে একজন কর্মকর্তা প্রায় সব সময় একটি গাড়ী, একজন কনস্টেবল এবং নানাবিধ সুযোগ সুবিধা পান। অপর দিকে তাঁকে দিন রাত সতর্ক অবস্থায় চাকুরিতে নিয়োজিত থাকতে হয়। চাকুরী জীবনে মাঝে মাঝে কম্প্রমাইজ করতে হয়। কোন প্রকার কম্প্রমাইজ ছাড়া মানব জীবন চলে না। Compromise is endemic in Life কাজেই একটা ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশে নিজের কর্ম পরিধিকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। চাকুরীর নিম্নস্তরে কম্প্রমাইজ একটু বেশি করতে হয়। তবে উর্ধ্বতন পর্যায়েও কম্প্রমাইজ করার প্রয়োজন পড়ে, যদিও এর ধরণ বদলায়।

সরকারি চাকুরীতে সরকারের স্বার্থে সবাইকে তৎপর থাকতে হয়। এটা খুবই সত্য কথা। তাই বলে ব্যক্তি জীবনের দায়িত্বও কর্তব্যের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে থাকাও নিতান্ত বোকামী। জীবনের জন্য চাকুরী। চাকুরীর জন্য জীবন নয়। তাই চাকুরী জীবিদের সাথে সাথে নিজস্ব উন্নতি (self development) সম্পর্কেও ভাবতে হবে। তবেই একজন পরিপূর্ণ, যোগ্য, দক্ষ ও নির্ভরশীল কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ।

সম্পদ আপনার ঝুঁকি আমাদের !

আপনার সম্পদের অগ্নি, নৌ, মটর বিবিধ ঝুঁকি বহন করে থাকে রাষ্ট্রীয় খাতে নন-লাইফ বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান ও স্যাটেলাইট, তেল-গ্যাস উত্তোলন, ওভারসীস মেডিক্লেইম, ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমাসহ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বীমার ঝুঁকিও বহন করে থাকে।

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'।

রাষ্ট্রীয় খাতে নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)
৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকীতে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের বৃদ্ধকালীন আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে জীবন বীমা কর্পোরেশনের অনন্য উপহার:

বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন পেনশন বীমা পলিসি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- এ পলিসিতে মেয়াদী বীমা পলিসি ও পেনশন বীমা পলিসি কয় ধরনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
- ২০ থেকে ৬০ বছর বয়সী সকল শ্রেণী-পেশার ও আর্থিক সামর্থ্যের ব্যক্তি এ পেনশন পলিসি গ্রহণ করতে পারবেন।
- ৫৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে যেকোনো বয়স থেকেই পেনশন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
- পেনশন পলিসি শুরুর পূর্বে কোন বিমা গ্রাহকের অকাল মৃত্যু হলে তার নমিনি বোনাস সহ পূর্ণ বীমা অংক প্রাপ্ত হবেন।
- এ পলিসিতে আয়কর রেয়াত এ সুযোগ পারবেন।

উদাহরণ:

৩৫ বছর বয়সের কোন ব্যক্তি ১০ লক্ষ টাকার বীমা পলিসি ক্রয় করে বার্ষিক ৪৯,৬৫০/- টাকা প্রিমিয়াম জমা দিয়ে তার ৫৫ বছর বয়সপূর্তিতে ১০ বছর বা ১৫ বছর বা ২০ বছর মেয়াদে গ্যারান্টিকৃত পেনশনের জন্য প্রতি মাসে যথাক্রমে ২৩,৩৮৬/- বা ১৮,০৩৪/- বা ১৫,৫০৪/- টাকা পেনশন পেতে পারেন। অর্থাৎ তিনি ২০ বছর মেয়াদে ৯,৯৩,০০০/- টাকা প্রিমিয়াম জমা করে সর্বমোট যথাক্রমে ২৮,০৬,৩২০/- বা ৩২,৪৬,১২০/- বা ৩৭,২০,৯৬০/- টাকা পেতে পারেন

অথবা

মেয়াদ শেষে বোনাসসহ এককালীন ১০০% টাকা বাবদ ২০,৪০,০০০/- টাকা

অথবা

৫০% এককালীন উত্তোলন এবং অবশিষ্ট অর্থ মাসিক পেনশনে রুপান্তরের মুযোগ রয়েছে

বিস্তারিত জানতে এবং পলিসি গ্রহন করতে নিকটস্থ জীবন বীমা কর্পোরেশনের অফিসে যোগাযোগ করুন।
web: www.jbc.gov.bd

জীবন বীমা কর্পোরেশন একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আপনার বীমা দাবী পরিশোধ শতভাগ নিশ্চত।

জীবন বীমা কর্পোরেশন

(একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান)

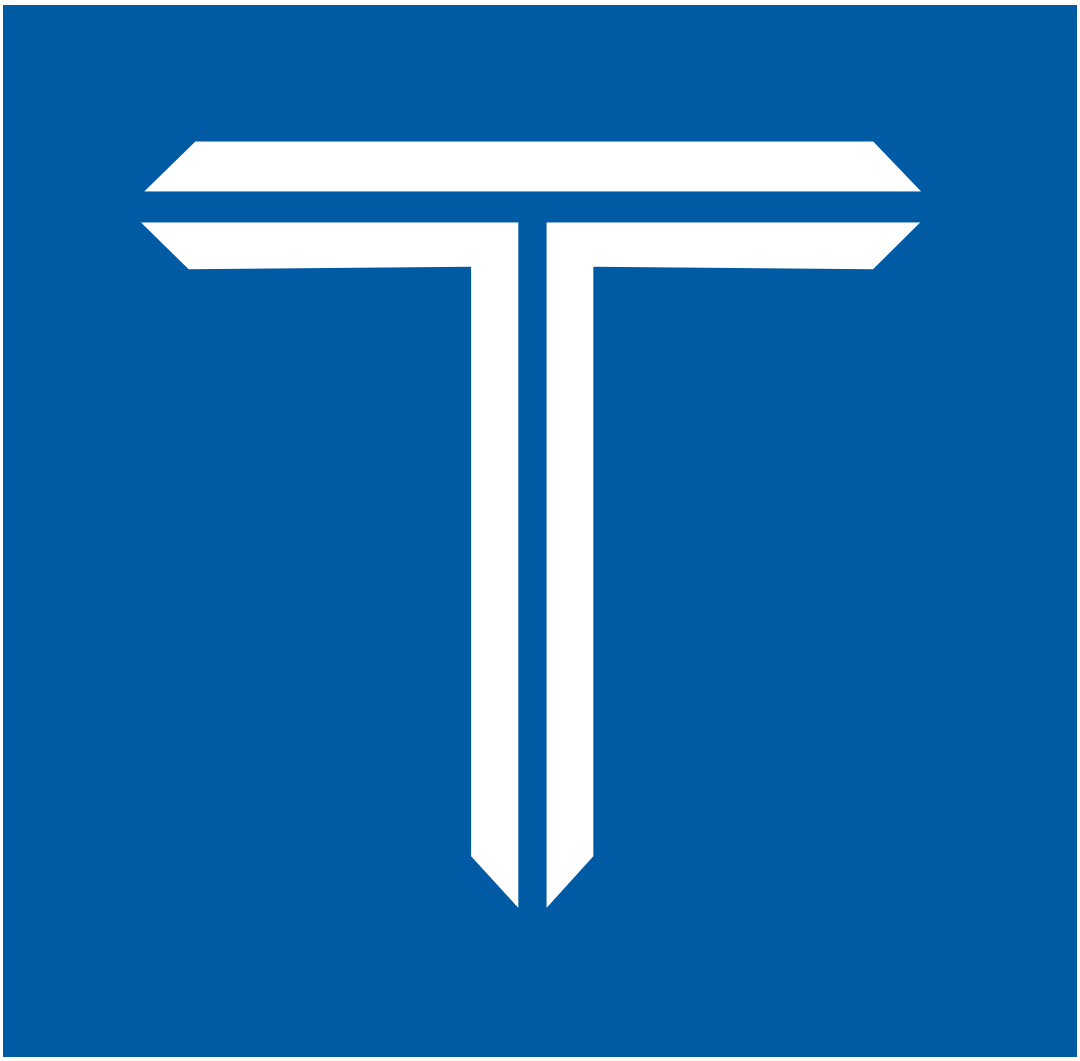

TYSERS